ধর্ম্মসাধন।

প্রথম ভাগ।

সঙ্গতসভা ও উপাসকমণ্ডলীর আলোচিত
প্রস্তাব সকল হইতে
সঙ্কলিত।

—:**:—

'ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না,
কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।'

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মমিসন্ যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ধর্ম্মসাধন।

প্রথম ভাগ।

সঙ্গতসভা ও উপাসকমণ্ডলীর আলোচিত
প্রস্তাব সকল হইতে
সঙ্কলিত।

"ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না,
কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।"

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মমিসন্ যন্ত্রে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

ধর্ম্ম জীবনের বস্তু ও সাধনের ধন। ধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজে শুভক্ষণে সঙ্গত সভার প্রতিষ্ঠা হয় এবং ধর্ম্মসাধনের প্রকৃষ্ট প্রণালী সকল তাহাতে আলোচিত, স্থিরীকৃত ও অবলম্বিত হয়। ইহার ফলে অনেকগুলি ব্রাহ্মজীবন গঠিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বল, সৌন্দর্য্য ও উন্নতি বিধান করিয়াছে। সঙ্গত সভার প্রথম আলোচিত কতক-গুলি বিষয় লইয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়, সাধন-প্রবর্ত্তকদিগের পক্ষে ইহা একখানি মহোপকারী গ্রন্থ। সঙ্গত সভায় ও ব্রহ্মোপাসক মণ্ডলীতে উত্তরোত্তর যে সকল গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত ও সাধনের সঙ্কেত সকল অবধারিত হয়, তাহা সংগ্রহ করিয়া এই ধর্ম্মসাধন পুস্তক প্রচারিত হয় এবং 'ধর্ম্মসাধন' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও কিছু দিন প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমবারের প্রচারিত ধর্ম্মসাধন নিঃশেষিত হওয়াতে ইহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইল। আশা করি

ধর্ম্মার্থিগণ এই পুস্তকখানি অবলম্বন করিয়া সাধনের বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ধর্ম্ম সাধনের ২য় ভাগ পশ্চাৎ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা আবশ্যক এই পুস্তকে যে কিছু গভীর চিন্তা ও উন্নত ধর্ম্মভাব আছে, তাহা সঙ্গত সভাপতি পরলোকগত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের হৃদয়ের সামগ্রী এবং তাঁহারই উৎসাহে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা
১২৯২। ৮ই মাঘ
ব্রাহ্মাব্দ ৫৬

নিবেদক
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সংগ্রাহক ও সম্পাদক।

ধর্ম্ম-সাধন।

আরাধনা।

প্রশ্ন। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্। শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। এই সকল বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি?

উত্তর। উপাসনার চারি অঙ্গ—আরাধনা,ধ্যান, কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থনা। প্রথমে আরাধনা আবশ্যক। সেই আরাধনা এই শ্লোকটীর উদ্দেশ্য। ইহাতে ঈশ্বরের কতকগুলি গুণ বর্ণনা আছে, কিন্তু আমরা গুণগুলি ভাবি না, আমরা গুণের উপাসক নই। এই গুণগুলি যাঁহার আছে, সেই গুণাধারই আমাদিগের ধ্যেয় ও আরাধ্য। আরাধনার গাঢ় ভাবই ধ্যান। ঈশ্বরের এক এক স্বরূপ ধরিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে করিতে চিত্ত ধ্যানে নিমগ্ন হয়, এবং তখন "তুমি আমার, আমি তোমার" তাঁহার সহিত এই সাক্ষাৎ মধুর সম্বন্ধ অনুভূত হইতে হইতে প্রাণ তণ্ময় হইয়া যায়।

'সত্যং' তুমি আছ, প্রথমেই এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আমরা গুণ হইতে দূরে চলিলাম। যখনই সত্যং বলিব, হৃদয় অমনি বলিবে তুমি আছ—স্থায়ী জীবন্তভাবে আছ। তুমি কল্পনা নও, ছায়া নও, কিন্তু স্পষ্টরূপে জানিতেছি তুমি আছ। কিরূপ আছ? জ্ঞানরূপে। মৃতবৎ অজ্ঞান নও, কিন্তু 'জ্ঞানং' জ্ঞানময়। যাহা অন্তরে ভাবি, যাহা বাহিরে বলি, সকলই তুমি জান। এটি জান, ওটি জান, সেটী জান না, তা নয়—আমরা যে যখন যেখানে যা করি, যা ভাবি,—সকলই তুমি জানিতেছ। এইরূপ সর্ব্বসাক্ষী জ্ঞানস্বরূপ যে তুমি, তোমাকে নমস্কার করি।

আরও 'অনন্তং' তুমি একটী দেবতা ক্ষুদ্র নও, তুমি অনন্ত আকাশ পূর্ণ। জগতের বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল বস্তুতে তোমার অনন্ত মহিমা। যে তুমি সকল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি,সেই তুমি ক্ষুদ্র কীট আমাকেও দেখিতেছ। অনেকে তাঁহাকে নিকটে ছোট সীমাবিশিষ্ট ভাবিয়া তাঁহার সত্তা দূরেতে ধারণা করিতে পারে না, এই জন্য তাঁহাকে মহান্ ভূমা বলিয়া জানা উচিত।

তার পর 'আনন্দম্ অমৃতং শান্তং' তুমি আনন্দস্বরূপ, অমৃত স্বরূপ ও শান্তি স্বরূপ। ইহাদের অর্থের বিভিন্নতা আছে। কিন্তু আমরা একটী ধরিয়া সকল পাই—তুমি আনন্দস্বরূপ। তুমি সব জানিতেছ, সর্ব্বব্যাপী, অথচ আকাশের মত শুষ্ক তা নয়; কিন্তু তুমি আনন্দস্বরূপ, তোমার কাছে গেলে আনন্দ পাইব। অনেকে এরূপ না ভাবিয়া শুষ্ক ভাবনা দ্বারা শুষ্ক হয় এবং চিরকালই শুষ্ক থাকে। তুমি আনন্দস্বরূপ। তোমার নামে আনন্দ, স্মরণে আনন্দ এবং তোমার কথায় আনন্দ। যে দুঃখী তোমার

নিকটে যায়, তার নিরানন্দ, অশান্তি, ক্রন্দন সব পলায়ন করে এবং সে আনন্দ প্রাপ্ত হয়। তার মঙ্গল হয়, কেননা তুমি 'শিবং' মঙ্গল স্বরূপ, দয়ার সাগর। কেহ মনে করিতে পারে, তিনি আনন্দ, আমার কি ? তা নয় তিনি মঙ্গলস্বরূপ, দয়া করিয়া আমাদিগকে আনন্দ দিবেন। এটি ভাবিলে চিরকাল যে দয়া করিয়াছেন, সব মনে আসিবে। প্রাণ মন, বিদ্যা বুদ্ধি, জ্ঞান ধর্ম্ম, আত্মীয় স্বজন, সুখ সৌভাগ্য, সকলই তাঁহার দয়া হইতে। তিনি অনন্ত জীবনের আশা ভরসা, চিরসহায়, চিরসুহৃদ। জীবনে তাঁহার বিশেষ দয়া এক এক করিয়া যত স্মরণ হইবে, কৃতজ্ঞতার ভাব ততই উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিবে।

তার পর 'অদ্বিতীয়ং' এই যে তুমি সর্ব্বব্যাপী, তোমার শাসনে চরাচর শাসিত, দয়াময় ঈশ্বর, তুমি একই অদ্বিতীয়। দয়াময় পাপীর অদ্বিতীয় ত্রাণকর্ত্তা একই, দুই হইবার যো নাই। এই বাক্য হৃদয়ের সহিত উচ্চারণ করিলে যত ভক্তি প্রীতি, সকলই তাঁর দিকে প্রবাহিত হয়। সকল জগৎকে এক পরিবার ও তাঁহাকে একমাত্র পিতা বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বশেষে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' তুমি নিষ্কলঙ্ক, পবিত্রতার আধার। যেমন আনন্দ স্বরূপ মনে করিলে দুঃখ সন্তাপ চলিয়া যায়, তেমনি যেই সেই পবিত্রতা স্মরণ করি, অমনি পাপ মলিনতা চলিয়া যায়। তিনি পবিত্র, নতুবা কেমন করিয়া পাপীকে উদ্ধার করিবেন ?

অতএব সঙ্ক্ষেপতঃ—তুমি ছায়া নও,সত্য বস্তু। এখানে আছ, আমার সমুদায় জানিতেছ, আবার যখন আমাকে দেখিতেছ,

সেই সময়ে সমস্ত জগৎ দেখিতেছ। জীবন্ত, আনন্দময়, শান্তি স্বরূপ, দয়ার সাগর এমন যে তুমি এক মাত্র মুক্তিদাতা, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

প্রার্থনা সাধন।

প্রশ্ন। "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" ইহার অর্থ কি?

উত্তর। এই মহদ্বাক্যত্রয়ে আমাদিগের প্রার্থনার সমুদায় ভাব নিহিত আছে। আমরা যখন যাহা প্রার্থনা করি, কিছুই প্রায় এই তিনটী প্রার্থনার বহির্ভূত নহে। হৃদয়ের সহিত এই তিনটী প্রার্থনা করিতে পারিলে জীবন ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হয়। আমাদের প্রত্যেকেরই ইহার গূঢ় অর্থ অবগত হওয়া আবশ্যক।

১ম। "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও।" অসত্যের প্রকৃতার্থ ছায়া বা শূন্য। এই জগতের সমুদায় পদার্থ অসার, ছায়াবৎ ও শূন্যময়। মনের দিকে চাহিয়া দেখিলে ইহাকেও শূন্য বলিয়া বোধ হয়, পার্থিব সুখের দিকে চাহিলে কেবল অসার বলিয়া বোধ হয়, পৃথিবীর সমুদায় সুখ সম্পদ প্রকৃত অন্তরে দেখিলে অলীক বলিয়া হৃদয়ে স্পষ্ট প্রতীয়-

মান হয়। যখন আমরা চতুর্দ্দিকে এইরূপ অসারতা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করি, তখন আমরা স্বভাবতই ব্যগ্রতার সহিত অসত্যের পরিবর্ত্তে, অসার ও অবাস্তবের পরিবর্ত্তে এমন কিছু অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি,যাহা সত্য,বাস্তব ও সার। হৃদয়-আকাশ শূন্য থাকিলে মন অস্থির হইয়া অবলম্বন অন্বেষণ করে। এই কালে হৃদয় আর কাহার দিকে ধাবিত হইবে? কেবল সেই একমাত্র পরম সত্য পরমেশ্বরেরই অভিমুখী হয়। তাঁহার অনুসরণ করিয়া হৃদয় পূর্ণাবস্থা ধারণ করে, ও সেই সত্যকে আপনার উপরে আধিপত্য করিতে দেয়। তখন হৃদয়ে তাঁহাকে দেখিতে পাই, শূন্য হৃদয় পূর্ণ হয়। জগতে তাঁহাকে দেখিতে পাই ও জগতের ছায়া অপনীত হয়। প্রত্যেক স্থলেই কেবল সেই উজ্জ্বল জীবন্ত সত্য নয়ন সম্মুখে প্রকাশিত হয়; এবং তিনি আমার সম্মুখে আছেন ভাবিয়া হৃদয় আশ্রিত বোধে জীবনও উৎসাহে সন্তরণ করিতে থাকে।

অতএব, যখন হৃদয় চতুর্দ্দিকে অসত্য, ছায়া, অসারত্ব অনুভব করিয়া সত্য, বাস্তব ও সারের জন্য ব্যাকুলিত হয়, তখনই আমরা বলি "অসত্য হইতে আমাকে সত্যেতে লইয়া যাও।"

২য়। "অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" পূর্ব্ব প্রার্থনা অপেক্ষা এটী আরও গুরুতর। পাপীর হৃদয় চতুর্দ্দিকেই অন্ধকার দেখে। গভীর তমসাচ্ছন্ন রজনীতে কোন নির্জ্জন মাঠে একাকী পতিত হইলে যেমন হৃদয় ভয়ে আকুলিত হয়, প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে আশঙ্কা হয় ও প্রকৃত পথহারা হইয়া অন্য দিকে গমন করি, সেইরূপ হৃদয়ে পাপ অনুভব করিলে আমরা

বিভীষিকাক্রান্ত, সংশয়াকুল ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া সুপরিচিত পথহারা হইয়া পড়ি। এই কালে আর আলোক আলোক বলিয়া বোধ হয় না। সূর্য্যের প্রখর তেজঃ অন্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কারণ সে আলোক আমাদিগের মনের অন্ধকার অণুমাত্র আপনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। প্রলোভন, মোহ, অহঙ্কার, দুর্ব্বলতা, পাপাসক্তি এই সমুদায়েই হৃদয়ের অন্ধকার বর্দ্ধিত করিয়া তুলে। এইকালে আমাদিগের হৃদয় এইরূপ অন্ধকারের অপনয়নার্থ জ্যোতির জন্য ব্যাকুল হয়,অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিলে এই ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়, বিশ্বাসের পথে অবতীর্ণ হওয়া যায়, তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হয়। হৃদয় এইরূপ অন্ধকারে পতিত হইয়া আর কাহার নিকট গমন করিবে? কেবল জ্যোতির জ্যোতিকেই দেখিতে চায় এবং কাতর হইয়া বলে, "অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও।" তখন হৃদয়ে তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারিয়া উৎফুল্ল হওয়া যায়, ও সমুদায় ভয় অবিশ্বাস তিরোহিত হয়।

৩য়। "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।" এই প্রার্থনা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। হৃদয় শূন্যে ছিল, অসত্যে ছিল, পূর্ণ হইল, সত্যের দিকে আসিল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলাম, আলোক পাইলাম, অন্ধকার চলিয়া গেল, কিন্তু এরূপ ভাব ত আমাদিগের সর্ব্বদা থাকে না। একবার অসত্যে পড়িলাম, অন্ধকারে পতিত হইলাম, বার বার উঠিতে লাগিলাম, আবার পড়িলাম। জীবন পাইলাম, আবার মরিলাম। পাপ আসিয়া আবার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। শূন্যভাব আবার হৃদয়কে অধিকার করিল, হৃদয় শুষ্ক

হইয়া গেল। ধর্ম্ম জীবনে একবার কিছু উন্নতি হইয়া আবার অবনতি হইল। এই প্রকার ত অহরহ হইতেছে। যিনি অমৃতের উৎস, তাঁহার সহিত প্রাণের স্থায়ী যোগ না হইলে পতন ও মৃত্যুভয় কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না। অতএব যখন একবার সত্য পাইলাম, আলোক পাইলাম, জীবন পাইলাম, আর যেন সেই সত্য হইতে বিচ্যুত না হই, আলোক হইতে বঞ্চিত না হই, জীবন যেন না হারাই, এজন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া অমৃতের জন্য অর্থাৎ যাঁহাকে আশ্রয় করিলে মরিতে হইবে না, ধর্ম্ম জীবন হারা হইতে হইবে না, সেই ঈশ্বরের জন্য লালায়িত হয়। তখন হৃদয় ব্যগ্রতা সহকারে বলিতে থাকে, 'যাহাদ্বারা আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?" "মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতেতে লইয়া যাও।"

বিশ্বাস সাধন।

ঈশ্বরেতে বিশ্বাস বলিলে তাঁহার একটী স্বরূপে বিশ্বাস বুঝায়, যথা—তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, পূর্ণমঙ্গল, সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত, পূর্ণপবিত্র ইত্যাদি। এক একটী স্বরূপে বিশ্বাস করিবার এক একটী স্বতন্ত্র সাধন। ঈশ্বরেতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে তাঁহার সত্তাতে বিশ্বাস সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এই মূল বিশ্বাসটী উজ্জ্বল না হইলে আর কোন বিশ্বাসের সঞ্চার

হইতে পারে না। ঈশ্বরের দর্শনই যদি না পাইলাম, তবে তাঁহার গুণ সকল কিরূপে দর্শন করিব? কিন্তু বহির্বিষয়ে আমাদিগের জীবন যেরূপ ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরদর্শন সহজ সাধন নহে। আমরা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া থাকিলে সেই ঘোর বিস্মৃতি দূর করিবার নিমিত্ত আমাদিগের প্রথম চেষ্টা চাই। প্রত্যেকের ভাবিয়া দেখা উচিত প্রতিদিন ঈশ্বরকে কতবার স্মরণ করিয়া থাকি। কেহ হয় ত একবার, কেহ দুইবার, কেহ চারি বার স্মরণ করেন বলিবেন। কিন্তু সেই স্মরণটী ঠিক্ বিশ্বাসপূর্ব্বক হয় কি না? যখন এক খানি পুস্তক দেখি, তখন তাহার অস্তিত্বে নিঃসংশয় হইয়া আধ ঘণ্টাকাল তাহার প্রতি তাকাইয়া থাকিতে পারি। ঈশ্বরের প্রতি কি সেরূপ নিঃসংশয় বিশ্বাস হয়? জড়পদার্থ দর্শনে যেরূপ সাধন, ঈশ্বর দর্শনেও ঠিক্ সেইরূপ সাধন চাই। ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে অন্ততঃ কিছুক্ষণ নিঃসংশয়চিত্তে তাঁহার প্রতি তাকাইতে হইবে। তিনি আছেন, নিকটে, সম্মুখে—শরীর অপেক্ষাও নিকটে, জীবনের জীবন হইয়া রহিয়াছেন, এ প্রকারে নিঃসংশয়ে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা আবশ্যক।

ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার অভ্যাস হইলে সেই স্মরণ যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রথমে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার প্রকাশ; ক্রমশঃ ২ মিনিট, ৪ মিনিট, ১০ মিনিট, আরো কতক্ষণ তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে পারি, তাহার অভ্যাস করিতে হয়। কোন কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে তাঁহাকে স্মরণ করিলাম, পরে সেই কার্য্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে কতক্ষণ তাঁহাকে

সম্মুখে রাখিতে পারি, দেখিতে হইবে। উপাসনার সময়ে যাহাতে সমস্ত ক্ষণ অন্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, এরূপ আগ্রহ চাই। শব্দ দ্বারা উপাসনা ও নিঃশব্দ উপাসনা, প্রকাশ্য ও নির্জ্জন উপাসনার ন্যায় একটী অপরটীর সহকারী। শব্দ দ্বারা উপাসনা বাহিরের কোলাহল থামাইবার জন্য এবং প্রথমে তাহা আবশ্যক, কিন্তু নিঃশব্দে উপাসনা স্থায়ী ও গভীর আন্তরিক ব্যাপার, এইটি উপাসকদিগের লক্ষ্য রাখা উচিত। 'তুমি আমার নিকটে আছ'—ইহা যতবার ভাবিতে পারি ভাবিব, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে যত গভীররূপে অনুভব করিতে পারি চেষ্টা করিব

ঈশ্বরের উপাসনা সরস। উপাসনা করিয়া মনে শুষ্কতা দৃষ্ট ও সন্দেহ উপস্থিত হইলে প্রকৃত উপাসনা হয় নাই জানিতে হইবে। সূর্য্যকে দেখিয়া আলোক না দেখিলে সূর্য্যকে দেখা হইল না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিলে তাঁহার বাস্তবিক যে সকল গুণ, তাহার অনুরূপ ভাবও সাধক হৃদয়ে অবশ্যই সঞ্চারিত হইবে। তাঁহার মহিমা দেখিয়া বিনয়, করুণা দেখিয়া ভক্তি, পবিত্রতা দেখিয়া মুক্তিকামনা এবং আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দ-ভাবে হৃদয় অবশ্যই পূর্ণ হইবে। শুষ্ক পাহাড়ের সাধন করিলে প্রথমে, মধ্যে ও শেষে কখনই তৃপ্তি জন্মে না। কিন্তু গুলাব পুষ্পের সাধনে তাহার শোভা ও গন্ধে নয়ন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অবশ্যই আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকটস্থ হইতে চাহিবে। ঈশ্বরের সাধনেও তাঁহার করুণা পবিত্রতা প্রভৃতি গুণে আত্মা অবশ্যই বিমুগ্ধ হইবে এবং ক্রমশঃ তাঁহার অধিকতর নিকটস্থ হইয়া উজ্জ্বলরূপে

অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখিতে থাকিবে। অতএব ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বদাই তৃপ্তিকর সাধন।

যে ব্যক্তি এককালে ঈশ্বরবিস্মৃত এবং বিষয়-মোহে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, ঘড়ীর কাঁটা যেমন একটা তুইটা করিয়া নিয়মিত বাজে, তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য সেইরূপ নিয়মিত ঈশ্বর স্মরণ আবশ্যক। ইহা তাহার পক্ষে প্রথমে রোগীর ঔষধ সেবনের ন্যায় নীরস ও তিক্ত বোধ হয়; কিন্তু বিষয় বিকার দূর হইয়া আত্মা সুস্থতা লাভ করিলে ঈশ্বর স্মরণ সহজ ও আনন্দকর হয়। বিশ্বাসী সাধক ঈশ্বরকে সেইরূপ স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও দৃঢ়রূপে দর্শন করেন,যেমন আমরা পরস্পরকে দর্শন করি। তিনি ঈশ্বরের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন এবং স্পষ্টরূপে তাঁহার আদেশ শুনিতে পান। পৈতা ফেলা, কি অমুক কার্য্য ঈশ্বরাদেশ কি না, এরূপ সংশয় হইলে ঈশ্বরাদেশ শোনা হয় নাই। তাঁহার আদেশ পাইলে তাহাতে তর্ক, যুক্তি, সন্দেহ কিছুই আসিতে পারে না। তাঁহার আদেশ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত না হইলেও তাহা সহস্র স্বর অপেক্ষা উচ্চ ও দৃঢ়। তাঁহার আদেশে কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞান হয় না, কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনের উপযুক্ত বলও আইসে। সৈনিক পুরুষ সেনাপতির আদেশ যখনি শ্রবণ করে, তৎক্ষণাৎ উৎসাহিত হইয়া তাহা পালন করে। "যাও" এই একটী বাক্য যেমন তাহার কর্ণে প্রবেশ করে, অমনি তাহাকে বলপূর্ব্বক চালাইয়া দেয়,—যাইব, কি না যাইব, সে এরূপ ভাবিতে পারে না। ভক্তসাধক ঈশ্বরের আদেশ নিয়তই শ্রবণ করেন ও নিয়তই পালন করেন। নিম্নশ্রেণীস্থ সাধকদিগের জ্ঞানে বল নাই, তাঁহাদিগকে অনেক-

গুলি কর্ত্তব্যের তালিকা করিয়া দুর্ব্বলরূপে তৎসাধনের চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু উন্নত গণিতবিদেরা যেমন অঙ্ক কসিবার দশটা সোপান ছাড়িয়া সহজে একটা উচ্চ সোপান ধরেন, উন্নত ধর্ম্মপরায়ণেরা সেইরূপ দশটা কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তে একটী উচ্চ কর্ত্তব্য ধরিয়া সহজে কার্য্য করেন। ইহাঁদিগকে দাসবৎ কেবল শাস্ত্রনিয়মের অনুবর্ত্তী হইতে হয় না, কিন্তু ইহাঁদিগের নিয়ম ব্যবস্থাপনেরও ক্ষমতা আছে। ইহাঁরা আধ্যাত্মিক জীবন ধারণ করেন এবং ঈশ্বরের সহবাসে থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছাকে সম্মিলিত করিয়া বিশ্বাসী সন্তানের ন্যায় তাঁহার সেবা করিতে থাকেন।

—o—

নিরাশা।

—o—

প্রশ্ন। ধর্ম্মপথে নিরাশা কেন উপস্থিত হয়, এবং তাহার প্রতিকারের উপায় কি ?

উত্তর। আত্মার পক্ষে নিরাশা একটী ভয়ানক রোগ। অন্যান্য রোগ এক একটী স্বতন্ত্র রোগ, তাহার প্রতিকারের উপায় আছে। দয়া নাই, বিনয় নাই, কি পবিত্রতা নাই, এরূপ স্থলে এ সকল লাভের আশা থাকে, উপায় অবলম্বন করা যায়, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যায়। কিন্তু নিরাশা নিজে দুইটী রোগ। এক ত নিরাশার অবস্থা যন্ত্রণার অবস্থা, আবার তাহার প্রতি-কারের সম্ভাবনাতেও নিরাশা। ইহা অপেক্ষা কঠিন রোগ আর

আত্মাকে আক্রমণ করিতে পারে না। পাপ যত কেন গুরুতর হউক না, হৃদয়ে যদি আশা ও বিশ্বাস থাকে, তাহা অচিরে বিদূরিত হইতে পারে; তাহার পক্ষে তদ্বিষয়ে নিরাশা নাই। যত বিশ্বাসের বল দৃঢ়, ততই নিরাশার বল ক্ষীণ। কিন্তু যে হৃদয়ের বিশ্বাস ভূমিতে অল্পমাত্রও ছিদ্র থাকে, তাহা ধরিয়া কেবল দুই একটী পাপ আইসে এরূপ নয়, প্রত্যুত নিরাশা আসিয়া মূল বিশ্বাসে আঘাত করে। অন্যান্য শত্রু বাহিরের শাখা পল্লব বিনাশ করে, কিন্তু নিরাশা মূল পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া দেয়। নিরাশা পাপের বিষময় ফল, আত্মার মহাব্যাধি। একেত পাপ আসিয়া রিপুর জ্বালায় মনুষ্যকে অস্থির করে, তাহাতে সে পাপকে দমন করিতে চেষ্টা করিয়াও পারে না। যেমন,—যাহার ক্রোধ-রিপু প্রবল, সে ১০। ১৫ বার চেষ্টা করিয়া পরিশেষে নিরাশ হয়। কিন্তু মনুষ্যের নিরাশা এখানেই থামে না, ক্রমে আত্মার সকল বিশ্বাসের মূল ধ্বংস করিয়া নাস্তিকতা আনয়ন করে। চরিত্রদোষ হইতে নিরাশা অনেকের হয়। তাহারা অবিশ্বাসী হৃদয়ে প্রার্থনা করে, ফল প্রাপ্ত হয় না। অনেক দিনের পর প্রার্থনার উত্তর এরূপে প্রাপ্ত হয়, যে সন্দেহ আইসে; তাহা শূন্য ও কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। অবশেষে, প্রার্থনা করা বৃথা ও নিষ্ফল তাহারা এই সিদ্ধান্ত করে। তখন তাহাদের হৃদয়ে নিরাশার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব হয়। এক দিকে ঘোর পাপ ব্যাধি, অপর দিকে প্রার্থনার ফলে নিরাশা—ইহা অপেক্ষা আত্মার দুরবস্থা আর কি হইতে পারে? ১০০ ব্রাহ্মের মধ্যে ১০টীর পতনের অন্য কারণ; কিন্তু অবশিষ্টের

কারণ কেবল নিরাশা। কেবল পাপের পথে মনুষ্য থাকিলে সে ত সহজ, কিন্তু নিরাশার পথ বড় কঠিন। যদি প্রার্থনার ফল বিষয়ে অবিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি যত সঙ্কট রোগ হউক, উপযুক্ত ঔষধ পাইলে এক দিন না এক দিন আরোগ্য হইবে। কিন্তু অবিশ্বাস ও নিরাশায় পড়িয়া অনেকে এককালে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয়। প্রথমতঃ ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে ব্রাহ্মের বিশ্বাস শিথিল হয়, ব্রাহ্ম প্রথমে অসাবধান হন। তিনি প্রার্থনাকালে মনে করেন যদি ঈশ্বর শুনেন ত শুনিবেন, যদি ফল দেন, হয় তদিবেন। এইরূপ ৫টী 'যদি' এবং 'হয় ত' একত্র হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করে। অবিশ্বাস মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া ক্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন করে। এইটী নিরাশার পথ প্রস্তুত করিয়া দেয়। সতর্কতার অবস্থায় নিরাশা আসিতে পারে না। যখন সকল প্রহরী নিদ্রিত হয়, তখন ইহা চোরের ন্যায় আস্তে আস্তে আসিয়া হৃদয় রাজ্য অধিকার করে। ব্রাহ্মগণ! সাবধান, যেন ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে অবিশ্বাস না হয়। প্রথম হইতে আশা-পূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে। যখনি একটু সংশয়ের ভাব আসিবে, সর্ব্বাগ্রে যত্ন ও চেষ্টা পূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিবে। ঈশ্বরের দয়ার বিরুদ্ধে যখন কোন কথা বাহির হইতে যাইবে, মুখ বন্ধ করিয়া থাকিবে। যিনি বলেন, আমার, কি ভ্রাতার আর কিছু হইবে না, তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ বিস্মৃত হন, তিনি নিরাশায় ডুবিবার পথ করেন। কথার মূল্য আমরা বুঝি না। ঈশ্বরের দয়া যে মহাপাপীকেও পরিত্রাণ করিতে

পায়ে, তাহাতে যেন সন্দেহ না হয়; আমাদিগের বিশ্বাস যেন দুর্ব্বল না হয়।

দ্বিতীয়তঃ—কতকগুলি পরীক্ষাতে হৃদয় আন্দোলিত হইলে নিরাশা উপস্থিত হয়। ইহার জন্য অগ্রে হৃদয়কে প্রস্তুত না রাখিলে অত্যন্ত বিপদ। মনে যদি একটু সংশয় কিম্বা নিরাশার ভাব থাকে, পরীক্ষার সময় তাহা দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়। নিরাশা প্রমাণ দেখাইয়া অবিশ্বাসী হৃদয়কে বলিয়া দেয়,—"তোর আর আশা নাই, তুই আর জীবনকে এরূপ উপহাসের বিষয় করিস্ না, ধর্ম্ম মিথ্যা, ঈশ্বর মিথ্যা, সকলই মিথ্যা।" ধর্ম্ম যেমন প্রমাণ দেখাইয়া বিশ্বাস দৃঢ় করেন, অধর্ম্ম তেমনি অবিশ্বাস প্রবল করিয়া দেয়। যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা মরিবে, প্রতিজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে, "এ অবস্থা নিরুপায়, অসহায় অবস্থা। যিনি বলিয়াছেন, আমি পরম পিতা, তিনিও পরিত্যাগ করিলেন। বুঝিয়াছি, বিপদকালে তিনিও শুনেন না, বিষয়ী বন্ধুর ন্যায় অকূল পাথারে ভাসাইয়া পলায়ন করেন। তিনি যদি দয়াময় হন, তবে কি এমন হয়? তিনি দয়াময় নন। তাঁহারও মনুষ্যের ন্যায় স্নেহ, দয়া ও সহিষ্ণুতার সীমা আছে। দুই বৎসর, নয় পাঁচ বৎসর দয়া করিলেন, কিন্তু চিরকাল কি করিতে পারেন?" কিন্তু ভক্ত সাধকের ভাব ঠিক্ বিপরীত। তিনি বলেন, ঈশ্বর কখনও পরিত্যাগ করেন না, করিতে পারেন না। তিনি কখন চরণে আশ্রয় দেন, কখন পদাঘাত করেন; কখন মিষ্টান্ন, কখন তিক্ত বস্তু দেন; কখন

সূর্য্য, কখন অন্ধকার দেখান ; কখন বিপদ্, কখন সম্পদ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন "ঈশ্বর মারিতেছেন মারুন" কিন্তু তাহাতে আমার ভয় নাই। কেন না, আমি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়াছি, তাঁহার যে চরণ এক সময় আশ্রয় দিয়াছে, সেই চরণই আঘাত করিতেছে। তিনি আমার মঙ্গলের জন্য আমাকে পরীক্ষাতে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছেন, ইহাতে আমার চৈতন্য হইবে। তিনি অন্ধকারের পর আলোক, বিপদের পর সম্পদ্ আনিবেন, কেন না উভয়ই তাঁহার প্রেরিত। তিনি যদি আমাকে মৃত্যুর গ্রাসে ফেলেন, তাহাও আমার মঙ্গলের নিমিত্ত। ফলতঃ, জীবনের সকল অবস্থায় যদি এইরূপ আমরা লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে পারি, তাহা হইলে আর অবিশ্বাসী হইয়া আপনাকে কি অন্যকে বিপদের কারণ বলি না, কিন্তু ঘোর দুর্দ্দিনেও ঈশ্বরের মঙ্গল চরণ ধরিয়া থাকিতে পারি।

অতএব যাঁহারা নিরাশার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে চান, তাঁহাদিগের নিমিত্ত সংক্ষেপে এই দুইটী উপায় নির্দ্দেশ করা যায় ঃ—

১ম।—ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে অটল বিশ্বাস স্থাপন।

২য়।—পরীক্ষাকালে ঈশ্বরের চরণ কোনমতে না ছাড়া। যত বার নিরাশা আসে, বলিব "আরও আমার চৈতন্যের প্রয়োজন। আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া থাকিব। যিনি নিরাশা আনিয়াছেন, তিনিই তাহা হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন।"

শুষ্কতা ও সরসভাব।

——ঃ০ঃ——

প্র। শুষ্কতা কিরূপ পাপ? ইহা কেন হয় এবং ইহার নিবারণের উপায় কি?

উ। যাঁহারা কেবল কর্ত্তব্য সাধনকে ধর্ম্ম বলেন, তাঁহাদের মতে ক্রোধ ইত্যাদি পাপ, কিন্তু শুষ্কতা একটী পাপ নহে। কেবল এদেশের নহে, সকল দেশের লোকের বাল্যসংস্কার এই, বিবেকের নিকট নিরপরাধী থাকিতে পারিলে, লোকের নিকট ধার্ম্মিক হইতে পারিলেই ধর্ম্ম সাধন হইল। কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনের ধর্ম্মের আগাগোড়া কঠোর, তাহাতে রস নাই, শান্তি নাই। প্রেমের ধর্ম্ম ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। তাহার মত, যে সাধনে শান্তি ও সরস ভাব নাই, তাহা ধর্ম্ম নামের যোগ্য নহে, তাহা ঈশ্বর হইতে বিচ্যুতির অবস্থা; সুতরাং শুষ্কতা একটী পাপের মধ্যে গণ্য। প্রেম ও শান্তির ভাব যে কি, তাহা অন্যকে কেহ বুঝাইতে পারে না, যাহার হয় সেই জানে। এক জন মনুষ্যকে আর একজন যদি ভাল বাসেন, তাহার সেবা করিতে কেমন আন্তরিক উৎসাহ ও সুখবোধ হয়। প্রেমিক ব্যক্তির ঈশ্বর-সেবাতেও সেইরূপ মধুময় ভাব, তাহা অন্যকে বলিয়া তিনি বুঝাইতে পারেন না। তিনি ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছেন, জানিয়া দুরূহ চিন্তা, কঠিন পরিশ্রম, ভীষণ সংগ্রাম এ সকলেতেই আনন্দিত হন।

সে কি ভাব, যাহাতে তাহার মনকে এইরূপ সরস রাখে?

প্রত্যেকে উপাসনাতে ইহার পরীক্ষা দেখিতে পান। কতদিন উপাসনা করিয়া শুষ্কভাবে ফিরিয়া আসিতে হয়, আবার এক এক দিন তাহা এমন মধুর হয় যে, আর তাহা ছাড়িয়া কোথায় যাইতে ইচ্ছা করে না। এই ভাবটী যে কি, তাহা বলিবার যো নাই, কিন্তু ইহাকেই আমরা যথার্থ তৃপ্তি ও পরম শান্তি বলিয়া থাকি। ইহা একটী অতি নিগূঢ় ভাব। ইহা হৃদয়ে থাকিলে এক ব্যক্তি অতি সামান্য সাংসারিক কার্য্য করিয়াও তৃপ্তি ও শান্তি পান, ইহা না থাকিলে এক ব্যক্তি প্রচারক হইয়াও বৃথা জীবন ক্ষেপণ করেন। যে পরিমাণে এই ভাব, সেই পরিমাণে ধর্ম্মজীবন সরস থাকে ও উন্নত হয় এবং অন্যের সহিতও প্রেমভাবে সম্মিলিত হওয়া যায়। ধর্ম্মের এই সরস ভাব না থাকিলে উৎসাহ, সত্যবাদিতা ও সহস্র সাধুকার্য্যও নিষ্ফল হইয়া যায়। একটী বাটী গাঁথিবার জন্য ইষ্টক, চূর্ণ ও বালি থাকিলেই হয় না, রস আবশ্যক করে। রস না থাকিলে ধর্ম্মগৃহেরও জমাট গাঁথনি হয় না। আমরা বলি, আমরা এতকাল একত্র হইয়াছি, এত চেষ্টা করিতেছি, তথাপি আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হয় না। দুই খানি শুষ্ক ইষ্টক শত বৎসর একত্র রাখিলেও কি জমাট হয়? কিন্তু মধ্যে রসাক্ত দ্রব্য রাখ, উভয়ের যোগ অকাট্য হইবে। বিভিন্নপ্রকৃতি দুই মনুষ্যের মধ্যে যোগ আপাততঃ অনেক কারণে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু প্রীতিরস সঞ্চারিত হইলে তাহাদের পক্ষে বিচ্ছিন্ন হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। ঈশ্বরবিষয়েও তদ্রূপ। তিনি নিষ্কলঙ্ক, আমরা পাপী, এই বিভিন্ন প্রকৃতি কিরূপে মিলিত হইবে? কিন্তু প্রীতিরস থাকিলে

যোগ সহজে সম্পন্ন হয়। অন্তরের শুষ্ক বা সরস ভাব দ্বারা সমুদয় জীবন কঠোর বা সরস ভাব ধারণ করে। প্রেমের যোগ হইলে ভিতরে কেমন একটা নূতন ব্যাপার হয়, তাহা নয়নের অঞ্জন হইয়া চক্ষুকে নূতন জ্যোতি প্রদান করে এবং সমুদয় জীবনের স্রোতঃ নূতন ভাবে প্রবাহিত করিয়া দেয়।

ঈশ্বর-প্রীতিরস হৃদয়ে সঞ্চিত হইলে দুইটী ভাবে তাহা পরিণত হয়, প্রেম ও আনুগত্য। এই দুয়ের একত্র সন্ধি হইলে জীবনের পূর্ণতা হয়; কিন্তু তাহা দর্শন করা দুর্লভ। এই জন্য পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যে চিরকাল দুই পৃথক্ শ্রেণী চলিয়া আসিতেছে। কর্ত্তব্যপালন মত অনুসরণ করিলে ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে, অনেক দুঃখ ক্লেশও অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু প্রেম ভক্তি ভিন্ন তদভ্যন্তরস্থ মধুর আস্বাদন হয় না, কেবল ক্লেশাবশেষই হয়। কেবল প্রেম সাধনের বিপদও আছে, তাহা পবিত্রতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে অকালে বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের হিত প্রকৃত যোগ নিবদ্ধ হইলে সমুদয় জীবন স্বর্গময় হয় এবং তাহা যে বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহাকেই স্বর্গময় করিয়া দেয়। হৃদয় তাঁহার প্রেমপূর্ণ এবং জীবনের সমুদয় কার্য্য কেমন প্রেমাভিষিক্ত হয়!

শুষ্কতা অর্থ, প্রেমের অভাব। ইহা একটা রোগ নহে। কিন্তু বিকারের তৃষ্ণায় যেমন দশটা রোগের পরিচয় দেয়, ইহা দ্বারাও দশটা পাপ ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ পায়। অহঙ্কারই ইহার একটী প্রধান কারণ। নানাবিধ সাংসারিকতা ও পাপাসক্তিও সামান্য নহে। শুষ্কতা ও পাপের মধ্যেও ঈশ্ব

রের হস্ত দেখিতে হইবে। ঈশ্বর ইহা দ্বারা দেখান যে, কূপের জল শুকাইয়াছে, সাবধান হও। কিন্তু এই সময়ে নিরাশ হইলেই সর্ব্বনাশ। সকলের জানা উচিত, ভিতরে জল আছেই আছে, দশ খান পাথর কি বালি চাপা পড়িয়া তাহা লুক্কায়িত হইয়াছে। যিনি ইহার মধ্যে বিশ্বাসী হইয়া বিনীত প্রার্থনার উপর নির্ভর করেন, হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহার নিকট সকল বাধা দূর হয় এবং তিনি পুনরায় নির্ম্মল স্রোতোজল পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, শুষ্কতার সময় পাথর চাপা যে এই জল আছে, প্রায় কাহারও তাহা বিশ্বাস হয় না। ব্রাহ্মদের মধ্যে ভাল ভাল লোক এই বিশ্বাসের অভাবে মরিয়া যান। শুষ্কতা সংক্রামক রোগ। কাম ক্রোধাদি ব্যক্তিগত, দুই এক ব্যক্তির মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু শুষ্কতা দলের মধ্যে এক জনকে ধরিলে সকলের প্রাণ সংশয় করে। সংক্রামক রোগের সময় যেমন জ্বর প্লীহা প্রভৃতি দশ খানি রোগ একত্র হয়, শুষ্কতার মধ্যে সেইরূপ নানা পাপ নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটী আশ্চর্য্য আত্মপ্রবঞ্চনা দেখা যায়, অনেকে পরের পুষ্করিণীর জলে আপনার পুষ্করিণী করেন। পরের সঞ্চিত জল পান করিয়া আপাততঃ তৃষ্ণা নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পথে নিজের সম্বল না হইলে কিরূপে চলিতে পারা যায়? এ সম্বল কেবল উপাসনা যোগেই লাভ হইতে পারে। কিন্তু মদ খাইয়া হাজার লোক মরিতেছে, স্বচক্ষে দেখিয়াও যেমন মাতালেরা মদ ছাড়িতে পারে না,

উপাসনা বিনা সহস্র লোক মরিতেছে দেখিয়াও অনেকে তাহার প্রতি উপেক্ষা করেন, ভবিষ্যতের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন।

শুষ্কতা নিবারণের ঔষধ একমাত্র ঈশ্বর, কেন না তিনি রসস্বরূপ। আমাদের সাধন কি? কেবল তাঁহার নিকট বসা। নদীতীরস্থ বৃক্ষের শিকড় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া জল প্রাপ্ত হয় এবং সেই জল বৃক্ষকে চিরকাল সরস রাখিয়া বর্দ্ধিত করে। জীবনের সেইরূপ একটী মূলদেশ আছে, অক্ষয় শান্তিস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত তাহা সংযুক্ত হইলে, আত্মা নিত্য কাল সরস থাকিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে।

সকলে জীবনের এই সার সত্যটী পরীক্ষা করুন্। লোকে কাজ কর্ম্মে বিরক্ত হইলে যেমন বন্ধুদিগের নিকট যায় এবং শান্তি লাভ করে; জীবনে শান্তিহারা হইয়া আমরা শান্তি লাভার্থ ঈশ্বরের নিকট যাই কি না এবং তাহা লাভ করি কি না? দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার একটু এই ভাবে তাঁহার কাছে বসিবার চেষ্টা ও অভ্যাস করা আবশ্যক। ক্রমে তাঁহার সহিত যত অবিচ্ছিন্ন যোগ বন্ধন করিতে পারিব, ততই শুষ্কতার সম্ভাবনা অল্প হইবে এবং প্রেমরস, শান্তিরস ও আনন্দরসে জীবন প্লাবিত হইতে থাকিবে।

জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য।

প্র। বিশেষ মনুষ্যের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য কি? অথবা কে কোন্ কার্য্যের জন্য প্রেরিত?

উ। এ বিষয়টী সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করিলে বুঝা যায় না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে স্পষ্ট বুঝা যায়। এ গুরুতর বিষয় বিবেচনা করিবার ভার বুদ্ধির হস্তে দিলে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু স্থিরচিত্তে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিলে ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়। সকল পদার্থের এক একটী স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে, আগুণ দাহনের জন্য, জল স্নিগ্ধ করিবার জন্য ইত্যাদি। আমি মনুষ্য, আমার কি উপযোগিতা নাই? সকল মনুষ্যই ঈশ্বর-প্রেরিত। ধর্ম্মের পথে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা সকলে-রই সাধারণ উদ্দেশ্য। কিন্তু আমার পক্ষে বিশেষ উদ্দেশ্য কি? ইহা জানিতে হইলে মনকে সেইরূপ প্রস্তুত করিতে হইবে। জড়ের মত চুপ করিয়া থাকিলে হয় না। এক দিকে যেমন নিজের বুদ্ধি দ্বারা কিছু স্থির না করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিব, অন্য দিকে সেইরূপ কার্য্য করিতে থাকিব। সাধারণ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিলে বিশেষ কর্ত্তবের পথ প্রকাশিত হয়। একটু মনের সরলতা থাকিলে বুঝা যায়। যেমন স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলে তাহার বেগ কোন্ দিকে তাহা বুঝা যায় এবং

তাহার পর হাল দাঁড় বাহিয়া তাহার গতির সাহায্য করা যায়; সেইরূপ কার্য্য স্রোতে জীবনকে ভাসাইলে কোন্ দিকে ইহার গতি, তাহা আনায়াসে নিরূপিত হয়, এবং পরে সেই দিকে যত্ন পরিশ্রম বুদ্ধি কৌশল চালনা করিতে হয়। নানা কার্য্যের মধ্যে হয় ত কোন কার্য্যে শান্তি সুখ পাইতেছি না, আবার একটী কার্য্য দেখিতে পাই, তাহা আপনার কার্য্য বলিয়া মন স্বভাবতঃ অবলম্বন করিতে যায়, তাহাতে শান্তি ও সফলতা লাভ হয়। জীবনের ঠিক্ বিশেষ পথ ধরিতে না পারিয়া কত লোক অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে, যে পরিশ্রম যত্ন করিতেছে, তাহা বিফল হইতেছে। মৎস্য যেমন স্থলে গিয়া বিপাকে পড়ে এবং জল পাইলে সুস্থির হইয়া জীবন ধারণ করে, মনুষ্য সেইরূপ আপনার বিশেষ কার্য্য না পাইলে সুস্থির হইতে পারে না, কিন্তু পাইলে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সহিত কার্য্য করিতে থাকে।

স্থিরচিত্তে ঈশ্বরের শরণাপন্ন থাকিয়া জীবনের স্রোত যখন বুঝিতে পারি, তখন আমাদের কর্ত্তব্য যে তাহাতে বাধা না দিই। অনেক সময় আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ আজ্ঞা কি, বুঝিতে গিয়া সাংসারিক ভাবের অধীন হইয়া তাহা লঙ্ঘন করি। যে কার্য্য করিতে যাইতেছি, ইহাতে সংসারিক সুবিধা ও সুখ আছে কি না, ইহাতে ত আপনার স্বার্থের উপর কোন আঘাত পড়ে না, এই সকল ভাবিতে গিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হই। আধ্যাত্মিক ভাব ইহার বিপরীত। ইহাতে যে কার্য্যটী একবার আপনার বলিয়া স্থির হইল, তাহা চিরজীবনের নিমিত্ত। ঈশ্বরকে যেরূপ অবিশ্বাস করিতে পারি না, সে কার্য্যটীকেও ঠিক্ সেইরূপ অবি-

শ্বাস করিতে পারি না। জীবনের উদ্দেশ্য সাধন প্রায় কঠিন ব্যাপার হইয়া থাকে, এমন কি, তাহার জন্য প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বর তৎসাধনের বলও আমাদিগকে প্রেরণ করেন। আমরা উদ্দেশ্য কার্য্যে আকাঙ্ক্ষিত সুখ ও স্বার্থ সাধন দেখিতে পাই না বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করি এবং নানা কার্য্যে জীবন পরিবর্ত্তন করিয়া কোথাও শান্তি পাই না। এইরূপে আমরা যাহা পাই, তাহাও অবাধ্যতার দোষে হারাইয়া ফেলি।

মনুষ্যদিগের কার্য্য, ভাব, ও প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও তাঁহারা এক শ্রেণীস্থ হইয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারেন, অর্থাৎ একসঙ্গে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হইতে পারে। বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর ১০ জন ছাত্রের কাহার অঙ্কে, কাহার সাহিত্যে, কাহার বিজ্ঞানে অধিক অনুরাগ ও পারদর্শিতা থাকিতে পারে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা সকলেই এক সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীতে উঠিয়া থাকেন। ঈশ্বর যে মনুষ্যকে যে কার্য্যের জন্য প্রেরণ করেন, তিনি সেই কার্য্য করিলেই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পন্ন করেন। বড় লোকের বড় কার্য্য, ইতিহাস ও জীবন চরিতে উঠে; কিন্তু সামান্য লোকের কার্য্যও মূল্যহীন নয়। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে সেনাপতির নাম হয় বটে, কিন্তু প্রত্যেক সেনাও তাহার কার্য্য করিয়াছে। বড় লোকের বিপদও বড়। ভেক কর্দ্দমে পড়িলে সত্বর উঠিতে পারে, কিন্তু হাতীর পতন ভয়ানক। বড় লোকের কাজের বাহিরের ফল দেখিয়া আমরা তাহাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি, কিন্তু তাহাদের ভিতরের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে তাহাদের কষ্ট দেখিয়া দুঃখ হয়।

ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহৎ, ক্ষুদ্র সকলেই সমান। যিনি বিশ্বাসী হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন, তিনিই ধন্য হন ও পুরস্কার পান। ঈশ্বর জড় জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন।

যাঁহারা জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য পালন করেন, সাধারণ কর্ত্তব্য যে তাঁহাদিগকে সাধন করিতে হয় না, এমত নহে। সৌর-জগতের প্রত্যেক্ গ্রহ আপনা আপনি আবর্ত্তন করিতেছে, আবার সাধারণ কেন্দ্র সূর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গুলাবের বর্ণ ও গন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাহাদের সাধারণ গঠন প্রণালী একরূপ। ঐক্য ও বৈলক্ষণ্য সৃষ্টির নিয়ম দেখিলেই প্রতীত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে সাধারণ ও বিশেষ উভয় উদ্দেশ্যই রক্ষা চাই। যাহা মনুষ্যের স্বাভাবিক, তাহাই তাহার কর্ত্তব্য; যাহা অস্বাভাবিক তাহাই অকর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার মধ্যে মনুষ্যের বিশেষ কার্য্যে তাহার দৃষ্টির বিশেষ আবশ্যকতা বুঝা যায়। সূর্য্যের বিশেষ উদ্দেশ্য আলোকদান, তাহা লোপ করিলে তাহার সূর্য্যত্ব যায়; যে মনুষ্যের যে বিশেষ কার্য্য তাহা লোপ করিলেও তাহার ব্যক্তিত্ব থাকে না। এইরূপে প্রত্যেক মনুষ্য আপনার সাধারণ প্রকৃতি রক্ষা করিয়া বিশেষ কার্য্য সাধন করিলে যে জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া পবিত্র জীবন লাভ করিতে পারেন।

পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব।

প্রশ্ন। পাপের মধ্যে গুরু ও লঘু আছে কি না ?

উত্তর। পাপ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এইটী গুরু ও এইটী লঘু এরূপ বলা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে অবস্থাবিশেষে পাপবিশেষের গুরুত্ব বা লঘুত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এক ব্যক্তির পক্ষে দশটী নরহত্যা অপেক্ষা পাঁচটী মিথ্যা কথা কহা অধিক পাপ হইতে পারে। পাপ বাহ্য কার্য্যের দ্বারা ঠিক্ প্রকাশ পায় না, মনের বিকৃত অবস্থা দ্বারাই নিরূপিত হয়। যাঁহারা বাহ্য কার্য্য দর্শন করিয়া পাপ বিচার করিতে যান, তাঁহারা পদে পদে ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা কামরিপুদ্বারা সংসারের বিশেষ অনিষ্ট হইতে না দেখিলে তাহা পাপের মধ্যে গণনা করেন না, আর সামান্য ক্রোধদ্বারা কোন অপকার ঘটিলে সেই ক্রোধকে মহাপাপ বলিয়া নিন্দা করিবেন। কেবল ইহা নহে, তাঁহারা এক পাপকে আর এক পাপের নামে ঘোষণা করিয়া দেন। কামান্ধ হইয়া যদি কোন ব্যক্তি অপরের প্রাণহত্যা করে, তাঁহারা ক্রোধের শাস্তি স্বরূপ তাহার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। পুলিষের খাতায় তাহার ক্রোধাপরাধ লিপিবদ্ধ রহিল ; কিন্তু অন্তর্যামী ঈশ্বরের বিচারে সে কামাপরাধের শাস্তিভাগী হইবে। আমরা সাধারণ চিকিৎসকদিগের রীতি দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাঁহারা গুটিকত লক্ষণ দেখিয়া চিকিৎসা

পুস্তক হইতে তাহার নাম জানিবার জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু স্বভাব কোন পীড়ার নাম লিখিয়া দেন না, প্রত্যেক পীড়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণ ও অবস্থার যোগে সংঘটিত হয়। এই জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগের নামের উপর কিছু নির্ভর না করিয়া স্বভাবের গতি ধরিয়া চিকিৎসা করেন, এবং তাঁহাদের চিকিৎসাই ফলদায়ক হয়। রোগের লঘুত্ব গুরুত্ব বাহ্য লক্ষণ দ্বারা ঠিক্ হয় না। এক ব্যক্তির হয়ত সর্ব্বাঙ্গে ঘা, ডাক্তরেরা তাহার পীড়া সামান্য বলিয়া ঔদাস্য করেন; এক ব্যক্তির শরীরের কান্তি পুষ্টি বিলক্ষণ, কিন্তু রক্ত বিকৃত হইয়া এক স্থানে ক্ষুদ্র একটী ব্রণ বা ফুসকুড়ী হইয়াছে, তাহার মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া আশা ছাড়িয়া দেন। অবিজ্ঞ নীতিজ্ঞেরা সেইরূপ পাপ রোগের নামকরণ করিতেই বৃথা কষ্ট পান এবং তাহার বাহ্য প্রকাশ দ্বারা গুরুত্ব লঘুত্ব স্থির করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ কাম ক্রোধ লোভ প্রত্যেকেই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে গুরু, আবার ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে লঘু পাপ। যাহার আত্মার ঈশ্বরের দিকে যাইতে যত অনিচ্ছা ও বিঘ্ন এবং সংসার ও ইন্দ্রিয় সেবায় যত অনুরাগ, তাহার পাপের পরিমাণ সেই অনুসারে অধিক বলিতে হইবে।

সকল পাপের প্রতি সতর্ক থাকা উচিত। সংসার যাহাকে ক্ষুদ্র পাপ বলে, তাহা দ্বারা কত সময় আত্মার সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। এক ব্যক্তি হয়ত কাম ক্রোধাদি প্রবল রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, সে সকল আর তাঁহার নিকট গুরু পাপ নহে; কিন্তু মিথ্যা কথা, কি পরনিন্দা, কি অবিশ্বাস

তাঁহার ঈশ্বর ও মুক্তির পথে বিষম কণ্টক হইয়া থাকে। যে সকল পাপ অগ্রে সামান্য বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, ধর্ম্ম-জীবন যত উন্নত ও হৃদয় যত পবিত্র হয়, তাহার গুরুত্ব ও ভীষণতা ততই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

প্রায়শ্চিত্তের অর্থ চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া পবিত্রা স্বরূপ পরমেশ্বরের সহিত পুনর্ম্মিলন। যে অনুতাপ দ্বারা এইরূপ ফল লাভ হয়, তাহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। অনুতাপ দুই প্রকার। এক প্রকৃত অনুতাপ, তাহাই স্বাভাবিক, অন্তরের গভীর স্থান হইতে স্বতঃ উৎপন্ন হয় এবং চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য প্রকার অনুতাপ বিকৃত, ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক উৎপন্ন করিতে হয়, বাহ্যিক লক্ষণে প্রকাশ পায় এবং তাহাতে ক্ষণকাল গ্লানি ভিন্ন চিরস্থায়ী ফল দেখা যায় না। হৃদয়ের পাপ থাকিতে অনুতাপ না আসিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা আনিবার চেষ্টা করিতে হয় বটে, কিন্তু সে চেষ্টা অন্ধকারময় গৃহমধ্যে আলোক আনিবার জন্য দ্বার জানালা খুলিয়া দেওয়ার ন্যায়। আমরা সচরাচর বিকৃত অনুতাপের ভাবই গ্রহণ করি। পাপের জন্য কাঁদিতে হয়, একটু কাঁদিলাম। পাপ যায় নাই, তথাপি তাহা

গিয়াছে, বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলাম। পূর্ব্ব পাপ স্মরণে আমাদিগের যে কষ্ট হয়, তাহার কারণ এই যে, পাপের জড় এখনও মরে নাই ; এখনও আমরা পাপে পড়িয়া আছি। সম্পূর্ণ রূপে পাপ হইতে মুক্ত হইলে সে পাপের চিন্তা আর মনে আসিতে পারে না। পাপ বাহিরে নয়, মনে। হয় ত পাপ করিতেছি না, কিন্তু পাপের ইচ্ছা মনে জাগিতেছে। এক জন চোর কিছু দিন চুরি করিবার সুবিধা না পাইয়া জগতের নিকট অচোর হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে চোর। সুবিধা না পাইলে পাপ অনুষ্ঠিত না হওয়া, পাপ যাওয়া নয়—কিন্তু পাপের কিছুকালের জন্য ছুটি লওয়া মাত্র। যথার্থ অনুতাপ হইলে পাপ একবারে যাইবে। কাহারও যথার্থ অনুতাপ হইয়াছে কি না, জানিতে হইলে তাহার নিকট দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিতে বা অন্য বাহ্য লক্ষণ দেখিতে হয় না। তাহার নিকট এই কথাটী জিজ্ঞাসা করিলে হয়—"তুমি কি বিগত পাপের জন্য এত দুঃখিত যে, সে পাপ আর করিতে ইচ্ছা কর না? যে ব্যক্তি আগুণে পুড়িয়া কান্দিতেছে, সে কি সে আগুণ আর শরীরের উপর ধরিয়া রাখিতে পারে, না তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়? যে পাপে মন পুড়িতেছে, আর কি তাহার আলিঙ্গন সহ্য হয়? পাপে আর সুখানুভব হয় কি না, পাপ থাকা না থাকার এই পরীক্ষা। সেক্সপিয়ারের 'হামলেটে' ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। হামলেটের খুড়া তাঁহার সহোদরকে হত্যা করিয়া তাঁহার রাজ্য ও মহিষীকে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এক দিন তাঁহার মনে বিবেকের উদয় হওয়াতে ভাবিলেন যে,

আমার পাপ যত হউক না কেন, ঈশ্বরের করুণা তদপেক্ষা অধিক, অতএব কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে অবশ্যই সে পাপের ক্ষমা হয়। কিন্তু আমি কি ভ্রাতৃহত্যা অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি? কখনই না, কেন না, অপরাধের ফল যে রাজমুকুট, ও রাজমহিষী, তাহা এখনও অধিকার করিয়া রহিয়াছি। দোষের ক্ষমা হইবে, অথচ দূষিত সুখ সকল হস্তগত করিয়া রাখিব এমন কি হইতে পারে? তবে কি উপায় অবশিষ্ট আছে? দেখা যাউক, অনুতাপের সাধ্য কি, অসাধ্যই বা কি? কিন্তু যে ব্যক্তি অনুতাপ করিতে পারে না, তাহার পক্ষে অনুতাপ কি করিতে পারে? হা দুর্ভাগ্য অবস্থা! হা কঠোর পাষাণ হৃদয়!"

তৎপরে তিনি অনুতাপের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া নিরাশ হইয়া বলিলেন,—

"আমার বাক্য সকল ঊর্দ্ধগামী হইতেছে, কিন্তু মনের ভাব নিম্নে রহিতেছে; ভাববিহীন বাক্য কখনও ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারে না।"

আমরা মোটামুটি পাপ ধরিয়া অনুতাপ করি, তাই পাপের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিতে পারি না। যাহার জীবনে যে পাপ যে বিশেষ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাজত্ব করে, তাহার সেই ভাবে তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া অনুতাপ করিতে হইবে। লোকের ধন সম্পত্তি কি গাড়ী ঘোড়া দেখিয়া আমার হিংসা হয় না বলিয়া আমি যে সে পাপ হইতে মুক্ত আছি, বলিতে পারি না; হয়ত, এক জন বক্তা, কি বিদ্বান্, কি ধার্ম্মিক লোকের আদর দেখিয়া

বা তাঁহার গুণের প্রশংসা শুনিয়া আমার এত হিংসানল প্রজ্বলিত হয় যে, আমি সেই ব্যক্তির অবমাননা বা মৃত্যু কামনা করি। হয়ত অন্যের অপেক্ষা আমার রত্নালঙ্কার অধিক আছে বলিয়া অহঙ্কার করি না, কিন্তু আমি ভস্ম ভাল করিয়া মাখিতে পারি, সকলের অপেক্ষা অধিক বিনয়ী এ বলিয়াও অহঙ্কার হয়। এই-রূপ দুষ্প্রবৃত্তি-মলিন ইচ্ছা মনে স্থান দিতে যতক্ষণ ভাল বাসি ও আমোদ পাই, ততক্ষণ নিশ্চয়ই অনুতাপ হয় নাই, পাপও যায় নাই।

পাপ গিয়াছে কি না, সন্দেহ হইলে পাপে ফেলিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিতে নাই। পাপের সহিত আর সাপের সহিত খেলা অতি ভয়ঙ্কর। এরূপ স্থলে পাপ আছে বলিয়া মানিয়া সতর্ক থাকা নিরাপদ। সহস্র পাপ করিলে প্রত্যেকটী স্মরণ করিয়া যে অনুতাপ করিতে হইবে, এরূপ নহে। মিথ্যাকথা পাপের প্রবলতা যদি অধিক হয়, তাহারই প্রতি দৃঢ় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। একটী পাপে ঘা পড়িলে সকলটীতে ঘা পড়িবে। পাপের শত শত শাখা আছে, একটী ধরিয়া গেলেই মূলে যাওয়া যায় এবং পাপ স্রোতের মূল রুদ্ধ করিতে পারিলেই শাখা সকল শুষ্ক হইয়া যাইবে। একজন মিথ্যা কথা ধরিয়া পাপের জন্য অনুতাপ করিলে হয় ত তাহার অন্যান্য সকল পাপ আগে যায়, মিথ্যা কথা শেষে যায়।

অনুতাপ যথার্থ হইলে প্রতিজ্ঞা আইসে। পাপ যাওয়া যেমন অনুতাপের পরীক্ষা, নূতন বল পাওয়া সেইরূপ প্রতিজ্ঞার পরীক্ষা। অনুতাপ ভূতকালের জন্য, প্রতিজ্ঞা ভবিষ্যতের জন্য।

এই দুই একত্র চাই। পাপ পরিত্যাগ করিতে হইলে প্রলোভন হইতে দূরে থাকাকে প্রথম উপায় স্বরূপ করা ভাল, সেটী কিন্তু লক্ষ্য করা ভাল নয়। ঈশ্বর এরূপ স্থানে আমাদিগকে রাখিয়াছেন যে, প্রলোভনের সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে। প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়া পাপ জয় করিতেই হইবে। বহুদিন প্রলোভন হইতে দূরে থাকিয়া পুনর্ব্বার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেই যদি পূর্ব্ববৎ পাপের উদ্রেক হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বল আর কি সঞ্চিত হইল ?

পাপের সম্বন্ধ সকল ধর্ম্মের সম্বন্ধে পরিবর্ত্তিত করা পাপ ত্যাগের একটী স্থায়ী ও প্রকৃষ্ট উপায়। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় কাশীপুরে গিয়া মদ্যপান করা যাহার অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে, সেই সময়ে তাহাকে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তনের স্থলে লইয়া মাতাইয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপ ভুলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে একটী ধর্ম্মের বিষয় পাইবে। পরে ক্রমাগত চিন্তা করিয়া তাহাকে পাপের বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে; তাহা হইতে যতদূর ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হয়, তাহা মনে জাগ্রত করিয়া রাখিতে হইবে। পাপের চিকিৎসা জ্বর রোগের চিকিৎসার ন্যায়। যখন জ্বরের বেগ প্রবল থাকে, তখন 'মিকৃশ্চর' দিয়া কমাইয়া আনিতে হয় এবং একটু তাহার বিরাম দেখিলেই 'কোয়েনাইন' প্রয়োগ করিতে হয়। যখন পাপ প্রবল থাকিবে তখন তাহা কমাইবার চেষ্টা এবং সে পাপ একটু অবসর লইলেই সতর্ক হইয়া উপায় অবলম্বন করা। পাপের প্রমত্তাবস্থায় ধর্ম্মোপদেশ বৃথা। তখন কেবল কোন মতে কমাইবার চেষ্টা, থামিলে

সাধু সঙ্গ, উপাসনা ও প্রার্থনায় মনকে দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। রোগ আরোগ্য করা অপেক্ষা পূর্ব্ব হইতে তাহার নিবারণের উপায় করাই শ্রেয়স্কর।

প্রতিদিন আত্মচিন্তা নিতান্ত আবশ্যক। প্রতি দিনের পাপ জানাও পরিত্রাণের উপায়। চোর ধৃত করিয়া রাখিতে পারিলেও নিস্তারের অনেক উপায় হয়। প্রতিদিনের পাপগুলি পাঠের ন্যায় মুখস্থ বলিতে পারা যায়, এমন করিয়া জানা উচিত। আমরা এত পাপে পাপী হইয়া পড়ি যে, গণনা স্থলে আপনা-দিগের কোন পাপেরই নামোল্লেখ করিতে পারি না। সুস্থ শরীর ব্যক্তির একটু মাথা টন্ টন্ করিলে সে তাহা বলিতে পারে, কিন্তু যাহার সর্ব্বাঙ্গে রোগ, তাহার সুস্থতা অসুস্থতা তুল্যানুতুল্য।

পরিত্রাণের মূলমন্ত্র।

—:*:—

প্র। পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

উ। ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটী গুপ্তকথা অনেকে স্মরণ করেন না। চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম মতের উপর বিশ্বাস রাখিতে পারিলে তাহাতেই পরিত্রাণ হয়। বাহ্যানুষ্ঠানরূপ মোটা বাঁধন ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসের সূক্ষ্ম বন্ধন চিরকাল জীবনের সঙ্গে থাকিয়া তাহাকে দৃঢ় করিয়া রাখে। লোকে কড়ীকাঠ ধরিয়া ডোবে, কিন্তু আবার চুল ধরিয়া বাঁচিয়া যায়, ধর্ম্মরাজ্যের এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার।

হিন্দু ধর্ম্মের বৃহৎ বৃহৎ শাস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া চৈতন্য এক 'হরিনাম' পরিত্রাণের সহজ পথ বাহির করিলেন। সেই নামের ভূমি আবার অতি সূক্ষ্ম বিশ্বাস। ফলতঃ বড় ব্যাপারের উপর পরিত্রাণ নির্ভর করা ভ্রম। ধুম ধাম আড়ম্বরের ভিতর আত্মা যথার্থ অবলম্বনের বস্তু পায় না, কিন্তু একটী সূক্ষ্ম সূত্র প্রাণের সহিত ধরিয়া থাকিতে পারে। অল্প স্থানে যাহা থাকে, সমুদায় শরীরের বলে তাহা উত্তোলন করা যায়, কিন্তু বৃহদায়তন বস্তু ধারণ করিতে গেলে বলক্ষয় হইয়া যায়। মরিবার সময় আত্মা দুইটী কথা ধরিয়া থাকিতে না পারিলে আর উপায় নাই।

সকল ধর্ম্মের মূল অতি সূক্ষ্ম, প্রত্যেকের ধর্ম্ম জীবনের মূলও সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য। তাহাতে গ্রন্থ নাই, গুরু নাই, অনেক শব্দাড়ম্বর ও কার্য্যাড়ম্বরও নাই। একজনের মনে কেবল একটা ভাব উত্তেজিত হয়, তাহাতেই দেশ বিদেশ ও সমুদায় পৃথিবীকে অগ্নিময় করিয়া তুলে। চৈতন্য ও খৃষ্টের প্রেমরাজ্য ও স্বর্গরাজ্য প্রথমে অল্প কথার মধ্যে ছিল এবং তখন তাহার গুরুত্বও অধিক ছিল। ক্রমে পুথি বাড়িয়া গেল, তাহার গুণেরও লাঘব হইল। প্রত্যেকে আপনার আপনার জীবনে এক এক সময় বিদ্যুতের ন্যায় সত্যের আলোক দেখিতে পান। অনেকে তাহা অবহেলা ও অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু তাহাই বিশ্বাস বন্ধনের মূল সূত্র। যে শুভক্ষণে ঈশ্বর এই আলোক প্রেরণ করেন, তাহার দিন ক্ষণ লিখিয়া রাখা উচিত। এই আলোক ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বাসীর নিকট চিরজীবনের পথ প্রদর্শন করে এবং ইহারই তেজে সমুদায় পাপক্ষয় হইয়া পরিত্রাণ লাভ হয়।

সময়ের সদ্ব্যয়।

প্র। যাঁহারা সঙ্গতে আসেন, সময় নষ্ট করেন কি না? অর্থাৎ সময় নষ্ট করা তাঁহাদের পাপ বলিয়া বোধ হয় কি না? এবং পূর্ব্বাপেক্ষা সময়ের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না?

উ। সময় অর্থ, জীবন। যত সময় যাইতেছে, ততটা জীবন গত হইতেছে। জীবনেব মধ্যে যে সময়ের আমরা অসদ্ব্যবহার করি, জীবন হইতে ততটা অংশ ছেদন করিয়া ফেলি। অতএব প্রতিক্ষণে যত সময় নষ্ট হয়, তত জীবন নষ্ট হয়; অর্থাৎ আমরা সেই পরিমাণে আত্মহত্যা করিয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে একটী পরিমিত জীবন প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা যত কার্য্য সাধন করা যায়, তাহার আদেশ করিয়াছেন। সময়ের অসৎ ব্যবহার দ্বারা কত কার্য্য অসম্পন্ন রহিয়াছে, মৃত্যুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সর্ব্বনাশ বোধ হয়। কেবল পাপ কার্য্যে সময় নষ্ট হয় না। অনেকে যে বহু কাজ করিয়া সময়ের সদ্ব্যয়করিবেন মনে করেন, সেও ভ্রম। কাজ অনন্ত। কি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি, কি ধর্ম্ম প্রচার শত সহস্র বৎসরেও ইহার কোন কার্য্যের এক কালে নিঃশেষ করা যায় না। যেমন অনন্তকাল আমাদের জীবনে অন্তবিশিষ্ট হইয়াছে, তেমনি অনন্ত কাজকে অন্তবিশিষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণ ভাবে জীবনের উন্নতি সাধন আমাদের লক্ষ্য। যেমন কার্য্য চাই, তেমনি চিন্তা, তেমনি প্রেম; জীবনের সমুদায় ভাগের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। যে বিষয়ের যে সীমা

নির্দ্দিষ্ট, তাহা অতিক্রম করিলে জীবনের অসদ্ব্যয় বলিতে হইবে। যে ব্যক্তি সমস্ত দিন কেবল চিন্তা বা ভক্তি লইয়া থাকেন, তাঁহাকেও মিতাচারী বলিতে পারি না। টাকার সদ্ব্যয় কি? টাকা জমান নয়, কেবল ব্যয় করাও নয়; কিন্তু যে সকল কার্য্যের জন্য টাকা, সে সকলগুলিতে তাহা উপযুক্তরূপে ব্যয় করা। অতএব সময়ের সদ্ব্যয়ের অর্থ, ভাল বিষয়ে যথা পরিমাণে সময় ব্যয় করা।

সময়ের যথা পরিমাণ কিরূপে ঠিক্ করা যায়? এক, ফল দ্বারা ইহা অনুভব করা যাইতে পারে। প্রতি রজনীতে শয়নকালে দিবসের কার্য্য চিন্তা করিয়া যদি মন প্রফুল্ল হয়, সময় সদ্ব্যয়ের তাহাই উত্তম পরীক্ষা। জীবনের নানা অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে সাধন করা আবশ্যক। বাল্যকালে পাঠে এবং পরিণত বয়সে বিষয় কার্য্যে অধিক সময় যাইবে। কিন্তু সকল অবস্থাতেই চিন্তা, প্রীতি, উপাসনা এ সকল কিছু না কিছু পরিমাণে উন্নত হইতে থাকিবে। সংসারে যে সময়ে যেটীর অধিক অভাব সেই বিষয়ে যেমন টাকা অধিক ব্যয় হয়, জীবনের যে অবস্থায় যে অভাব অধিক, তদনুসারে সময়ও অধিক ব্যয় করিতে হইবে। পাঁচটা রোগের "বলবন্তং চিকিৎসয়েৎ," অধিক বলবান্ রোগের অগ্রে চিকিৎসা করিতে হইবে। লোকে আফিসে যে এত সময় ব্যয় করেন, তাহা সংসারের সেবা করিবার জন্য নয়; তাঁহাদের টাকার অভাব, সেই টাকার মূল্য স্বরূপ তাঁহারা সময় বিনিময় করিতে বাধ্য। আফিসের কাজ করিয়া যে সময়

থাকে, তাহারই বিভাগ করিতে হইবে। আহার নিদ্রা আদি অত্যাবশ্যক কার্য্যে যে সময় না হইলে নয় তাহা ছাড়িয়া দিলে যে সময় থাকিবে, তাহা জীবনের সমুদায় অভাব পূরণে নিয়োজন করিতে হইবে। প্রত্যেক অবস্থায় কোন্‌টি গুরুতর অভাব, কোন্‌টি আশু প্রতীকার যোগ্য বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে। এই রূপ নিয়মে হয়ত ২।১ দিবস সমস্ত দিন ভক্তিতে বা কার্য্যেতেও অবসান করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ জীবনের সমুদায় বিভাগের সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সপ্তাহ, মাস বা বৎসর যিনি নিয়মিতরূপে ব্যয় করিতে পারেন, প্রত্যেক দিন সম্বন্ধেও তিনি নিয়মিত হইতে পারেন। জীবন যে উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে যত সাধিত হইবে, ততই সময়ের সদ্ব্যবাহার হইবে। আমাদিগের জীবন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত হইলে আর ভাবিয়া চিন্তিয়া নিয়ম ধরিয়া চলিতে হইবে না, জীবন এক স্রোতে চলিবে এবং তাহাতে জ্ঞান, ধর্ম্মভাব ও সাধু কার্য্য এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। জ্ঞান, ধর্ম্মভাব, সাধু কার্য্য এই তিনের সাধন প্রতিদিন সময় ভাগ করিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে।

প্র। সমস্ত ব্রাহ্মের পক্ষে কি প্রকার প্রণালীতে সময় কাটান উচিত?

উ। যথার্থ ব্রাহ্মের লক্ষণ কি? না তিনি সমস্ত জীবনে ঈশ্বরের অর্পিত ভার বহন করেন, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আদেশ পালন করেন। তাঁহার সমস্ত জীবনের যাহা mission বা কার্য্য, প্রতি বৎসরের, মাসের, দিনেরও কার্য্য তাহা। যাঁহাদের

জীবনের লক্ষ্য নাই, তাঁহাদের সময়েরও সদ্ব্যয় নাই। আমরা যদি জীবনের একটি লক্ষ্য বুঝিয়া থাকি, এমন সাধারণ প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে যে, তদ্দ্বারা গম্য পথে প্রতিদিন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। পাঁচ দিন যদি অগ্রসর হইতে না পারি, পশ্চাদ্‌গামী হইয়া পড়িতে হইবে। আমরা সময়ের সদ্ব্যয়ের জন্য দায়ী। ঈশ্বরের প্রদত্ত জীবন বৃথা কাটাইয়া আমরা নিরপরাধী হইতে পারি না। যদি গত জীবন বিফলে গিয়া থাকে, যাহাতে ভবিষ্যতের জন্য সদুপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তজ্জন্য ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। অনেক দিন কার্য্যের পীড়নে চিন্তা করিতে অবসর হয় না, কখন বা চিন্তার অনুরোধে কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকি, অথবা চিন্তা ও কার্য্য করিতে গিয়া জ্ঞানের প্রতি ঔদাস্য করি। প্রথমে যে অভাব অল্প অল্প বোধ হয়, ক্রমে তাহা চাপিয়া রাখা যায় এবং পরে অভ্যাস দ্বারা গুরুতর অভাবও আমাদিগের নিকট অভাব বলিয়া আর বোধ হয় না। অন্য দিকে সংসারের ব্যস্ততা ও প্রলোভনে অন্ধকার দেখি। এই জন্যই জ্ঞান, চিন্তা ও কার্য্যে এত অসামঞ্জস্য এবং জীবন স্বাভাবিক সুন্দর নিয়মে না চলিয়া অস্বাভাবিক ও বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রতিদিনের জীবন যাহাতে সমস্ত জীবনের একটী Epitome অর্থাৎ ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি স্বরূপ হয়, এমন সাধারণ উপায় অবধারণ করিতে হইবে। প্রত্যেক দিন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উন্নতি লাভ করা আবশ্যক।

জীবনের একটী সাধারণ প্রণালী সকল অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মের

প্রতি খাটিবে, অথচ প্রত্যেকের পক্ষে তাহা কিছু কিছু বিশেষ হইবে। ব্রাহ্মদিগের যেমন মূল বিশ্বাসে সাধারণের ঐক্য আছে অথচ তাহার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও বিশেষ মতও বিলুপ্ত হয় নাই, এবিষয়েও সেইরূপ নিয়ম অবলম্বনীয়। উপাসক-মণ্ডলীর মধ্যে যে যে শ্রেণীর লোক আছেন, তাহাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নিম্ন লিখিত দৈনিক জীবনের সাধারণ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রতিদিন প্রত্যেক উপাসকের এই সকল বিষয়ের জন্য সমঞ্জসভাবে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নিদ্রা ও বিশ্রাম	...	...	৮ঘণ্টা
আফিসের কার্য্য	...	...	৮ঘণ্টা
শারীরিক	...	...	৩ঘণ্টা
সাংসারিক	...	...	১ঘণ্টা
জ্ঞান বা পুস্তক পাঠ	...	...	২ঘণ্টা
উপাসনা ও ধর্ম্ম চিন্তা	...	...	১ঘণ্টা
ব্রাহ্ম পরিবার সাধন ও পরোপকার	...	...	১ঘণ্টা

নিদ্রা, আফিসের কার্য্য, ও শারীরিক কার্য্যে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইল ইহা যত অতিরিক্ত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া ধরা হইয়াছে, ইহার অধিক হওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। উপাসনাদির সময় ন্যূন করিয়া ধরা হইয়াছে, ইহার ন্যূন হওয়া বিধেয় নহে। অপরিহার্য্য নিকৃষ্ট কর্ত্তব্য সকল সম্পন্ন করিয়া উৎকৃষ্ট কার্য্যে অধিক সময় দান করিবার জন্য সকলের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

মৃত্যু ও পরকাল সাধন।

প্রশ্ন। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার লক্ষণ কি?

উত্তর। ইহার একটী সহজ সঙ্কেত বলা যাইতে পারে। প্রত্যেকে অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করুন্ "আমার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলিবার আছে কি না?" এই প্রশ্ন করিলে যাঁহার প্রতি পিতা প্রসন্ন বদন প্রকাশ করিয়া বলেন "Well done, my son!" পুত্র! বেশ কাজ করিয়াছ, তিনিই মৃত্যুর জন্য ঠিক্ প্রস্তুত, অন্যে অপ্রস্তুত। যিনি বলেন কেবল কতকগুলি পাপ করি নাই, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নহেন। মৃত্যুর অর্থ যদি পরলোকের অবস্থা হয়, তাহার আর এক নাম ঈশ্বরের সহিত বাস করা। সন্ন্যাসী হইয়া কেবল সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিলে জঙ্গলে যাইবার উপযুক্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারা যায় না। এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ পোষণ করিয়া যত তাঁহাকে শত্রু করা যায়, ততই আমরা মৃত্যুর জন্য অপ্রস্তুত। পরলোকের দিকে সকলেই চলিতেছে, জনস্রোতের বিরাম নাই। পাপী তাপী, সাধু অসাধু যিনি যে অবস্থায় থাকুন, সেই অবস্থাতেই যাত্রা করিতেছেন। কিন্তু এখান হইতে যাঁহারা যত সাধু গুণ উপার্জ্জন করিয়া যাইতেছেন, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া তাঁহাকে মিত্র করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা তত উন্নত ও সৌভাগ্যবান্। যিনি পাপের অবস্থায় যান, তাঁহাকে কিছু দিন পুড়িয়া দণ্ড ভোগ করিতে

হইবে। এক জন আফিসের হিসাব না মিলাইয়া যদি ঘরে চলিয়া যান এবং পরদিন তাঁহার কর্ম্ম যায়, তিনি প্রভুর নিকট যেমন দায়ী ও দণ্ডভাজন হন, জীবনের কাজ না সারিয়া পর-লোকে গেলেও সেই রূপ অবস্থা।

প্রশ্ন। মৃত্যুর পর আমাদিগের অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইবে?

উত্তর। মৃত্যু কেবল লোকান্তর মাত্র, অবস্থান্তর নহে। আত্মা এক স্থানে ছিল, আর এক স্থানে যাইবে। কিন্তু এখানে যে অবস্থায় মৃত্যু, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আধ্যাত্মিক সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না। মৃত্যু কালীন যে অজ্ঞান অবস্থা,পরে যে তাহা থাকিবে এরূপ নহে। শরীরিক বিকারে জ্ঞান কিয়ৎকাল মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় আচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু পরে প্রকাশিত হইবে। নিদ্রার অবস্থাতে অজ্ঞানে বুদ্ধি যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, মৃত্যুকালে মোহও সেই রূপ। শরীর ও মন যতকাল সম্বন্ধ আছে, ততকাল কিয়ৎ পরিমাণে পরস্পরে পরস্পরের অধীন। অত্যন্ত বিকারী রোগী যখন রোগমুক্ত হইয়া পুনরায় পূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করে, তখন যেমন সে জানে, মনে বিকারকালীন অজ্ঞানতার কোন দাগ থাকে না। মৃত্যুর পর আত্মার জ্ঞানও সেইরূপ প্রকাশিত হয়।

মন আপনি আপনার স্বর্গ ও আপনি আপনার নরক। ইহ-লোকে যাহা পৃথিবী, পরলোকে তাহা মন; সেখানে মনের মধ্যেই আহার নিদ্রা, মনের মধ্যেই পরিশ্রম বিশ্রাম; মনের

মধ্যেই আনন্দ ও বিষাদ। উপাসনা কালে আপনাকে ভুলিয়া গেলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরলোকে সাধুদিগের অবস্থার আভাস।

প্রশ্ন। ঈশ্বর ও পরকাল সাধন কি স্বতন্ত্র প্রকার?

উত্তর। মনের প্রকৃত অবস্থায় ঈশ্বর সাধন ও পরকাল সাধন এক কালেই হয়; আমরা কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি, কখন ধর্ম্মের এক অংশ, কখন অন্য অংশ সাধন করি; ইহা কেবল আমাদিগের অবস্থা প্রকৃত নহে বলিয়া। ঈশ্বরের ধ্যান, চিন্তা ও সাধনে যে আনন্দ, উন্নত সাধকদিগের পরলোক সাধনেও সেইরূপ। নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নয়। তাঁহারা পরলোকের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টিপাত করেন না বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট পরলোক এক প্রকার অনিশ্চিত হইয়া থাকে। প্রতিদিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব, এরূপ দৃঢ় নিয়ম না থাকিলে পরলোকের ন্যায় ঈশ্বরও আমাদিগের নিকট অনিশ্চিত পদার্থ থাকিতেন। ব্রহ্ম সাধনের উপায় অবলম্বন করিতে পারিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে উজ্জ্বল আনন্দময় বলিয়া বিশ্বাস দৃঢ় হইতেছে। পরলোকের বিষয় সাধন করিলেও ঠিক্ সেইরূপ হইবে; সাধনের তারতম্যে ধোঁয়া ও উজ্জ্বলতা উভয়ই দেখা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে কেবল তাঁহার কাছে নয়—কিন্তু তাঁহার মধ্যে বাস করি, পরলোক বিষয়েও ঠিক্ সেইরূপ। ঈশ্বর ও পরলোক সাধন পরস্পরের সহকারী। আত্মার বাসস্থান পরকাল, উহা ঈশ্বরে। ইহা না হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মের ভাব উপলব্ধি হয় না। ঈশ্বরে অনন্ত কাল বাস করি-

তেছি, তাহার মধ্যে ইহকাল ইহার অতি ক্ষুদ্র অংশ ; তাহার পর পরকাল। মৃত্যু কিছুই নয়, একটী ঘটনামাত্র। ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে জীবন একই, অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। আমরা ইহ জীবনে পরকালের কেবল আভাস মাত্র পাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার এক অংশ লইয়া জীবন যাপন করিতেছি। যত বার ঈশ্বরে অবস্থান, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার সাধন, ততবার পরলোক আস্বাদন। ঈশ্বরেতে বাস সময় সীমাবিশিষ্ট হইলে ইহকাল, অসীম হইলে পরকাল। আধ্যাত্মিক সাধন করিতে হইলে শরীরকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। পরলোক হইতে ইহলোককে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে পারা ভয়ানক অবস্থা, কেন না তাহাতে ঈশ্বর ও পরকাল দুই স্বতন্ত্র থাকে ও ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে হয়। সাধন চসমা পরিলে ঈশ্বর ও পরকাল একত্র অতি উজ্জ্বল বেশে প্রকাশ পায়। সাধনহীন দুর্ব্বল চক্ষুতে উভয়ই ঝাপ্‌সা দেখায়। এইরূপ অস্পষ্ট দেখা নিম্ন শ্রেণীর জ্ঞান। নদীতে কোয়াসা হইলে তাহার অতি অল্প মাত্র অংশ দেখা যায়। অবশিষ্ট ভাগ নাই এরূপ নহে ; কিন্তু তাহা কত দূর ও কিরূপ, কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। সাধন-বিহীন ব্যক্তিদিগের নিকটে পরকালের ভাব এই প্রকার। তাহারা মৃত্যু রূপ একটী প্রাচীর গাঁথিয়া শরীর মধ্যে ও ইহ সংসারে বাস করে, ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন ভুলিয়া যায়। শরীর-বাসী আত্মা ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ হইয়া আহার পান ; আমোদ প্রমোদকেই ইহার জীবনের সর্ব্বস্ব মনে করে। সাধকগণ যতবার মনে করেন জীবিত আছি, তত বার মনে করেন ঈশ্বর ও পরকালে জীবিত আছি। ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসী ব্যক্তি

যে কার্য্যে পণ্ডশ্রম করেন, বিশ্বাসী লোক সেই কার্য্য করিয়া পরম শান্তি, আনন্দ ও মহত্ত্ব লাভ করেন।

স্ত্রী জাতির প্রতি কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন। স্ত্রীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর। মনুষ্য-প্রকৃতি কেবল পুরুষের প্রকৃতি নয়, নারীর প্রকৃতিও তাহার অর্দ্ধাঙ্গ। মনুষ্য-প্রকৃতির যে অংশ নারী-দিগের মধ্যে আছে, তাহা পুরুষের মধ্যে নাই, তাহার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের দেশের স্ত্রীজাতির বাস্তবিক হীনাবস্থা, তাই তাহাদের উন্নত ভাব দেখিয়া হৃদয় স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয় না। তথাপি এদেশীয় মাতাদিগের স্নেহ, বিধবাদিগের কঠোর ব্রতনিষ্ঠা এবং অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তির পত্নীদিগের সাধুতা দেখিয়া কেহ শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ নারীর জীবন দেখিয়া নারী-জাতির প্রকৃরির প্রতি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করা অসম্ভব। কতক গুলির সদ্‌গুণ দেখিয়া যেমন ভক্তি হয়, আবার কতক গুলির অসদাচার দেখিয়াও দারুণ ঘৃণা জন্মে। এই স্ত্রীলোকেরই এক সময়ে দেব প্রকৃতি, আবার অন্য সময়ে তাহার আসুরিক মূর্ত্তি দেখা যায়। এই জন্য আমাদিগকে প্রথমে একটী সাধারণ নারীপ্রকৃতি আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হইলে বিশেষ বিশেষ নারীকে বিশেষ রূপে

দেখিয়া তৎপ্রতিও শ্রদ্ধা হইবে। খৃষ্টান দিগের মধ্যে (Christ Incarnate) (মনুষ্যমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব; এই বিশ্বাসটি) যদিও কুসংস্কারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটী গূঢ় অর্থ আছে, তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে। মূল সাধারণ একটী মনুষ্যপ্রকৃতি অতি পবিত্র, তাহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে অবিকৃত ভাবে অসিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রত্যেক মনুষ্য প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সেই প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হইলে প্রত্যেক মনুষ্যে সেই স্বর্গীয় প্রকৃতি দেখিয়া প্রত্যেককে 'ভাই' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে মন সহজে ধাবিত হয়। বিশেষ বিশেষ মনুষ্য দেখিলে দোষ গুণ উভয়ই দেখিয়া ঘৃণা ও শ্রদ্ধা যুগপৎ দুই ভাবই উৎপন্ন হয়; কিন্তু সেই মূল সাধারণ প্রকৃতির ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে মনুষ্য মাত্রকেই শ্রদ্ধা করিতে হইবে! তেমনি প্রত্যেক নারীকে ভগিনী বলিয়া শ্রদ্ধা করিবার উপায় সেই মূল সাধারণ নারীপ্রকৃতি, ঈশ্বরের কোমল স্বভাবের অনুরূপ। তাহা পবিত্র তাহা ঈশ্বরের হস্ত হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রত্যেক নারীতেই আছে। এইরূপ ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া না দেখিলে দুই একটী বিশেষ বিশেষ স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত এক এক সময় দেখিয়া স্ত্রীজাতির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা রাখিতে পারা যায় না। রোমান্ কাথলিক খৃষ্টানেরা মেরীকে স্ত্রী প্রকৃতির আদর্শ মনে করিয়া স্ত্রীজাতিকে অধিকতর শ্রদ্ধা করে। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করে, এমন স্ত্রীলোকেরও দৃষ্টান্ত যথেষ্ট। স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বিশ্বাস থাকা তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা হইবার আর একটী উপায়।

এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের অনেক সুবিধা দেখা যায়।

ভ্রাতৃভাব।

প্রশ্ন। কিরূপে ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি হয়?

উত্তর। ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির প্রথম উপায় ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা, কারণ পিতা না থাকিলে ভ্রাতার সম্বন্ধ কোথা হইতে আসিবে? উপাসনাকালে যেমন ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, দয়াময় বলিয়া জানিতে হয়, তেমনি তাঁহার সহিত আমাদিগের জীবনের যে মধুর সম্বন্ধ সেইটী স্থির করা আবশ্যক। তাঁহাকে পিতা জানিয়া যত ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করিব, ভ্রাতাদের প্রতি শ্রদ্ধা তত বাড়িবে। এক মধ্যবিন্দু স্বরূপ ঈশ্বরের সহিত যাহাদিগের টান আছে, তাহাদের পরস্পরের সহিত অবশ্যই মিলন হইবে।

দ্বিতীয় উপায়, রিপুদমন করা। ক্রোধ, হিংসা, স্বার্থপরতা, উপেক্ষা এবং নিষ্ঠুরতা এই কয়েকটী ভ্রাতৃভাবের প্রধান শত্রু। ভ্রাতার অল্পমাত্র দোষ দেখিলে ক্রোধ করা উচিত নয়। আমরা প্রার্থনা কলে যে ভ্রাতৃভাব প্রার্থনা করি, কার্য্যকালে তাহা দেখাইতে পারি না। ভ্রাতা যদি একটু কটু কথা কন, ক্রোধে উন্মত্ত হই, কতপ্রকার তীব্র বাক্য বলি। ভ্রাতা ব্রাহ্ম

হইলেও প্রীতির খর্ব্বতা এবং হৃদয়ের অপ্রশস্ততার জন্য ক্রোধ করি। এই ক্রোধকে দমনে রাখিতে হইবে। শুধু ক্রুদ্ধ হইব না বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ক্রোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমা চাই। ক্রোধ না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। আমি হীনবল হইতে পারি, অন্য ক্ষতির ভয় করিতে পারি, অথবা ক্রোধ বৃদ্ধির ভয়ে কিছু না বলিতে পারি। কিন্তু ভ্রাতার প্রতি ক্ষমা চাই, সদ্ভাব চাই। ক্রোধকে ক্ষমা দ্বারা জয় করিতে হইবে। যাঁহাকে একবার 'ভাই' বলিয়াছি, তাহার সহস্র দোষ মার্জ্জনীয় এবং অবশেষে সে দোষ গুলি সংশোধন করিতে হইবে। এইরূপ প্রেমের ভাব না থাকাতে এক সময়ের ভ্রাতা অপর সময়ে শত্রু হন। ক্ষমা গুণটী সর্ব্বদা চাই, এই জন্য আমাদিগের মধ্যে যিনি নম্র, তাহাঁর ভ্রাতৃভাব অধিক।

একদিকে এই, অপর দিকে পরশ্রীকাতরতা ও হিংসাকে পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে নির্ভর করিতে হইবে। আমাকে তিনি যা দেন, তাহাই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া পরসুখে সুখী হইতে হইবে। ভ্রাতার স্বার্থ সাধনের জন্য যত্নবান হইতে হইবে। তিনি দুঃখে পড়িয়াছেন, দেখিয়া, তাঁহাকে যেরূপে পারি সাহায্য করিতে হইবে ; আবার পাপগ্রস্ত হইয়াছেন দেখিয়া, সদুপদেশ এবং সৎ পুস্তক প্রভৃতি দিয়া, তাঁহার উদ্ধার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখে দুঃখী হওয়া চাই। ইহা নিশ্চয় যে, যখনি ভাল উপাসনা হয় না, তখনি ভ্রাতৃভাব দূর হয়। আবার উপা-

সনা ভাল হইলেই প্রণয়, স্নেহ, আদরের বৃদ্ধি হয়। যখনি ভক্তি নাই, তখনি ভ্রাতৃভাব নাই, কথায় মিষ্টতা নাই, আচার ব্যবহারে কোমলতা নাই।

অতএব প্রথম নিয়ম—ঈশ্বরে ভক্তি বৃদ্ধি করা; দ্বিতীয়, ভ্রাতার দোষে ক্রোধ না করা, ভ্রাতার সুখে দুঃখী না হইয়া সুখী হওয়া এবং দুঃখে উপেক্ষা না করা।

প্র। ধর্ম্মসম্বন্ধে পরিবার বন্ধনের ভাব কি প্রকার?

উ। আমরা দুই প্রকারে ধর্ম্ম সাধন করি, এক কর্ত্তব্য বুঝিয়া সকল কাজ করা, আর একটী এসকল কাজ না করিলে ধর্ম্ম রাজ্যে কোন মতে প্রবেশ করিতে পারিব না, এই বিশ্বাসে করা। শেষটীই প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় বলিতে হইবে। মাছের জলে না থাকা অনুচিত, আর জলে না থাকিলে তাহার জীবন রক্ষা হয় না, নিশ্চয়ই দুয়ের মধ্যে শেষটীর গুরুত্ব যে অধিক, কে না স্বীকার করিবে? জীবনের বিষয় কথা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। আমরা উপাসনাতে কি করি, কেহ কথায় বলিতে পারেন না। পরমাত্মা সম্বন্ধে জীবাত্মা এমন একটী ভাবে (Attitude) বসে, যে, তাঁর ভাব সকল আত্মাতে প্রবেশ করে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। আমরা হাই তুলিবার সময় কি করি? কেবল হাঁ করিলে হয় না, চেষ্টা করিয়াও ইহা হইতে পারে না, ইহা শরীরের কেমন একটী অবক্তব্য অবস্থা হয়, তাহারই প্রকাশ মাত্র। ভাই ভগিনী সম্বন্ধে তেমনি একটী (Attitude) স্বাভাবিক জীবনগত ভাব হইলে তবে পরিবার কি বুঝা যায়। এই ভাব হইলে অন্তর পরস্পরের প্রতি না টানিয়া থাকিতে

পারে না, পরস্পরের প্রতি কুটিলতা হিংসাদি কুভাব কখনও স্থান পাইতে পারে না।

প্র। একা ধর্ম্মসাধন হয় কি না?

উ। অনেক সময় আমরাত উপাসনা করিয়া কিছু কিছু ফল লাভ করি, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না কেন? পরস্পরের পাপে বাধা দেয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার এই সকলের অর্থ কি? পরস্পরের সম্বন্ধে কুভাব। উপাসনায় বসিয়া ভ্রাতার সহিত কলহ বিবাদ স্মরণ করিয়া মন এরূপ কলুষিত ও অস্থির হয় যে, ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখ দেখিবার অগ্রে ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব সাধন আবশ্যক হইয়া থাকে। ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি সকল পাপ যদি দূর হয়, ধর্ম্মসাধন সহজ হইয়া উঠে। ভ্রাতাদিগের সহিত ধর্ম্মসাধন আমরা আড়ম্বর বলিয়া বোধ করি, আবশ্যক বলিয়া তত বিবেচনা করি না। বাস্তবিক হৃদয়ের ভাব যতক্ষণ পবিত্র না হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক নির্জ্জন সাধনও আড়ম্বরপূর্ণ হইতে পারে। আমরা ঈশ্বরকে বরাবর ফাঁকি দিতেছি, পরিবার সাধন করি না। সকল ধর্ম্মেরই একটি প্রধান অভাব সংসারের প্রলোভন ছাড়িয়া বনে গিয়া কিসে আপনার মুক্তিটির সুবিধা করিয়া লইব। ইহা অত্যন্ত স্বার্থপরতার ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সাধনের জন্য নির্জ্জনতা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহা পরিবারের মধ্যে থাকিয়াও হয় এবং তাহার উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন নয়, কিন্তু পরিবারের মঙ্গল সাধন। হিন্দুদিগের পরিবারের মধ্যে এক জন যখন শ্রীক্ষেত্রে কি অন্য কোন তীর্থ স্থানে যান, সেখান হইতে সকলের জন্য কিছু কিছু

প্রসাদ বা নূতন দ্রব্য লইয়া আসিতে হইবে ইহা তাঁহার লক্ষ্য থাকে, পরিবারের সকলেও তাহার প্রত্যাশা করিয়া থাকে। তিনি পরিবারদিগকে এককালে ভুলিয়া যান না, তাঁহারাও তাঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম করিব বলিয়া যে বনে পলাইয়া যাওয়া, সে অধর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম করা মাত্র। সংসারে থাকিয়া হৃদয়ের সকল ভাবকে পবিত্র করিতে না পারিলে পূর্ণ ধর্ম্ম সাধন হয় না। শরীরের রক্ত যেমন বিশুদ্ধ হইয়া সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পোষণ করে, এক স্থানে বদ্ধ থাকিয়া নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করে না; ঈশ্বরের সূর্য্য চন্দ্র বায়ু বৃষ্টি যেমন নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল জগতের কল্যাণের জন্য দিবারাত্রি ব্যস্ত রহিয়াছে; প্রকৃত ব্রাহ্মও সেইরূপ সমুদায় স্বার্থ ভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জগতের হিতব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করিবেন। এইরূপ ভাবে কার্য্য করিলে তিনি দেখিবেন এই বৃহৎ জগৎ তাঁহার গৃহ, ঈশ্বর তাঁহার পিতা হইয়া সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান, এবং সকল মনুষ্য তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী। তখন পরিবার সাধন অনায়াসে স্বাভাবিক নিয়মে সম্পন্ন হইবে।

আদেশ শ্রবণ।

পৌত্তলিকেরা জড় পদার্থের উপাসক হইয়াও তাহাদিগের দেবতাকে জাগ্রত বলে। আমরা নিরাকার ঈশ্বর মানি বলিয়া তিনি কিছু করেন না, কিছু বলেন না, প্রার্থনা করিলে উত্তর দেন না, এইরূপ কি বিশ্বাস করিতে হইবে? আমাদিগের ঈশ্বরের ন্যায় জাগ্রত, জীবন্ত ও জ্ঞানময় দেবতা কে হইতে পারে? তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়ার ন্যায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহার একটি মীমাংসা না হইলে ছাড়িব না, এই ভাবে কেহ কি পড়িয়া থাকেন? ঈশ্বর দেখিতেছেন না, শুনিতেছেন না, এমত কখনই হইতে পারে না। যদি প্রতিদিনের প্রার্থনা গ্রাহ্য না হয়, গ্রাহ্য না হইবার কারণ ত বলিয়া দিবেন। এক সময় ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া উপাসনা করিতে গেলাম, কোন উত্তর পাইলাম না; কিন্তু এস্থলে ঈশ্বরের বাক্য এই— "অগ্রে ভ্রাতার সহিত সম্মিলন করিয়া আইস, পরে দ্বার উন্মুক্ত হইবে।" অনেক সময় প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু হৃদয় পাপ চিন্তা বা সংসারবাসনায় পরিপূর্ণ। এস্থলে "কপটের প্রার্থনা শুনিব না," তাঁহার এই উত্তর। অনেক সময় উপাসনাকালে জানিয়া শুনিয়া প্রতারণার পর প্রতারণা করিয়া থাকি। ন্যায় শাস্ত্রমতে বলি, অদ্য শুষ্ক হৃদয়ে প্রার্থনা হইল না; কিন্তু তাঁহার আদেশ "কপট! চলিয়া যাও"। আমরা Imperative কে Indicative অনুজ্ঞাকে কর্ত্তব্য করিয়া লই, এইটি আমাদিগের মহৎ দোষ।

যিনি যখন সাধন আবশ্যক বোধ করেন, তখনই তাঁহার সাধনের প্রয়োজন। ঈশ্বরপ্রার্থী সন্তানের প্রার্থনার উত্তর দেন, ইহা একবার বিশ্বাস হইলে অগ্নিতে ঝম্প প্রদান করা হইয়াছে, তাহা সাধন করিতেই হইবে, পলাইবার পথ নাই। আমরা অনেক কার্য্য করিতেছি যথার্থ, কিন্তু তাঁহার কার্য্য করিবার যে সুখ ও শান্তি, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। খাটিয়া খাটিয়া প্রাণান্ত হইলাম অথচ পরিশ্রমের পুরস্কার পাইলাম না, ইহা বড় ক্ষোভের বিষয়!

ঈশ্বরের আদেশ পাইলে আর সংশয় ও ভাবনা থাকে না। কালিদাস যেমন সরস্বতীর বরে যাহা বলিতেন তাহাই কবিতা হইত, সেইরূপ ঈশ্বরের নিকট হইতে Inspiration আদেশ পাইলে সাধক যাহা করিবেন তাহাই হইবে এবং যাহা তাঁহার আদেশ তাহাই তিনি করিবেন। অবিশ্বাসের আবরণ দূর হইলেই কর্ত্তব্য ও আদেশ এক হইয়া যাইবে। এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই "হে ঈশ্বর! উচিতকে আদেশ করিয়া দাও।" আদেশ সাধনের দুইটী উপায় অবলম্বনীয় :—

১। উচিতকে আদেশ বলিয়া যাহাতে ধরিতে পারি, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট বিশেষ প্রার্থনা।

২। যেখানে আদেশ বলিয়াও জানিতে পারি না এবং উচিতও বুঝিতে পারি না, সেখানে প্রার্থনার পর কিয়ৎক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করা, "কি আজ্ঞা হয়?" একটা মীমাংসা না হইলে প্রার্থনা না ছাড়া।

সাংবৎসরিক উৎসব।

প্র। সাংবৎসরিক উৎসবের জন্য কিরূপে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক?

উ। ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব ঈশ্বরের একটী স্বর্গীয় বিশেষ দান। আমরা অন্যান্য দিন যেরূপ ভাবে উপাসনা করিতে যাই, ইহাতে সেরূপ সাধারণ ভাবে প্রস্তুত হইলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। প্রত্যেক ব্রাহ্মকে দুই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয়। প্রত্যেকেই আপনার হৃদয়ে একএকটী গূঢ় পাপ পোষণ করিয়া থাকেন। যদিও মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে পাপ অস্বাভাবিক, কিন্তু বিশেষ বিশেষ পাপ ব্যক্তি বিশেষের স্বভাবের সঙ্গে এমন জড়িত, যে তাহার পক্ষে পাপ একপ্রকার স্বাভাবিক হইয়া যায়। বিশেষ পাপ সকল ব্যক্তির পক্ষে এক প্রকার নয়; ইহা দুর্ব্বলতা, কি অবিশ্বাস, কি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সেবা কি সংসারাসক্তি এইরূপ ভিন্ন ২ ব্যক্তিতে ভিন্ন ২ প্রকার হইতে পারে। এক ব্যক্তির কেবল এইরূপ একটী পাপ আছে বলিয়া তাহা দূষ্য নয়, কিন্তু সেই পাপ স্পষ্ট বা গূঢ়ভাবে তাহার সকল ধর্ম্ম সাধনের ব্যাঘাত করে, এজন্য তাহা অধিক ভয়ানক। যাহার রাগ অধিক, সেই রাগ কেবল লোকের সহিত তাহার বিবাদ ঘটায় এরূপ নয়; কিন্তু তাহাতে তাহার উপাসনা,

ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, দানধর্ম্ম সকল কার্য্যেরই বিঘ্ন জন্মাইয়া দেয়। পাপের প্রত্যক্ষ বৃহৎ কার্য্য সকলকেই স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহা প্রচ্ছন্নভাবে স্বভাবের মূলে থাকিয়া আত্মাকে দূষিত করিয়া যে অনিষ্ট সাধন করে, তাহা অনেকে স্বীকার করিবেন কি, বুঝিতেও পারেন না। একটী রোগ শরীরের অস্থিমজ্জাগত হইলে তাহা যদি ফুটিয়া ঘা হইয়া বাহিরে দেখা দেয়, অদূরদর্শী ব্যক্তি তাহাহইতে পূঁয রক্ত বাহির হইতে দেখিয়া অনিষ্ট মনে করে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসক তাহা হইতে শরীরের সাধারণ ঘোর অনিষ্ট অবধারণ করেন। এই যে পাপ প্রত্যেকের স্বভাবের মূলে প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থিতি করিয়া সমুদায় আত্মাকে বিষাক্ত করিতেছে, ইহা চিরপোষিত অতি প্রিয় ও মধুর, ইহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। ইহা এতদূর আপনার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, আপনা হইতে ইহাকে পৃথক্ করিয়া দেখাও সহজ নহে। অহঙ্কারী ব্যক্তি রাগ করা, লোভ করা, মিথ্যা কহা এ সকলই দূষ্য বলিয়া অনায়াসে ত্যাগ করিবে, কিন্তু অহঙ্কার পরিত্যাগের উপদেশ তাহার ভাল লাগে না, তাহার আত্মাতে পৌঁছে না। সে পাপ তাহার পক্ষে কঠিন পাথর হইয়াছে, পাথরে ছুরী মারিলে ছুরীই ভোঁতা হইয়া যায়। আমরা সকলেই এইরূপ অত্যন্ত চির-পোষিত, প্রিয় পাপ পরিত্যাগের জন্য অপ্রস্তুত। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, অন্য গুণ বাড়িতেছে, কিন্তু সে পাপের কিছুমাত্র হ্রাস দেখা যায় না। ইহা অতি অল্প পরিমাণে কমিলেও আর পাঁচটি গুণ বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা

লাভজনক। যিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন, তিনিই ধন্য। এই চিরশত্রু যাহাতে বলি হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও প্রার্থনা চাই—বিশেষরূপে প্রস্তুত হওয়া চাই। যদি উৎসবের মহা পূজায় চিরকালের জন্য এই শত্রু বলি দিতে পারি, ১১ই মাঘ আমাদিগের পক্ষে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ— পাপ রোগ হইতে যেমন মুক্ত হওয়া চাই, সেইরূপ কতকগুলি সাধু ভাব অর্জন করা আবশ্যক। তাহার উপায় উপাসনা। যে উপাসনা করিতে পারে, তাহার পক্ষে সকল পাপ ছাড়া সহজ, পূর্ব্বে এই বিশ্বাস ছিল, এখন ইহা আরও দৃঢ় হইতেছে। আমাদের প্রকৃত উপাসনা হয় না, তাহার ফলের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস, এই জন্য এত দুরবস্থা। উপাসনা চিরকালের ধন ও সম্বল, ইহা সংগ্রহ থাকিলে সচ্ছন্দে জীবন কাটান যায়, কোন ভাবনা থাকে না। ইহাতে কে কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছি, বিশেষরূপে দেখা আবশ্যক। ৩।৪ বৎসর আমাদের উপাসনা প্রণালী একরূপই চলিয়া যাইতেছে। সকলের এক প্রকার না হউক, প্রত্যেকের এক এক প্রকার উপাসনা পূর্ব্বে চঞ্চল অবস্থায় ছিল, এখন স্থির আকার ধারণ করিতেছে। আমাদের দেখা উচিত, যদি আর ৫০ বৎসর এই পৃথিবীতে থাকিতে হয়, এইরূপ উপাসনা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি কি না? ইহা দ্বারা জীবনে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর সেবা করিতে পারি কি না? আমরা দেখিতে পাই দুইটী কারণে অনেক ব্যক্তি ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন। কতক গুলি ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, সংসারাসক্তি ইত্যাদি দোষা-

শ্রিত হইয়া পতিত, আর কতকগুলি উপাসনাহীন শুষ্কহৃদয় হইয়া ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। ১৭৭০ শকের ১১ই মাঘে এক জন ব্রাহ্ম হইলেন, কিছুদিন ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া শেষে বিশ্বাস করিলেন যে,যে বিশেষ পাপ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা এখানে যাইবার নয়, সুতরাং ব্রাহ্মনাম পরিত্যাগ করিলেন। আর কেহ কেহ উপাসনার ক্রমশঃ অনুন্নতি ও শুষ্কতা দেখিতে পান, অবিশ্বাসী হইয়া মনে করেন ঈশ্বর কথা কন না, প্রার্থনা শুনেন না; পূর্ব্বে মনে যে আশা জন্মিয়াছিল, সে কেবল কল্পনা মাত্র; অন্যের প্রার্থনা যে পূর্ণ হয় সে কেবল তাহার ভাল মন বলিয়া। তাঁহাদের নিকট শেষে উপাসনার অর্থ আপনাকে ঠকান, সুতরাং ঘোর অবিশ্বাসে তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ হইতে অপসৃত হন।

এই দুই কুদৃষ্টান্ত যখন রহিয়াছে, তখন আমাদের নিজ নিজ জীবনে বৎসর বৎসর ইহার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। ১ম, পুরাতন, চিরপোষিত, প্রিয় পাপ শতাংশের একাংশও কমিতেছে কি না?

২। উপাসনা ভাল হইতেছে কি না? এই দুইটীহে ব্রাহ্মের জীবন মৃত্যু, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম হইবার কথা! এই দুই বিষয় ভাল করিয়া দেখিলে আর আর উপায় সহজে পাওয়া যাইতে পারে।

ধর্ম্মসাধনের উন্নতি প্রণালী।

প্রশ্ন। ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতির প্রণালী কিরূপ ও তাহা কিরূপে বুঝা যায়?

উ। সম্মুখে একটী লক্ষ্য স্থির থাকিলে তুলনা দ্বারা বুঝা যায়, তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছি, অথবা তাহা হইতে পশ্চাতে পড়িতেছি। উন্নতি অবনতি এইরূপে জানিতে পারা যায়। তীর যদি লক্ষ্য থাকে, একখানি নৌকা ক্রমে তাহার কত নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আমাদিগের উন্নতি অনেক প্রকারে হইতে পারে। পরস্পরের সহিত তুলনা করিয়া উন্নতি দেখিলে নানা ভ্রমে পতিত হইতে হয়। ব্রাহ্মেরা পণ্ডিতদিগের সহিত জ্ঞানের তুলনায় আপনাদিগকে অপদার্থ বলিতে পারেন, আবার সঙ্কীর্ত্তন ও ভক্তি বিষয়ে আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পান। এইরূপ জ্ঞান, ভাব ও কার্য্য বিবেচনায় কেহ কোন বিষয়ে কিছু ছোট, কেহ কিছু বড় বোধ হয়। এ প্রকার তুলনা ব্রাহ্মের উচিত নয়।

ঈশ্বর একমাত্র স্থির বস্তু, তাঁহার সহিত তুলনাই উন্নতি বুঝিবার প্রকৃত উপায়। আমাদিগের সম্মুখে ঈশ্বর, পশ্চাতে সংসার ও পাপ। মন ক্রমশঃ কতদূর ঈশ্বরের নিকটস্থ এবং পাপ ও সংসার হইতে দূরস্থ হইয়া পড়িতেছে, ইহাই জীবনে আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে হইবে।

পাপের প্রতি চৈতন্য ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির প্রথম সোপান বা প্রারম্ভ। ব্যাধিগ্রস্ত অসাড় শরীরে যন্ত্রণা বোধ হইলে

যেমন রোগারোগ্যের সম্ভাবনা বোধ হয়, পাপবিকৃত আত্মাতে গ্লানি উপস্থিত হইলে সেইরূপ ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে আশার সঞ্চার হয়। শরীরের সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা কখন? না যখন রক্ত পবিত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট। আত্মার অন্তরে যখন পবিত্রতা ও চরিত্রে বিশুদ্ধ ভাব, তখনই তাহার সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা বলা যায়। কিন্তু অনেক সময় এরূপ হয় শরীরের সকল ব্যাধি আরাম হইয়াছে, কিন্তু দুটী কি একটী যাইতেছে কি না যাইতেছে, বুঝা যায় না। ক্ষুধা হইতেছে, বেড়াইতেছি, কিন্তু শরীরের দুই এক স্থানের গ্লানিতে অসুখ যাইতেছে না। এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকের এইরূপ ভাব। পাপ অনেক গিয়াছে, কিন্তু কতক আছে। সকলেই দেখেন উপাসনাদি দ্বারা অন্তরে পবিত্রতা সঞ্চরণ করিতেছে, কিন্তু সকলেরই প্রায় দুই এক খানা ঘা দগ্ দগ্ করিতেছে। ইহাতেই বোধ হয় রোগ প্রায় যেমন তেমনি আছে। আমরা এক পক্ষে অনুন্নতি ও অন্যপক্ষে উন্নতি স্বীকার করিতে পারি না। এজন্য অত্যন্ত সাধু ব্যক্তিকেও সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এমন এক এটি পাপ আছে যে, অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তি ২০।৩০ বৎসরেও তাহা জয় করিতে পারেন না, অথচ একটি নিকৃষ্ট ব্যক্তি হয় ত ছয় মাসে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন। রক্ত কত পবিত্র হইতেছে, ইহা দেখিয়া সাধারণ উন্নতির তুলনা করা যায়। রক্ত ভালরূপ পবিত্র হইলে দুই এক খানা ঘা অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু দুই একখান ঘা পচিয়া আবার পবিত্র রক্তকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেও পারে।

শরীরের চিকিৎসা বিষয়ে যেমন, আত্মার চিকিৎসাতেও তেমনি দুই বিষয় দেখিতে হইবে। সমস্ত মনের সাধুভাব বৃদ্ধি হওয়া চাই এবং বিশেষ পাপ সকল দমন হওয়া আবশ্যক। এক দিকে পাপ দমন, অন্য দিকে ধর্ম্ম উপার্জ্জন, এক দিকে দুর্ব্বলতা হ্রাস, অন্যদিকে বলের বৃদ্ধি; এক দিকে সংসারে বিরাগ, অন্যদিকে ঈশ্বরে অনুরাগ হইবে। অনেকে মদ খাইয়া শরীর মোটা দেখিয়া ব্যাধি স্বীকার করেন না, উৎসবের আমোদে ধর্ম্মোৎসাহ লাভ করিয়া যাঁহারা পাপ স্বীকার না করেন, তাঁহাদের ভাবও সেইরূপ।

পাপ দমন এবং পুণ্য সঞ্চয় হইলে দেখিতে হইবে, পাপ করা কত কঠিন এবং পুণ্যানুষ্ঠান কত সহজ হইতেছে। এটী আরও উচ্চ পরীক্ষা। ধর্ম্মপথে যে ১০ ক্রোশ অগ্রসর হইয়াছি, আবার ফিরিয়া যাইতে পারি কি না? এক জন বলিতে পারেন প্রয়োজন হইলে আশ্চর্য্য কি? আর একজন বলিবেন, অত হাঁটিয়া যাইব না, ৪ ক্রোশ যাইতে পারি। আর এক জন হয়ত বলিবেন, যদি যাই সহজে যাইব না, অনেক সংগ্রামের পর। আমাদের অবস্থায় দেখিতে হইবে উপাসনা কত সহজ হইতেছে। পূর্ব্বে উপাসনা না করিলে যেরূপ কষ্ট হইত, এখন তাহার অপেক্ষা অধিক হয় কি না? যদি বলি শরীর নীরোগ হইয়াছে, কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলিতে কিছু কষ্ট হয়; চিকিৎসক অমনি ভিতরে রোগ আছে সন্দেহ করিবেন। উপাসনা করিতে বসিলেই শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারা যায় কি না? উপাসনা কি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইতেছে?

সকল কার্য্যে প্রয়োজন হইলেই কি তাঁহার নিকট গিয়া চট্‌পট্ কাজ সারিয়া আসিতে পারি? মিথ্যা কথা কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদির অধীন হইতে কষ্ট হয় কি না? এই গুলি আমাদিগের মধ্যে দেখা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি, অনুষ্ঠান অনেক হইয়াছে, তাহাতে উন্নতি বুঝিতে পারি না। আমি যেখানে আছি সেটী আমার অবস্থা নয়, কিন্তু যেখান হইতে আর পড়িয়া যাইতে না পারি, সেইটী আমার প্রকৃত অবস্থা। যদি ৫টি মিথ্যা কথা কহিতে পারি, আমি তাহা হইলে ৫টি মিথ্যাবাদী। আমরা যতদিন না দেখিতে পাই প্রতিদিন উপাসনা সহজ হইতেছে, তাহাতে মনের বল বাড়িতেছে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের বা অন্য কাহার উপাসনা ধরিয়া আছি, নিজের উপাসনা হইতেছে বলিতে পারি না।

সংক্ষেপে ধর্ম্মজীবনের কয়েকটি অবস্থা এইরূপ।

১। পাপ ব্যাধির প্রতি চৈতন্য।

২। পুরাতন পাপ ক্ষত যাইতেছে কি না এবং নূতন সাধুভাবে আত্মার রক্ত পবিত্র হইতেছে কি না।

৩। পাপ করা কতদূর কঠিন ও পুণ্যানুষ্ঠান কতদূর সহজ হইতেছে।

৪। যোগ শান্তি, আনন্দের অবস্থা। ইহাই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা ও আমাদের লক্ষ্য। এ অবস্থায় আমরা ঈশ্বরে বাস করি এবং বলিতে পারিঃ—

"এযাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদ্
এষোস্য পরমোলোক এষোস্য পরম আনন্দঃ।"

সম্পূর্ণ

BL 1235
.D53
1885
v.1
Dharmma sādhana

ধর্ম্মসাধন।

দ্বিতীয় ভাগ।

সঙ্গতসভা ও উপাসকমণ্ডলীর আলোচিত
প্রস্তাব সকল হইতে
সঙ্কলিত।

"ভবে সাধনা বিনা সে ধন মিলে না
কর সাধন পূর্ণ হবে মনস্কাম।"

কলিকাতা।

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১।

মূল্য ।৵০ আনা।

ধর্ম্মসাধন।

দ্বিতীয় ভাগ।

সঙ্গতসভা ও উপাসকমণ্ডলীর আলোচিত
প্রস্তাব সকল হইতে
সঙ্কলিত।

"ভবে সাধনা বিনা সে ধন মিলে না,
কর সাধন পূর্ণ হবে মনস্কামনা।"

কলিকাতা।
২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৭।

ভূমিকা।

১২৯৪ শকের বৈশাখ হইতে ১২৯৫ শকের শ্রাবণ পর্য্যন্ত সঙ্গতসভায় যে সকল প্রস্তাব আলোচিত হইয়া ধর্ম্মসাধন নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাহইতে কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া ধর্ম্মসাধন দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হইল। সঙ্গত-সভার আলোচনা হইতে ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ধর্ম্মসাধন প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মার্থিগণ অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন, আশা করি ইহাদ্বারাও সেই রূপ উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

ধর্ম্মসাধন পত্রে প্রতিদিনের যেরূপ আলোচনা হইত, প্রায় অবিকল তাহাই মুদ্রিত হইত, এজন্য এক দিনের কাগজেই নানা প্রকার বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিষয়ানুসারে প্রস্তাব-সকল সাজাইতে গিয়া অনেক স্থলে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে; তথাপি সেগুলি যেরূপ সুসজ্জিত হওয়া আবশ্যক সেরূপ হইয়া উঠে নাই এবং স্থানে স্থানে এক আধটু অসংলগ্ন-তাও লক্ষিত হইতে পারে, পাঠকগণ এজন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা ধর্ম্মসাধন প্রথম ভাগে অনেক গূঢ় ও উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে, দ্বিতীয় ভাগের বিষয়গুলি আরও নিগূঢ় ও উচ্চতর এবং ইহাতে সাধ-নের যে সকল প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও উচ্চতর অবস্থার উপযোগী। আদেশ, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, মহা-পুরুষে বিশ্বাস প্রভৃতি কতকগুলি মত লইয়া উত্তর কালে ব্রাহ্ম-

সমাজের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের এবং তাঁহাদিগের তৎকালীন অগ্রণী মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের এ সকল বিষয়ে কিরূপ মত ছিল, সঙ্গতের এই কার্য্যবিবরণে অবগত হওয়া যায়। অতি উদারভাবে এই সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, ইহাতে ব্রাহ্মসাধারণের আপত্তির কারণ দেখা যায় না। মতভেদ সত্ত্বে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে সদ্ভাব ও মিলন কিরূপ অত্যাবশ্যক বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা "ধর্ম্মবন্ধুদিগের পরস্পর সম্বন্ধ" নামক প্রস্তাবে দৃষ্ট হইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে সঙ্গত সভাপতি ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের গভীর আত্মদৃষ্টি এবং সাধনের বহু দর্শন দ্বারা আলোচিত বিষয় সকলের অধিকাংশ মীমাংসিত হইয়াছে সুতরাং এগুলি যে সাধারণের নিকট মূল্যবান্ বস্তু বলিয়া গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। এই পুস্তক দ্বারা একটী আত্মারও যদি ধর্ম্মে অনুরাগ ও সাধন বিষয়ে সহায়তা হয়, ইহার প্রচার সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা,
১২৯৭। ৭ই মাঘ

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
সঙ্কলক ও সম্পাদক।

সূচীপত্র।

ধর্ম্মসাধন।

মুমুক্ষু ধর্ম্মপরিবার।

প্র। উপাসক মণ্ডলীতে আসিবার উদ্দেশ্য কি ?

উ। একটি (Religious body) ধর্ম্ম পরিবার স্থাপন করা ইহার উদ্দেশ্য। একা একা ধর্ম্মসাধন হয় না, আমাদের শাসনের জন্য—সাহায্যের জন্য পরস্পরের জীবনের আনুকূল্য নিতান্ত আবশ্যক।

প্র। ধর্ম্ম পরিবার কি প্রকার ?

উ। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যেমন এক প্রাণে প্রাণবিশিষ্ট হইয়া পরস্পরে মিলিত ভাবে কার্য্য করে, উপাসক মণ্ডলীর সকল সভ্যের সেই ভাবে কার্য্য করা আবশ্যক। এক ঈশ্বর সকলের প্রাণ, তাঁহার জন্য একরূপ তৃষ্ণা ব্যাকুলতা সকলের হৃদয়ে, তাঁহাকে পাইবার উপায় কি, এই এক প্রশ্নে সকলের মন আন্দোলিত, যখন পরস্পরে দেখা সাক্ষাৎ তখন সেই বিষয় লইয়াই আলাপ। এইরূপে সকলেরই এক অভাব, এক উপায়, এক সাধন হইলে পরস্পরের স্থায়ী মধুর যোগে একটী ধর্ম্ম পরিবার বন্ধন হয় এবং সকলের আত্মার প্রকৃত উপকার সাধন করে।

প্র। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থায় নূতন ব্যক্তি কিরূপে যোগ দিতে পারে ?

উ। যিনি যে অবস্থার উপযুক্ত নন, তাঁহার সহিত যোগ দিলে তাঁহার অপকার হয়, তিনি বড় বড় কথা শিখিয়া শীঘ্র অভিমানী হইয়া উঠেন এবং আত্ম-প্রতারিত হন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে ভ্রাতাদিগের যে উন্নতি হইয়াছে তাহা যদি তিনি হৃদয়ে এক এক করিয়া সাধন করেন, বর্ত্তমান উন্নতি ঠিক্ ধরিতে পারেন।

প্র। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন সাধকেরা কি এক ভাবে মিলিত হইতে পারেন না?

উ। আত্মার প্রকৃত ভাবে মুক্তির ভিখারী হইয়া আসিলে সকল অবস্থারই একত্র যোগ হয়। কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সাধারণে কেবল উচিত বিবেচনা করিয়া আইসেন? ভাল পুস্তক, উপদেশ বা সঙ্গ পাঁচ উপায়ে তাঁহাদিগকে টানিয়া রাখে, উপায় গুলি ছাড়িলেই তাঁহাদের পতন হয়। এই জন্য সাধন দ্বারা অবস্থা সংগঠন করা বিধেয়।

প্র। কিরূপ লোককে প্রকৃত মুক্তির ভিখারী বলা যায়?

উ। ধর্ম্মের জন্য যিনি ক্ষুধিত ও তৃষিত, যাঁহার অন্তরের গভীর অভাব সংসারের কিছুতেই দূর হয় না, যাঁহার আত্মার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে, এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচিতে পারেন না দেখিয়া প্রাণের দায়ে স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে চান এবং তাঁহার অভাব একে একে পূর্ণ হয়।

প্র। ধর্ম্মের জন্য, ঈশ্বরের জন্য, অভাব ত সকলেরই আছে, কিন্তু সকলে সরলভাবে প্রার্থনা করিতে পারেন না কেন?

উ। অভাব এবং অভাব বোধ এই দুই স্বতন্ত্র।

আমাদের আছে কি ? সকল বিষয়েরই ত অভাব। কিন্তু তথাপি সে সকল অভাবের জন্য আমরা ব্যাকুল নই, ইহাতে আমাদের যে অভাব বোধ নাই তাহাই সপ্রমাণ হয়। যাঁহাদিগের আত্মপরীক্ষা আছে, অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল, তাঁহারাই অভাব বোধ করিয়া প্রকৃতরূপে প্রার্থনা করিতে পারেন। প্রার্থনা মুখের কথা জানান নয়, অন্তরের অভাব খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট ধরা। যখনি ঠিক্ প্রার্থনা, তখনি ঠিক্ তাহার উত্তর পাওয়া যায়। সমুদায় প্রার্থনার শাস্ত্র ইহার মধ্যে আছে।

প্র। আমাদের অভাব বোধ না হইবার মূল কারণ কি ?

উ। সমুদায় রোগের মূল উপাসনার অভাব। উপাসনা অভাবে অন্তরে দৃষ্টি পড়ে না, অভাব বোধ হয় না। ধর্ম্মের অভাবের তুলনা আমরা কি দেখিয়া করি ? পূর্ণপবিত্র ঈশ্বর হইতে আমি কত দূরে, তাঁহার সহিত মিলিত হইতে আমার কত বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে আমার কত সাধন আবশ্যক ? প্রতিদিন যথার্থ উপাসনা না হইলে এ সকলের ভাব কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

উপাসনা।

প্র। উপাসনা কিরূপ হইলে ঠিক্ হয় ?

উ। কথাদ্বারা ইহার কোন লক্ষণ করা যায় না, কিন্তু যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারা আপনাদের জীবনে ইহার

প্রকৃত ভাব লাভ করেন। সকল সাধকই জানিতে পারেন জীবনের মধ্যে এক এক সময়ে এক অপূর্ব্ব অবস্থা হয়। তখন ঈশ্বর হৃদয়কে অধিকার করেন, তাঁহার মধ্যে বাস করিতেছি উপলব্ধি হয়, তাঁহার পবিত্রতায় শুদ্ধ হইয়া প্রাণে প্রাণে তাঁহার সহিত মিলন হয়, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও শান্তি লাভ হয়, তাঁহার সঙ্গে থাকিতে কেবলি প্রার্থনা হয়, তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না। যিনি যেরূপে জীবনে ঈশ্বরকৃপায় এক এক সময় এই ভাব পান, সেইটী তাঁহার উপাসনার আদর্শ। ঈশ্বর স্বয়ং সেই আলোক প্রদর্শন করিয়া সাধকদিগকে লোভ দেখান। তাহা হৃদয়ঙ্গম রাখিয়া আমাদিগকে প্রত্যেক বার উপাসনা করিতে যাইতে হইবে।

প্র। সচরাচর উপাসনা করিতে গিয়া মনে কিরূপ ভাবা উচিত?

উ। ঈশ্বর কাছে আছেন ইহা সত্য—কল্পনা নয়, এইটী স্থির করা উপাসনার প্রথম অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করা। নিঃসংশয়ে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি না করিলে উপাসনা আরম্ভ হইতে পারে না।

প্র। ঈশ্বরের সত্তা কতক্ষণ উপলব্ধি করা চাই?

উ। উপাসনার সমুদায় ক্ষণ তাঁহার সত্তা অনুভব করা, যদি তাহা না হয়, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা যা করি না কেন, সকলি বিফল। শূন্যের উপাসনায় কোন লাভ নাই।

প্র। ঈশ্বরের সত্তা হৃদয়ে অধিক ক্ষণ কেন স্থির রাখা যায় না?

উ। ইহা সাধনসাপেক্ষ। যাঁহাদের চিত্ত সাধনহীন, ঈশ্বরের চিন্তা একটু করিতে না করিতে তাঁহাদের মনে অন্য চিন্তা আসিয়া পড়ে, মন চঞ্চল হয়। এইরূপ আন্দোলিত মনে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব অধিক ক্ষণ থাকে না। চিন্তা এরূপ বিষম শত্রু যে মনে করিলেই তাড়ান যায় না, একবার তাড়াও,তাহা পুনরায় আর এক বেশ ধরিয়া আসিবে। তাহা মহীরাবণের ন্যায় যেন মায়াবলে অশেষ বেশ ধরিয়া মনকে ছলনা করে।

প্র। উপাসনার সময় অপর চিন্তা তাড়াইবার উপায় কি?

উ। সাধনের প্রথম অবস্থায় এ বিষয়ে অধিক পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বনপূর্ব্বক চৌর চিন্তা সকলকে ধরিতে হয়, এবং "হে ঈশ্বর! এ পবিত্র সময়ে কেন এমন অপকৃষ্ট চিন্তা আইসে" বলিয়া সকাতরে মধ্যে মধ্যে প্রার্থনা করিতে হয়। এরূপে বাধা দূর ও ঈশ্বরের সত্তা উজ্জ্বল হয়।

প্র। সত্তা অনুভব করিবার সহজ উপায় কিছু হইতে পারে কি না?

উ। ভিন্ন ভিন্ন সাধক এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলিতে পারেন। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ, এইটী গভীর রূপে চিন্তা করিলে সত্তা অতি আশ্চর্য্য ভাবে উপলব্ধি হয়। (১) এক সেই চৈতন্যরূপ সত্তা বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী মনুষ্য সকল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। (২) সেই চৈতন্য প্রাণ হইয়া আমার প্রাণের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাতে বাহিরে অন্তরে ঈশ্বরের অনতিক্রমণীয় সত্তা অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত

জীবনের সম্বন্ধ বুঝা যায়। তিনি পিতা, মাতা, পরিত্রাতা ও আশ্রয় সহজে উপলব্ধ হয়। পরে আরাধনার সূত্রপাত হয়।

প্র। স্থিরভাবে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিব, কোন বিঘ্ন হইবে না এমন উপায় কি?

উ। কেবল চিন্তা দ্বারা তাহা হয় না, তাঁহার জন্য তৃষ্ণা ও ব্যাকুলতা হইলেই সহজে হয়। কিন্তু সে তৃষ্ণা ব্যাকুলতা তিনি স্বয়ং না দিলে আমরা উৎপাদন করিতে পারি না। তবে তাহার একটী উপায় আমাদের হাতে আছে, আপনার জীবনের অসারতা, জঘন্যতা, নিঃসহায়তা অনুভব করিয়া একমন, একভাব ও একদৃষ্টিতে সেই চৈতন্যস্বরূপের প্রতি দৃষ্টি করা এবং অনন্যগতি হইয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা।

প্র। মনের চঞ্চলতা কেন হয়?

উ। পাপ থাকাতে মন চঞ্চল হয়। যখনি মন চঞ্চল হইবে, তখনি প্রার্থনা করিব "হে দয়াময়! কোন্ মহাপাপে উপাসনার সময় মন চঞ্চল হইল দেখাইয়া দেও।" চাঞ্চল্যের প্রতি উপেক্ষা করা একটী পাপ। কত পাপ উপেক্ষা করিয়া আমরা চাপিয়া রাখি। সে গুলি এক এক করিয়া ধরিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে চলিয়া যায়।

প্র। শুষ্ক অবস্থায় যখন ঈশ্বরের জন্য মনের তেমন ইচ্ছা হয় না, তখন কিরূপ প্রার্থনা করিব?

উ। অন্তরের ঠিক্ অবস্থাটী ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করা। আমি তোমাকে চাই না, তোমার কৃপা না হলে তোমাকে পাব না, এই বলিয়া কাঁদিতে হয়।

প্র। যে দিন উপাসনা করিতে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুই হইল না, সে দিন কি বলিব ?

উ। "হে ঈশ্বর! আমাকে যে দেখা দিলে না, ইহাতে দয়া প্রকাশ করেছ, কেন না এমন পাপী তোমাকে দেখা পাবার উপযুক্ত নয়।" ঠিক্ ভাবে একথা বলিলে দেখা না হইয়া যায় না।

প্র। উপাসনা প্রকৃত ভাবে অভ্যাস করিবার জন্য প্রথম উপায় কি কি ?

উ। যাহা উপরে বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এই তিনটী উপায় গ্রহণ করা যাইতে পারেঃ--

(১) আপনার অসারতা ও জঘন্যতা ভাবিয়া ঈশ্বর ভিন্ন গতি নাই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া।

(২) তাঁহার চৈতন্যস্বরূপ সমুদায় জগতে ও আপনার প্রাণের মধ্যে বর্ত্তমান, বার বার চিন্তাদ্বারা উপলব্ধি করা।

(৩) উপাসনার সময় দুশ্চিন্তা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিলে ছোট ছোট প্রার্থনা দ্বারা আপনার ঠিক্ অবস্থা ঈশ্বরের নিকট প্রকাশ ও তাঁহার করুণা প্রার্থনা।

ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি যাহা উপাসনার প্রথম সাধন, তজ্জন্য এই কয়েকটী উপায় বলা হইল। আরাধনা, প্রার্থনা আদির সাধন স্বতন্ত্র।

প্রার্থনা।

প্র। উপাসনার সময় মনঃস্থির হয় না কেন?

উ। নানা লোকের পক্ষে নানা কারণ—কাহার ভাব নাই, কাহার বিশ্বাস নাই, কাহার ততটা আন্তরিক ইচ্ছা নাই। কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে সংসারের কল্পনা ও ভাবনা প্রতিবন্ধক। উপাসনার সময় আমাদের মনের যে অবস্থা, তাহা তৎপূর্ব্ব অবস্থা সকলের ফল মাত্র বলা যায়। যে ব্যক্তি রাগী বা সর্ব্বদা সংসার চিন্তায় আকুল, উপাসনার সময়েও তাহার মনে রাগ ও সংসারের ভাব থাকিবে ইহা স্বাভাবিক। যদি কোন দিন না থাকে, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপাই প্রকাশ পায়, যে অধম সন্তানকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এক এক সময় তিনি প্রলোভন দেখান। অতএব সে প্রকার এক এক দিনের কথা ধরিয়া আমাদের জীবনের সাধারণ অবস্থার বিচার করা যায় না, তাহা কখন্ হইবে, কেন হইবে কেহ জানে না। আমাদের সাধন যত দূর যায়, তাহাতে দেখা যায় সমস্ত দিন আমরা যে ভাবে জীবন কাটাই, উপাসনার সময় সেই ভাব হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ঈশ্বর দর্শনের বাধা জন্মাইতে থাকে। অতএব উপাসনার সময় মনঃস্থির করিতে হইলে ভাল ভাবে জীবন কাটান ও যথার্থভাবে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা করা আবশ্যক।

প্র। কি ভাবে প্রর্থনা করিলে যথার্থ প্রার্থনা হয়?

উ। প্রার্থনা যথার্থ ভাবে করিতে হইলে এই চারিটী কার্য্য আবশ্যক।

১—অভাব জানা।

২—অভাবের জন্য ব্যাকুল হওয়া।

৩—ব্যাকুল হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট চাওয়া।

৪—যাহা প্রার্থনা করা যায়, জীবনে তাহা অনুষ্ঠান্ করা এবং তাহার বিপরীত কার্য্য না করা।

প্র। অভাব জানা কিরূপ?

উ। যে অবস্থায় মনুষ্য কি চাহিবে জানে না, অথচ প্রার্থনা করে, সে অবস্থায় প্রার্থনা উপাসনার প্রতিবন্ধকতা করে। আমাদের জীবনের অভাব অনন্ত, অভাব নাই একথা বলা কেবল অজ্ঞানতা মাত্র। কিন্তু অনন্ত অভাব বলিয়া সাধারণ ভাবে 'আমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত কর, আমাকে পূর্ণ পবিত্র কর' এরূপে প্রার্থনা করিলে বিশেষ ফল দর্শে না, আমার জীবনের বিশেষ পাপ কি? প্রত্যেকের অন্তর্দ্দৃষ্টি দ্বারা তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। পরীক্ষা দ্বারা যাহা অবধারন হইবে, তাহারই জন্য প্রার্থনা করিবে। এরূপ প্রার্থনার ফলও প্রত্যক্ষ।

প্র। যথার্থ প্রার্থনার পরীক্ষা কি?

উ। যে পাপের জন্য প্রার্থনা করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই কমিয়া যাইবে। ঈশ্বর এরূপ চিকিৎসক নন যে রোগ চাপিয়া রাখিয়া ঔষধ দিবেন। সরল ভাবে যথার্থ রোগ জানাইলে তিনি নিশ্চয়ই তাহার প্রতীকারের উপায় করিয়া দেন।

প্র। অভাবের জন্য ব্যাকুলতা সকল সময় হয় না কেন?

উ। অভাব যতদূর হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত, তাহা হয়

না। আমার রাগ আছে, কিন্তু তাহা যে বিশেষ হানিকর এরূপ বিবেচনা হয় না। সেই রাগ আবার অনেক সময় কর্ত্তব্যের পাগড়ী পরিয়া আইসে এবং শ্লাঘার হেতু বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু রাগ ইহার উগ্রতম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কতস্থানে কত ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটন করিয়াছে, তাহা মনে করিলে আর ইহাকে কখনই সামান্য বলিয়া তুচ্ছ করা যায় না। যাঁহার যে পাপ অধিক প্রবল, তিনি তাহার প্রবলতা এবং তজ্জনিত অনিষ্ট নিজের জীবনেই বিলক্ষণ জানেন। সুযোগ পাইলে তাহা তদপেক্ষা আরও কত প্রবল হইয়া কত জঘন্য কার্য্য সংঘটন করিতে পারে, ইহা মনে করিলে নিজের পাপের জন্য ব্যাকুলতা না আসিয়া যায় না। স্থির ভাবে এইরূপ চিন্তা করিলে জীবনের প্রকৃত অভাবের জন্য হৃদয় স্বতই ব্যাকুলিত হয়।

প্র। যাঁহারা নিজের বিশেষ অভাব বোধ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কি?

উ। যাঁহারা ধর্ম্মের উপদেষ্টা এবং মানবপ্রকৃতি উত্তমরূপ বুঝেন, তাঁহাদের নিকট গমন করা উচিত। সম-হৃদয় ব্যক্তিগণের সহিত ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আপনার যথার্থ অবস্থা প্রকাশিত হয়।

প্র। আমাদিগের যে সকল দোষ কর্ত্তব্যের বেশ ধরিয়া আসিয়া শেষে সর্ব্বনাশ করে, তাহাদের প্রতিবিধানের উপায় কি?

উ। রাগ যদি আমার একটী দুর্দ্দান্ত রিপু হয়, একমাস কি অন্ততঃ সাত দিনের জন্য এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে

যে কোন কারণেই মনে রাগকে আসিতে দিব না। তজ্জন্য লোকের কাছে তাড়না যন্ত্রণা ও অপমানও সহ্য করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। এরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এক দিন চলিতে পারিলেও উপকার দেখা যায়।

প্র। ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ ও প্রার্থনা করিয়া হৃদয়ের পাপ গিয়াছে এক সময় বোধ হয়, কিন্তু আবার সে পাপ জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পায় কেন?

উ। আমাদিগের যত বয়োবৃদ্ধি হয়, আত্মার গঠন ততই দৃঢ়তর হইতে থাকে। পৃথিবী যেমন স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে, আমরাও তেমনি কুঅভ্যাসের মধ্য দিয়া আসাতে পাপের এক এক স্তরে হৃদয় গঠিত হইয়াছে। আমরা এখন যে পাপের অবস্থায় আছি, যত্নপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহার স্তর কাটিলাম, মনে সুখোদয় হইল। কিন্তু পরক্ষণেই খনিত স্তরের নিম্নে আর এক স্তর দেখি এবং সাধনদ্বারা তাহাও দূরীকৃত করিলে তন্নিম্নে অন্যতর স্তর দেখিয়া চমকিয়া উঠি। তাহা কাটিয়া নিম্নে আর এক স্তর এইরূপ ক্রমাগত দেখিতে পাই। যতক্ষণ সকল স্তর কাটিয়া মন সম্পূর্ণ পরিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ হৃদয়ে পাপের রাজত্ব রহিয়াছে নিশ্চয় জানিতে হইবে। খ্রীষ্টানেরা যে মনুষ্যপ্রকৃতিতে (absolute sin) পূর্ণপাপ বলেন, তাহার মূল এখানে। এক দিনের জীবন ধর্ম্ম স্রোতে ভাসিলে পাপের দাগ উঠে না, মুখের দুটা কথায় কি চিরজীবনের পাপ যায়? এত পাপের স্তরে হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠিন হইয়াছে, ইহাতেও যে ঈশ্বর শান্তি আনন্দ দেন সে তাঁহার কৃপাগুণে, আমাদিগের গুণে নয়।

প্র। আমরা যা প্রার্থনা করি, তা কি প্রকৃত ভাবে ঈশ্বরের নিকটে চাই?

উ। আমরা যে কথায় প্রার্থনা করি, ঈশ্বর সে কথা ঠিক্ অর্থে যেন না লন, মনে মনে ইচ্ছা করি। অনেক সময় পাছে তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ফেলেন এই ভাবিয়া ভয় হয় এবং প্রার্থনার ফল প্রদান বিষয়ে তাঁহাকে একটু বিলম্ব করিতে বলি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিল বটে যে 'হে ঈশ্বর! আমার বিষয়-বাসনা ধ্বংস কর, কিন্তু মনে মনে বলিল, আমি এখন তাহা ছাড়িতে পারিব না, অন্ততঃ কিছু দিন তাহার সুখ ভোগ করিতে দাও।' এইরূপ অসরল ভাবে আমরা প্রার্থনা করি বলিয়া তাহার ফল দেখিতে পাই না। ইহা দ্বারা কেবল আপনাদের অপরাধের সংখ্যাই বাড়াইতে থাকি।

প্র। প্রার্থনার যথার্থ ভাব কি?

উ। শুনা যায়, মহম্মদের নিকট এক ব্যক্তি প্রার্থনা কি? জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে জলে ডুবাইয়া ধরিলেন, সে প্রাণের দায়ে ধড় ফড় করিয়া উঠিলে বলিলেন "প্রার্থনার ভাব এই প্রকার।" যথার্থ প্রার্থনা প্রাণের দায়, মুখের কথা নহে।

প্র। জীবনে প্রার্থনার প্রতিবন্ধকতা না করা কি প্রকার?

উ। প্রার্থনা করিলাম, আমি যেন মিথ্যা না কই, কিন্তু বরাবর যেমন এখনও তেমনি মিথ্যা বলিতে জিহ্বাতে বাধে না, ইহা হইলে প্রার্থনা কপটতা মাত্র। আমাদের সাধ্য যাহা, তৎসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা না করিলে ঈশ্বরের সাহায্য লাভ করা যায় না। অতএব প্রার্থনা অনুসারে প্রতিদিনের জীবনকে মিলাইয়া চলিতে হইবে।

প্র। ঈশ্বরকে কিরূপ ভাবিয়া প্রার্থনা করিতে হইবে ?

উ। ঈশ্বর আছেন—যথার্থ জীবন্ত এক ব্যক্তি সম্মুখে বর্ত্তমান, ইহা বিশ্বাস করিয়া দুটি কথা বলিতে পারিলেও প্রার্থনার কার্য্য হয়।

প্র। আমরা কি প্রকার ভাবে উপাসনা করিতে গেলে তাহাতে সক্ষম হইতে পারি ?

উ। আপনার বলের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গেলে ঈশ্বরের দ্বার আমাদিগের নিকট রুদ্ধ হয়। যত ব্রহ্ম কৃপাবল এবং আপনার অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিব ততই উপাসনায় সক্ষম হইব।

প্র। উপাসনা বিষয়ে আপনার অসারতা কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় ?

উ। একটু শরীরের কল বিকড়াইলে অথবা সংসারের অবস্থা একটু প্রতিকূল হইলে আর আমরা উপসনাতে মন স্থির করিতে পারি না। আমাদিগের কত দুর্ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে এবং পরীক্ষাতে মনের বল বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আমরা যেরূপ অপরাধী, প্রলোভনের অধীন, প্রবৃত্তির দাস, সংসার ভয়ে ভীত তাহা মনে করিলে দেবদুর্লভ ঈশ্বরের পবিত্র চরণ পূজায় আমাদের কিছু মাত্র অধিকার আছে একথা মনে করিতে কি সাহস হয় ? তবে যে অধিকার পাই, তাহা কেবলি ব্রহ্মকৃপাবলে।

প্র। সমস্ত দিনের কার্য্যের পর একটু সময় উপাসনা করিতে গেলেই কেন মনে বিষয় কোলাহল উপস্থিত হয় ? নিশ্চিন্ত মনে উপাসনা করিবার অবসর পাওয়া যায় না ?

উ। একখানি গাড়ী চলিতে চলিতে থামিলেও যেমন তাহা পশ্চাৎ দিকে একটু ফিরিয়া আইসে, মন সেইরূপ কার্য্যের স্রোতে ভাসিয়া উপাসনা করিতে গেলে সেই পুর্ব্বের স্রোতেই ফিরিয়া আইসে। যাঁহারা অধিকাংশ সময় সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, যথেষ্ট সময় দান না করিলে তাঁহারা স্থির মনে উপাসনা করিতে কখনই সমর্থ হন না। যাঁহারা সংসারের কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরকে লইয়া থাকিতে পারেন, তাঁহারা যখনি ইচ্ছা করেন উপাসনার্থ প্রস্তুত থাকেন।

সজন ও নির্জন উপাসনা।

প্র। সজন উপাসনা ও নির্জন উপাসনার মধ্যে কোন্‌টী উৎকৃষ্ট?

উ। সজন নির্জন উভয় উপাসনাই আবশ্যক ও পরস্পরের সাপেক্ষ। সজন উপাসনা কি নিমিত্ত? না নির্জন উপাসনা শিক্ষার নিমিত্ত। আবার সজন উপাসনাকে জীবন্ত করিবার জন্য নির্জন উপাসনা আবশ্যক। নির্জনে হৃদয়ের মধ্যে বন্ধুবান্ধবগণকে ঈশ্বরের প্রীতিতে গ্রথিত করিয়া যখন সজন উপাসনার কার্য্য করিতে পারি এবং সজনে ঈশ্বরের প্রতি তন্মনা হইয়া যখন নির্জন উপাসনা কার্য্য করিতে পারি, তখনি উপাসনার পরিপক্ক অবস্থা বলা যায়।

প্র। পাঁচ জনে একত্র উপাসনায় কি বিশেষ লাভ হয়?

উ। আপনার মন সকল সময়ে ঠিক্ অবস্থায় থাকে না, তখন উপাসনা করিতে গেলে শুষ্কতা ও অন্ধকার দেখিয়া নিরাশ হইতে হয়। পাঁচজনে একত্র উপাসনা করিলে এক

জনের ভাল উপাসনা দেখিয়া অন্য সকলের মন বিগলিত ও প্রেমার্দ্র হইতে পারে। এইরূপে একত্র উপাসনা দ্বারা আমরা নির্জন উপাসনার সম্বল করিতে পারি। কিন্তু যিনি কেবলি সামাজিক উপাসনা করেন, মোটে নির্জন উপাসনা করেন না, তিনি স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হন না। একত্র উপাসনায় আর একটী লাভ এই, তাহাতে ঈশ্বরের পিতৃভাবের গৌরব বুঝা যায়। যিনি আমার ঈশ্বর, আমার পিতা ও পরিত্রাতা, তিনি অন্য মানবদিগেরও ঈশ্বর, পিতা ও পরিত্রাতা। ইহা হইতে হৃদয়ে মনুষ্য জাতির প্রতি ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হয় এবং হৃদয় উদার হইয়া সকলের সহিত এক হইয়া যায়। Love of humanity মানব প্রকৃতির প্রতি প্রীতি বর্দ্ধিত হইবার ইহা একটী প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা মানব প্রকৃতিকে ঈশ্বরের পবিত্র স্বরূপের প্রতিকৃতি বলিয়া ক্রমশঃ চিনিতে পারাযায় এবং ইহাই মনুষ্যের অপবিত্রতা বিনাশের শ্রেষ্ঠ সাধন।

প্র। সজন উপাসনার প্রতিবন্ধক কি কি?

উ। (১)—রুচির সহিত মিলে না। আমি যে প্রকার ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি, সেরূপ না হইলে উপাসনার ব্যাঘাত হয়। (২)—লোকের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। যিনি আচার্য্যের কার্য্য করেন, অথবা যাঁহাদিগের সঙ্গে উপাসনা করা যায়, তাঁহাদিগের কাহার চরিত্রে বিশেষ কোন দোষ থাকিলে মন বিচলিত হয়। (৩)—উপাসনা আপনার করিবার বস্তু, কিন্তু অন্যে উপাসনা করিতেছেন বলিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া যদি কেবল কতকগুলি কথায় কর্ণপাত করা যায়, তাহা হইলে সে উপাসনা বিফল হয়। (৪)—আপনি

উপাসনার কার্য্য করিলে আত্মগৌরব বা বৃথা ভয় মনে উদিত হইয়া মনকে কলুষিত করিয়া দেয়।

প্র। রুচির সহিত না মিলিলে উপাসনার সহিত কিরূপে যোগ দেওয়া যায়?

উ। অভ্যাসদ্বারা সকল নিয়মই আপনার উপযোগী করা যায়। যিনি যেরূপে উপাসনা করুন্, তাহাতে সাধারণ ভাবে যোগ দেওয়া যায় এবং আপনার বিশেষ ভাব তাহাতে সংযোগ করিয়া যতদূরসাধ্য আপনার উপকারক করা যাইতে পারে। কিন্তু একটা বিষয় অগ্রে জানিয়া থাকা আবশ্যক, সাধারণ উপাসনা যে সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি বিশেষের সকল অবস্থার রুচি ও ভাবের সহিত মিলিবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে, এই জন্য সেরূপ উপাসনার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

প্র। লোকের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি না পড়িবার উপায় কি?

উ। উপাসনা করিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিব এবং তাহাতেই চিত্তকে নিমগ্ন করিতে চেষ্টা করিব। তাঁর পবিত্র আলোকে আলোকিত হইবার জন্য যদি প্রার্থনা থাকে, যাঁহার সঙ্গে উপাসনা করি না কেন তাঁহার সাধুভাব সকল দ্বারা আপনার কল্যাণ সাধন করিয়া লইতে পারি, তাঁহার অসাধুভাব বিস্মৃত হইতে পারি। বরং অসাধু ব্যক্তি যদি যথার্থ সরল হৃদয়ে উপাসনায় যোগ দেন, তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা আরও প্রবল হয়। উপাসনাকারীকে কেবল কপট জানিলে তাঁহার সহিত যোগ দেওয়া কঠিন।

প্র। উপাসনা শুনা কিরূপে নিবারণ হইতে পারে?

উ। নির্জন উপাসনায় যেমন আমি আমার ঈশ্বরকে পূজা করি, সজন উপাসনায়ও সেইরূপ করিতে হইবে। উপাসনা শুনা উপাসনাই নহে, এজন্য সজন উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপনার হৃদয়কে ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হয় এবং যতক্ষণ উপাসনা হইবে, ততক্ষণের মধ্যে ঔদাসীন্যভাব আসিলেই আপনাকে সাবধান হইতে হইবে।

প্র। সজন উপাসনায় আত্মগৌরবাদির ভাব বিনষ্ট হইবার উপায় কি?

উ। পূর্ব্বে আপনার অসারতার বিষয়ে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিলেই হয়। ভাল উপাসনা, কি ভাল প্রার্থনা যদি হয়, তাহা ঈশ্বরহইতে। আপনার অসংখ্য পাপের জন্য ভাল করিয়া একটু কাঁদিবার সামর্থ যখন আপনার নাই, তখন অন্য বিষয়ে আর আত্মগৌরব কি করিব? যদি আপনাকে অনুপযুক্ত জানিয়াও সামাজিক উপাসনা করিতে হয়, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে সকল আশঙ্কা দূর হয়।

প্র। সকলে একত্র হইয়া উপাসনা করিলে দেশের কল্যাণ হয় কি না?

উ। সকলে একত্রে ভাল করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিলে ভারতবর্ষকে এখনি টল মল করিয়া কাঁপাইয়া দেওয়া যায়; জনসমাজের ঘোর মোহ ও অপবিত্রতা অনেক পরিমাণে তিরোহিত এবং পাষাণ হৃদয়কেও ঈশ্বর-প্রেমে বিগলিত করা যায়।

প্র। নির্জ্জন উপাসনার প্রতিবন্ধক কি?

উ। যাঁহার সাধন নাই এবং হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম সঞ্চারিত হয় নাই, নির্জ্জন উপাসনা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মন হয় বিষয় চিন্তায় ব্যস্ত, নয় চারিদিক্ শূন্য ও অন্ধকার দেখিয়া ভীত হয়, অথবা তিনি নিদ্রাগত হন। এক ব্যক্তির কথা শুনা গিয়াছে তিনি নির্জ্জনে উপাসনা করিতে গিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, আপনার তথায় যাইবার উদ্দেশ্য এককালে বিস্মৃত হইয়া "মাছি ধরিতে" ব্যস্ত হইয়াছেন। পরে স্মরণ হইয়া আশ্চর্য্য হইলেন। কত ব্যক্তি কতরূপে মাছি ধরেন!!

প্র। নির্জ্জন উপাসনার জন্য কিরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে?

উ। যে সকল উপায়ে সজন উপাসনা ভাল হয়, নির্জ্জন উপাসনায়ও সেই সকল অবলম্বন করিতে হইবে। পাঠ, সঙ্গীত, বাক্য দ্বারা উপাসনা, মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য এ সকলের সাহায্য লইতে হয়। প্রার্থনা অন্যতর উপায়।

প্র। কিরূপে ঠিক্ প্রার্থনা হয়?

উ। যথার্থ অভাব fact ধরিয়া প্রার্থনা করিলে ঠিক্ প্রার্থনা হয়। যাহা আমি পারি না, তাহাই যথার্থ অভাব এবং জীবনের পরীক্ষা দ্বারা তাহা অনেক পাওয়া যায়। কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা দ্বারা সেই অভাব সকল ক্রমে মোচন করিতে হইবে।

প্র। দিনের মধ্যে নির্জ্জন উপাসনা কখন করা উচিত?

উ। প্রাতঃকালে দৈনিক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই ইহার

প্রকৃত সময়। ঈশ্বরের করুণা সম্বল করিয়া লইলে সমস্ত দিন ভাল যায়। নিদ্রাভঙ্গ হইয়াই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা যাঁহাদের স্বাভাবিক ভাব, তাঁহাদিগের অবস্থা উন্নত। যাঁহারা প্রাতঃকালেই ঈশ্বরকে পূর্ণহৃদয়ে উপাসনা করিতে না পারেন, তাঁহারা দিনের মধ্যে অন্য সময় নির্দ্দিষ্ট রাখিতে পারেন; কিন্তু প্রাতঃকালে একবার হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে যেন অভ্যাস করেন।

প্র। যে দিন সংসারের এত কর্ত্তব্য বা কোন স্থানে যাইবার এত ত্বরা যে উপাসনার জন্য অধিক সময় পাওয়া যায় না, সে দিন কি কর্ত্তব্য ?

উ। যে দিন কর্ত্তব্য কার্য্য অধিক থাকে, সে দিন ঈশ্বরকে যদি হৃদয় খুলিয়া বলি যে উপাসনা ও কাজ উভয়ই তোমার, আমি নির্জ্জনে তোমাকে লইয়া অধিকক্ষণ থাকিতে পারিতেছি না, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে বাহির হইতে হইতেছে, তাহা হইলে অল্প সময়ের মধ্যেও ভাল উপাসনা হয়।

সাধন সঙ্কেত।

প্র। ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে চিরকাল কি বাহিরের বড় বড় উপায় ধরিয়া থাকিতে হইবে ?

উ। অনেকে একত্র না হইলে—অনেক আয়োজন না করিলে যদি ধর্ম্মসাধন না হয়, তাহা হইলে সেটী স্থায়ী এবং সহজ উপায় নহে। এমন অনেক সময় আছে, যখন বাহিরের অবস্থা কোন প্রকারেই অনুকূল নহে। সেই সকল

সঙ্কট ও পরীক্ষার সময়ে এখন ব্রহ্মাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখা চাই যে তাহা ছুড়িলেই ভয়ানক পাপ প্রলোভন তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া যায়। এই জন্য সাধন দ্বারা সংক্ষিপ্ত উপায় সকল আয়ত্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

প্র। কিরূপ সংক্ষিপ্ত উপায় আশু কার্য্যকর হইতে পারে?

উ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে এ সকল উপায় ভিন্ন ভিন্ন। যিনি আপনার ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষায় যাহাতে সহজে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারেন, সেই তাঁহার পক্ষে উৎকৃষ্ট উপায়। ঈশ্বরের নাম সাধন এবং অল্প কথায় প্রার্থনা অভ্যাস আমরা উপায়ের মধ্যে নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

প্র। নাম সাধন কি প্রকার?

উ। 'দয়াময়' কি 'পতিত পাবন' এইরূপ ঈশ্বরের স্বরূপপ্রকাশক এক একটী কথা লইয়া তাহার সহিত এরূপ ভাব যোগ করিতে হয়, যে ঐ সংক্ষিপ্ত শব্দ উচ্চারণ বা স্মরণ করিবা মাত্র ঈশ্বরের সমুদায় করুণা মনকে অভিভূত করিবে, তাঁহার সাক্ষাৎ প্রেমময় মূর্ত্তি হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। নাম ও ঈশ্বর অভিন্ন হইয়া সাধকের নিকট প্রকাশিত হইবেন। এরূপ হইলে নামের কত মহিমা জানা যায়, কিন্তু ইহা বহু সাধনসাপেক্ষ। ভাবশূন্য নামোচ্চারণ করিলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না, বরং নামাপরাধ হয়।

প্র। ছোট ছোট প্রার্থনা এক সময় কার্য্যকর হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু আবার তাহা ভাববিহীন শুষ্ক হইয়া যায় কেন?

উ। ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমাদিগকে নিরুপায় দেখিয়া

এক এক উপায় প্রেরণ করেন, কিন্তু তৎপ্রতি আমাদিগের দৃষ্টি এবং যত্ন না থাকিলে তাহা হারাইয়া ফেলি। যখন কোন উপায় ভাববিহীন শুষ্ক হইয়া যাইবে, তখন ঔদাস্য না করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে চমকিয়া উঠিব এবং কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সাধন করিয়া অবার তাহা সরস করিব।

প্র। অনেকে কোন উপায় ধরিয়া সাধন করিতেছিলেন, কিছু দিন পরে নিরাশ হইয়া তাহা এককালে পরিত্যাগ করেন কেন?

উ। প্রাত্যহিক উপাসনা যাহা ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মজীবনের অন্ন, তাহাও এক এক সময় নীরস হইয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা এই শুষ্কতার জন্য উপাসনার প্রতি ঔদাস্য করেন, ক্রমে তাঁহারা নিরাশ হইয়া ইহা এককালে ছাড়িয়া দেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতেও ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু যাঁহারা হাজার নীরস হউক ইহা ধরিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অধিককাল কষ্ট ভোগ করিতে হয় না এবং তাঁহারা এককালে উপাসনার ভাবশূন্য হইয়া পড়েন না। ধরিয়া পড়িয়া থাকা একটী আশ্চর্য্য সঙ্কেত। ইহাদ্বারা সকল অভাব দূর হয়।

প্র। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া সুখশান্তি না পাইলে তাহা পরিত্যাগ করা উচিত কি না?

উ। ঈশ্বরের উপাসনায় সুখশান্তি লাভ হয় বটে, কিন্তু সুখশান্তির লোভে উপাসনা করিতে যাওয়া এবং সুখশান্তি না পাইলে তাহা ছাড়া অতিশয় নীচতা। মাতৃহারা শিশু যেমন মাতাকে যতক্ষণ না পায়, ততক্ষণ ক্রন্দন করে, আমরা সেইরূপ যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাইব, ব্যাকুল হইয়া কাঁদিব।

তাঁহাকে পাইয়া সুখী হওয়া আর সুখ চাওয়া এ দুই স্বতন্ত্র।

প্র। অদ্য উপাসনা করিতে গেলে ঈশ্বরেতে মন স্থির হইবে না, ইহা বলিয়া কোন দিন উপাসনায় ক্ষান্ত হওয়া যায় কি না?

উ। যাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য, ঈশ্বর তাহা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন ইহা নিশ্চিত কথা। যাঁহারা পারি না বলিয়া আপত্তি করেন, তাঁহাদের জানা উচিত "All weakness is wickedness" দুর্ব্বলতার অন্য অর্থ দুষ্টতা। উপাসনা করিতে যদি আপনার দুর্ব্বলতা ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পরা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের উপর অধিক নির্ভর হইয়া উপাসনা বরং আরও ভাল হয়।

প্র। নির্জ্জন উপাসনায় বিক্ষিপ্ত মনকে স্থির করিবার উপায় কি?

উ। সজন উপাসনায় যেমন উপাসনার পূর্ব্বে উদ্বোধন আবশ্যক, নির্জ্জন উপাসনাতেও তাহাই কর্ত্তব্য। উদ্বোধন অর্থ মনকে জাগ্রত করা। 'ঈশ্বর সম্মুখে বর্ত্তমান' ইহা যতক্ষণ না হৃদয়ঙ্গম হয়, ততক্ষণ উদ্বোধন সম্পূর্ণ হয় না। যতক্ষণ না তাঁহার সত্তা অনুভব করিব, অন্ধ পাপীর নিকটে প্রকাশিত হইবার জন্য দয়াময় ঈশ্বরকে কাতরভাবে ডাকিতে থাকিব।

প্র। উদ্বোধনের সময় ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিয়া উপাসনার অন্যান্য সময়ে আবার তাহা হারাইয়া ফেলা যায় কেন?

উ। আমরা অনেক সময় ঈশ্বরকে ডাকিয়া তাঁহার অবমাননা করি। এক জন বড় মানুষকে ডাকিয়া যদি গৃহে আনি এবং তৎপরে তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্য বিষয়ে

নিযুক্ত থাকি, তাহাহইলে তাঁহার নিকট কত অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়—তিনি আর কখনও আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন না। কিন্তু ঈশ্বর যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একাধিপতি, সকল রাজার রাজা, সকল দেবতার দেবতা, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া আমরা কত সময় উপেক্ষা করি; তাঁহার প্রতি যথোচিত ভক্তিসম্মান না করিয়া অন্য চিন্তায় মনকে নিয়োজিত করি। ইহাতে আমাদের অপরাধের সীমা কোথায়? উপাসনার সমুদায় সময় বিশেষ আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে।

প্র। উপাসনার সময় যেমন (spirit) পবিত্র ভাব পাওয়া যায়, কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কি প্রকারে তাহা রক্ষা করা যায়?

উ। এইটী আমাদের জীবনের আদর্শ এবং সাধনের শেষ অবস্থা। আমাদিগকে দেখিতে হইবে ক্রমে কত অধিক ক্ষণ সেই ভাব রক্ষা করিতে পারি। কাজ করিতে করিতে যখনি সে ভাবের অভাব বোধ হইবে, তখনি সচেতন হইয়া মনকে ঠিক্ করিয়া লইতে হইবে। যে সংক্ষিপ্ত উপায়ের কথা ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে, তাহা অবলম্বন করিলে কাজের ব্যাঘাত হয় না, অথচ হৃদয় সহজে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে।

প্র। কাজের সময় হৃদয়ের ভাব ঠিক্ আছে, তাহার পরীক্ষা কি?

উ। কাজ সমাপ্ত হইলে হৃদয় যদি পূর্ণ থাকে এবং পবিত্র তৃপ্তি অনুভব হয়, তাহা হইলে জানিতে পারি ঠিক্ হৃদয়ে কাজ করিয়াছি।

প্র। ব্রাহ্মসমাজে মধ্যে মধ্যে যে শুষ্কতা আসিয়া পড়ে, তাহা কি প্রকার ভাবে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ?

উ। তাহা পরীক্ষার অবস্থা বলিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অগ্নি-পরীক্ষা ভিন্ন আত্মা সংগঠিত হয় না, এই কারণে ঈশ্বর প্রতি-কূল অবস্থা প্রেরণ করেন। দুর্ভিক্ষ থাকাতেই লোকে কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়। ধর্ম্মজগতে আত্মার দুর্ভি-ক্ষও সময় সময় এই কারণে উপস্থিত হয় যে ধর্ম্মার্থিগণ আপনাদিগের অধিকতর সম্বল করিতে যত্নবান্ হইবে।

প্র। এ সময় যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন এবং যাঁহারা তাহাতে পড়িয়া থাকেন এ উভয়ের অবস্থার কি প্রকার তারতম্য হয় ?

উ। যাঁহারা এসময় নিরাশ হইয়া ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন, দেখা যায় তদবধি তাঁহাদিগের আত্মার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল। যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস সূত্র অবলম্বন করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা বাঁচিয়া যান, এবং দেখাযায় পরীক্ষার সময় চলিয়া গেলে তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও বহু পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া দশজনে মিলিয়া থাকিলেই মঙ্গল হয়।

ব্রহ্মদর্শন।

প্র। অনুভব, উপলব্ধি ও দর্শনের মধ্যে প্রভেদ কি?

উ। অনুভব এই তিনের নিকৃষ্ট অবস্থা। ঈশ্বর আছেন, ইহা অনুভব করা কি? না চিন্তা করিয়া তাহা জ্ঞানগোচর করা। উপলব্ধি অর্থ ঠিক্ সাক্ষাৎ লাভ নয়, কিন্তু ধ্যানদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া রাখা। দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার লাভ, ইহা অতি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলভাব এবং ইহাতে চিন্তা কল্পনার সাহায্য আবশ্যক নয়। ঈশ্বর নিশ্চয়ই সম্মুখে আছেন, কেবল সাক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে দেখা।

প্র। ঈশ্বর পাপীকে দেখা দেন কি না?

উ। তাঁর নাম যখন অধমতারণ, পতিতপাবন, তখন তিনি পাপীকে যে দেখা দেন তার সংশয় কি? কেহ আপনার পুণ্যের বলেত তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি আপনার কৃপাগুণে পাপী পুণ্যবান্ উভয়কে দেখা দেন। পাপী পাপ বিকারের মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করে, পুণ্যবান্ সৎকার্য্য করিয়া তাঁর প্রেমে আরো মুগ্ধ হইতে থাকেন। আসল কথা এই, পাপী সকলেই এবং আধ্যাত্মিক জগতের চিকিৎসা শাস্ত্রে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে অবস্থায় আমরা তাঁর দর্শন লাভের জন্য প্রস্তুত অথবা যে অবস্থায় দেখা দিলে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে, সেই অবস্থাতেই তিনি দেখা দেন।

প্র। পুণ্যবানেরা কি তাঁহার অধিক দর্শন পান না?

উ। কোন মূল্য দিয়া ঈশ্বরকে ক্রয় করা যায় না, আমাদের

স্বাধীনতা বাধা দেয় এইজন্য বিলম্ব হয়। যখন স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে তাঁর ইচ্ছার সহিত যোগ দিবে, তখনি আমাদিগের মুক্তিলাভ হইবে।

ঈশ্বরের প্রেম সাধন।

প্র। কিরূপে ঈশ্বরকে প্রেম করা যায়?

উ। ঈশ্বরকে প্রীতি করাই সকল ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য; তাঁহার প্রতি প্রেমসাধন করিতে হইলে, তিনি আমাদিগকে কিরূপ প্রেম করেন হৃদয়ে অনুভব করা চাই। প্রেমের নিয়ম এই, যিনি আমাকে প্রেম করেন, তাহাকে আমিও প্রেম না দিয়া থাকিতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা আমাদিগের জীবনে যতই তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে সমর্থ হইব, ততই আমরা তাঁহার প্রেমিক হইব। পাপী পাপ মলিনতায় তাঁহার প্রেম অনুভব করিতে পারে না, সে মনে করে আমার ন্যায় পাপীকে কি তিনি প্রীতি করিতে পারেন? এই মলিনতা দূর করিয়া তাঁহার প্রেম বুঝিবার জন্য সাধন চাই, এই সাধনের নাম বৈষ্ণবেরা সাধন ভক্তি বলেন। প্রতি জনের পক্ষে সাধন এক প্রকার নয়, কেহ বা তাঁহার নাম জপ করিলেন, কেহ বা তাঁহার উপাসনা করিলেন, কেহ বা শুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। এই সাধন হইতে ভক্তির প্রতিবন্ধক সকল অল্পে অল্পে চলিয়া যায়, ইহাকে অনর্থনিবৃত্তি বলে। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব এবং পরিশেষে প্রেম উপস্থিত হয়, এই প্রেমেই সাধনের পর্য্যবসান! ইহাতেই

ঈশ্বর আমাদের অপরাধের জন্য অনেক সময় দেখা দেন না, অনেক সময় কাঁদিয়া মরিলেও দেখা দেন না—সে কেবল আমাদের অনিষ্ট হইবে বলিয়া। অনেক সময় আশা করি না, আপনাদিগকে অপ্রস্তুত ভাবি, অথচ দেখা দেন। আমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছা নয়। তিনি আত্মার চিকিৎসার যথার্থ কৌশল জানিয়া কার্য্য করেন।

প্র। কিরূপ অবস্থা হইলে ঈশ্বরের নিত্য দর্শন লাভ হয়?

উ। সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হইতে পারিলে। ভক্তিযোগে ভক্ত ক্ষণকাল তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন, সেই ভক্তি যোগ সমুদায় জীবনে ব্যাপ্ত করিয়া অধিকতররূপে তাঁহার দর্শন পান। তিনি ভক্তের জীবন হইলে ভক্ত তাঁহাতে সকল সঁপিয়া দেন, তাঁহা ভিন্ন আর কিছু জানেন না, দেখেন না। তাঁহার সহিত নিত্য সহবাসে ভক্তের জীবন সার্থক হয়।

প্র। ঈশ্বর যদি সকল মনুষ্যকে সুখী করিতে চান, তবে এককালে সকলকে আপনার সহবাস দিয়া কেন কৃতার্থ না করেন?

উ। তিনিত সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকিয়া সহবাস দিয়া রাখিয়াছেন,কিন্তু আমরা নিজে অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। আর তিনি জড়পদার্থের ন্যায় কোন আত্মাকে আপনার সেবক ও সহবাসী করিতে চান না। আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহাদ্বারা আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার নিকট যাই, এই তাঁহার আদেশ ও নিয়ম। তিনিত চান এখনি আমাদিগেকে মুক্তি দান করেন, কিন্তু

পুণ্য মূল্য দিয়া তাঁহাকে কি কিনিতে পারি? তবে যে কথিত আছে "Blessed are the pure in spirit, for they shall see God." পবিত্র আত্মারা ধন্য, কারণ তাঁহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবেন, ইহার মর্ম্ম এই যে নিজের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের পুণ্যভাব হৃদয়ে ধারণ করা, তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত থাকা, সকল ছাড়িয়া তাঁকে সার করা—এইরূপ হইলে ঈশ্বরের দর্শন হয়। হৃদয়কে স্বচ্ছ কাচের ন্যায় করিতে হইবে। কিন্তু আমি দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছি, এত আমার পুণ্যবল, এ ভাব যাঁর মনে আসে তিনি ঈশ্বরকে হারান। আমাদের পাপ যত চলিয়া গিয়া পুণ্যস্বভাব হইবে অর্থাৎ আমরা ঈশ্বরের বলে বলী, তাঁর জ্ঞানে জ্ঞানী, তাঁর পবিত্র জ্যোতিতেই পবিত্র হইয়া তাঁর আনুগত্যে যতই আপনাকে মহৎ বলিয়া বুঝিতে পারিব, তত হৃদয় পবিত্র হইবে, তত তাঁহাকে দেখিতে পাইব।

প্র। পাপের মধ্যে ঈশ্বর কখন দেখা দেন, আবার দেন না, ইহার কারণ কি?

উ। জ্বরে যেমন কুইনাইন বিরাম কালে দিয়া থাকে; জ্বরপ্রকোপের সময় দিলে তাহাতে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হয়, পাপের মধ্যে সেইরূপ বিরামের অবস্থা আছে, সেই সময়ে ঈশ্বর দেখা দেন। তাঁর অভিপ্রায় এই যে সে দর্শনে পাপী আপনার অবস্থা বুঝিয়া সচেতন ও সাবধান হইবে এবং পাপ ত্যাগ করিয়া পুণ্যের পথে আরোহণ করিবে। অত্যন্ত পাপপ্রকোপের মধ্যে তিনি যদি দেখা দেন, আমরা তাঁহার নিতান্ত অমর্য্যাদা করি এবং তাহাতে আত্মার অধিক অনিষ্ট হয়।

ইহাতেই ঈশ্বরের সহিত সাধকের সম্মিলন হয়। ইহাকেই বৈষ্ণবেরা প্রেমভক্তি বলেন।

প্র। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম কি রূপে স্থায়ী হয়?

উ। প্রীতি হইলেই তাহার কার্য্য হইবে। ঈশ্বরকে প্রীতি করিলাম অথচ তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিলাম না, সে প্রীতি কখন প্রীতি নহে। কার্য্যহীন প্রীতি অধিক দিন স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই শুষ্ক হইয়া যায়। অতএব যেমন প্রীতি করিতে হইবে, তেমনি ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। এরূপ করিলে ঈশ্বর প্রেমের স্থায়িত্বের পক্ষে আর কোন সংশয় থাকিবে না।

প্র। কৃতজ্ঞতা প্রেম বৃদ্ধির উপায় কি না?

উ। কৃতজ্ঞতা প্রেম বৃদ্ধির উপায় অবশ্য বলিতে হইবে যে ঈশ্বরের প্রেম বুঝে, সেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। প্রেম বুঝিলেই তাঁহার প্রতি প্রেম নিশ্চয় হইবে। পশু হইতে মনুষ্যের প্রভেদ এক এই কৃতজ্ঞতাতে। পশুগণ তাঁহা হইতে উপকার লাভ করিতেছে, অথচ সে জন্য তাহারা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। কৃতজ্ঞতা বস্তুতঃ মনুষ্যত্বের প্রধান লক্ষণ।

প্র। প্রেমসাধনের প্রধান বিঘ্ন কি?

উ। অহঙ্কার। ইহা এমনি ভয়ানক শত্রু যে ইহা সাধনের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। আমরা দেখিয়াছি যে দিন মনে করিলাম আমরা বেশ ভাল উপাসনা করিতে পারি, অমনি উপাসনা শুষ্ক হইয়া গেল, পুনরায় ভাল উপাসনা শীঘ্র হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ

কোন কিছুরই জন্য আমাদিগের অহঙ্কার করিবার অধিকার নাই, কারণ সকলি তাঁহার দান।

প্র। ঈশ্বরের প্রেম সাধনে সংসার প্রতিবন্ধক হয়, অতএব সংসার পরিত্যাগ করিয়া সাধন সমুচিত কি না?

উ। প্রেম সাধন করিতে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতে হয় এটি ভ্রম, বরং তাদৃশ পরিত্যাগে প্রেম শুষ্ক হইয়া যায়। বৈষ্ণবেরা এরূপ পরিত্যাগকে ফল্গু বা শুষ্ক বৈরাগ্য আখ্যা দিয়াছেন। "মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগঃ ফল্গুবৈরাগ্য উচ্যতে।" বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হইয়া যথোপযুক্তরূপে বিষয় সকলকে ভোগ করিবে, অথচ হৃদয় ঈশ্বরে বদ্ধ থাকিবে, তাঁহারা এইরূপ বৈরাগ্যকেই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য বলেন। যাঁহারা মনে করেন সংসার পরিত্যাগ না করিলে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম সাধন হয় না, তাঁহারা বস্তুতঃ প্রেম সাধন কি? বুঝেন না। ঈশ্বরের প্রেম না বুঝিলে, কি প্রকারে তাঁহাকে প্রেম করিব? স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি যত কিছু সংসারে সুখকর উপায়, সকলই তাঁহার প্রেমের দান। এই সকলের মধ্য দিয়াই আমরা বিশেষরূপে তাঁহার প্রেম বুঝিতে পারি। আমি আমার সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া যে আনন্দ পাইতেছি, যদি সেই সঙ্গে বুঝিতে পারি, ইটি ঈশ্বরের দান, ঈশ্বর আমাকে সুখী করিবার—শিক্ষা দিবার জন্য ইহাকে আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, একগুণ আনন্দ চতুর্গুণ হয়। সংসারীদিগের এরূপ আনন্দ লাভের কি সম্ভাবনা আছে? আবার সেই সন্তান যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকস্থ হয়, এ সন্তান তাঁহারই, তিনি মঙ্গলের

জন্য তাহাকে এখান হইতে লইয়া গেলেন বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে পারি। যাহারা মনে করে এরূপ সংসার উপভোগ করিতে গিয়া সাধক সংসারে নিমগ্ন হইবে, তাহাদিগের বিষম ভ্রম। সংসার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাতেই প্রেম বৃদ্ধি হয়, সংসারেতে নহে। 'বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগো যত্র বিলীয়তে' বিষয়েতে অতিমাত্র অনুরাগও যাঁহাতে (ঈশ্বরেতে) বিলীন হয়, ঈশ্বর প্রেম সাধনে একথা মনে থাকিলে ভয় করিবার আর কোন কারণ থাকে না।

প্র। ঈশ্বরে যথার্থ প্রেম কাহাকে বলা যায়?

উ। ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করাই তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রেম। নিঃস্বার্থ, অহেতুক, অকিঞ্চন ভক্তি হইতে যে প্রেম সমুদ্ভূত হয়, তাহাই যথার্থ প্রেম।

প্র। তাঁহার প্রতি প্রীতি হইয়াছে কি প্রকারে বুঝা যায়?

উ। ইহার পরীক্ষা, তাঁর সঙ্গে সহবাসে, তাঁর কথায়, তাঁর সেবায় আনন্দ হয় কি না? যাঁহাকে ভাল বাসি, তজ্জন্য আমরা আমাদিগের প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হই না। ঈশ্বরের জন্য আমরা সর্ব্বস্ব অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারি কি না এবং তাহা করিয়া সুখী হই কি না?

প্র। সাধনের মধ্যে কোন্ অবস্থাটি ঘোর পরীক্ষার অবস্থা?

উ। সাধনে অনেক পরীক্ষা আছে, তন্মধ্যে সাধনের প্রথমাবস্থায় ঈশ্বর সহবাসের আমোদ লাভ করিয়া মধ্যাবস্থাতে যে ঈশ্বর সহবাস হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এইটী অতি ভয়ানক পরীক্ষার অবস্থা। এই সময়ে অনেকে দণ্ডায়মান থাকিতে

না পারিয়া পলায়ন করেন। সাধকের যে এই প্রকার অবস্থা উপস্থিত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার উদাহরণ স্বরূপ একটি উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। কথিত আছে,নারদ দাসীপুত্র ছিলেন। তিনি মাতার সহিত একজন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকিতেন। চাতুর্মাস্যে কয়েকজন উদাসীন ঐ ব্রাহ্মণ বাটীতে অতিথি হন। পঞ্চমবর্ষীয় নারদ তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শ্রবণে নিতান্ত আসক্তি প্রদর্শন করেন। ইহাতে তাঁহারা তাঁহাকে মন্ত্র দান করেন। নারদ সেই পর্য্যন্ত সাধন আরম্ভ করেন। তাঁহার মাতার সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। তিনি সেই সময়ে বন্ধনবিমুক্ত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হন। একটী বৃক্ষতলে বসিয়া যখন হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতেছিলেন, তখন তিনি 'আনন্দ সংপ্লবে লীনঃ' আনন্দসাগরে বিলীন হইলেন, ঈশ্বর সহবাসের অপূর্ব্ব আস্বাদ লাভ করিলেন। কিন্তু অত্যল্পক্ষণ মধ্যেই এ ভাব অন্তর্হিত হইল, তিনি ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে অশরীরী বাক্ (হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ) তাঁহাকে বলিয়া দিল, "তোমাকে বিমুক্ত করিবার জন্য আমি একবার সাক্ষাৎ দর্শন দিলাম, ইহার পর কঠোর সাধনাতে তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করিবে।" ইহার পর নারদ বহু কঠোর সাধন করিয়া দশদিক্ শূন্য দর্শন করিয়া বহুকাল পরিভ্রমণ কবেন, এবং নূতন জীবন লাভ করিয়া পশ্চাৎ ঈশ্বর লাভে পূর্ণকাম হন। এই সিদ্ধ অবস্থা লাভে যখনি অভিলাষ করেন, তখনি ঈশ্বরকে দেখিতে পান! 'আহূতইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি।' সকল কালের সাধকেরই ইটি জীবনের পরীক্ষিত কথা। প্রসিদ্ধ দর্শনবিৎ কুজিনও উল্লেখ

করিয়াছেন যে ঈশ্বর প্রমুক্ত করিবার জন্য একবার দেখা দিয়া কতকদিনের জন্য অন্তর্হিত হন। বস্তুতঃ কিছুকাল বিচ্ছেদ ভিন্ন প্রেম কখনই পরিবর্দ্ধিত হয় না।

প্র। এই অবস্থাতে যে দাড়াইয়া থাকিতে পারে না, তাহার কি হয় ?

উ। ঈশ্বর যাহাকে একবার ধরিয়াছেন তাহাকে কখনও ছাড়িতে পারেন না। ঈশ্বরের নিকটে আমরা সকলে 'বড়শী বিদ্ধ মৎস্যের' ন্যায়। যে মাছটা যত বলবান হয়, তাহাকে তত খেলিতে দিবার জন্য যেমন সূতা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, পশ্চাৎ নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলে কূলে আনিয়া তোলা যায়, তেমনি ঈশ্বর যাহার প্রকৃতি যত দুর্দ্দান্ত, তাহাকে তত খেলিতে দেন, পরে যখন সে অনন্যগতি হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লন।

স্বাধীনতা ও প্রেম।

প্র। আমাদিগের স্বাধীনতা ঈশ্বরের হস্তে দিলে তিনি গ্রহণ করেন কি না ?

উ। আমাদের স্বাধীনতা ঈশ্বরের হস্তে দিলে তিনি যে তাহা গ্রহণ করেন একথা বলিতে পারি না। মনুষ্যের আত্মার প্রকৃতিই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বিলোপ করিলে আত্মার প্রকৃতি বিলোপ করা হয়। স্বাধীনতা আত্মা হইতে পৃথক্ হইবার নয়। তবে যখন বলাযায় "হে ঈশ্বর! আমার স্বাধীনতা তোমার চরণে বিক্রয় করিলাম" তাহার ভাব জন্য

প্রকার অর্থাৎ আমি যেন সম্পূর্ণ অধীনের ন্যায় কার্য্য করি, আমার স্বাধীনতায় ও তোমার অধীনতায় যেন কোন প্রভেদ না থাকে। কেহ স্বাধীন হইয়া—কেহ অধীন হইয়া সাধন করিতেছেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিতে পারেন আমি এই অবধি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব, আর করিব না। দ্বিতীয় অবাধ্য হইতে পারেন না, চিরকাল বলেন "আমাকে তোমার অনুগত কর।" স্বাধীন আত্মার প্রেম আদান প্রদান করিলে যেরূপ সুখ হয়, অধীনের নিকট সেরূপ নয়। সূর্য্য অবিশ্রান্ত পরের কাজ করে, অথচ একবার হাসে না। পশুরা অন্ধবৎ ঈশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া চলে, কখন ধর্ম্মের সুখ পায় না। আমরা পরের কাজ করি, কিন্তু স্বাধীন ভাবে তাহা করিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করি। ঈশ্বর আমাদিগকে জন্তু বা অধীনপ্রকৃতি করিয়া সৃজন করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞা এই 'স্বাধীন হইয়া আমার কাছে আইস।' 'নিজের ছিল, তোমাকে দিলাম" এই ভাবে যাহা দিব, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। জড়জগৎ তাহা দিতে পারে না।

প্র। প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে প্রভেদ কি?

উ। সামান্য ভাবে দেখিলে এ তিনই এক মূল হইতে উৎপন্ন। ঈশ্বরের প্রেম মনুষ্যহৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানা ভাবে প্রধাবিত হয়। একই ভাব ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধের দিকে যায়। সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ইহাদের এক একটী বিশেষ কার্য্য উপলব্ধি হয়। প্রীতি সহজ ভাষায় ভালবাসা। আমরা ঈশ্বর ও ভাই ভগিনীকে প্রীতি করি, যাহাদের এমন গুণ আছে যে স্বভাবতঃ ভালবাসা আকর্ষণ

করে, বল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া নয়, তাহাদিগকে আমরা প্রীতি করি। প্রীতি আপনাকে আপনি উৎপন্ন করে, অন্যের প্রীতিকে উদ্দীপন করে এবং প্রিয় ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। পবিত্রতা শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে। ঈশ্বর পিতা বলিয়া যেমন আমাদিগের প্রিয়, পবিত্র স্বরূপ বলিয়া সেইরূপ শ্রদ্ধেয়। যাঁহাতে সত্য ধর্ম্ম পুণ্য আছে, তাঁহাকে স্মরণ কবিলে স্বভাবতঃ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। ভালবাসার সঙ্গে পবিত্রতার যোগ থাকিলে শ্রদ্ধা হয়, নতুবা তাহা সংসারের প্রীতি। শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রেষ্ঠতা ও উচ্চতার ভাব। পিতাকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রদ্ধা করি। ঈশ্বর সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইজন্য তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়। ভক্তি প্রীতি ও শ্রদ্ধার মিলিত ভাব। প্রীতি মিষ্ট, শ্রদ্ধা পবিত্র; ভক্তি যেমন মিষ্ট তেমনি পবিত্র। ঈশ্বর এক সময়েই পিতা ও পুণ্যের আবহ, তিনি এক সময়েই আমাদিগের হৃদয়ে দুইভাব উদ্দীপন করেন, আমরা তাঁহাকে প্রীতি ও শ্রদ্ধা এক সঙ্গে দান করি। শ্রদ্ধা শুষ্ক হইতে পারে, প্রীতি অপবিত্র হইতে পারে, কিন্তু ভক্তি চিরসরসও চিরপবিত্র। ভক্তিরসে যাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত, প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া তিনি আপনাকে ঈশ্বরের চরণে গ্রথিত করিয়াছেন।

প্র। প্রেম সাধনের উপায় কি?

উ। ঈশ্বর প্রেমের সাগর, তাঁর সঙ্গে যোগ হওয়া চাই। যে বস্তু দেখি, তাহার অনুরূপ ভাব মনে হয় ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। যাহা দেখিয়া ভয় কি ভালবাসা হয়, বার বার তাহা দেখিলে সেই সেই ভাব দৃঢ় হইতে থাকে। সাধনের অর্থ বস্তু

খুঁজিয়া ভাব উদ্দীপন করা। যদি প্রেম সাধন করিতে হয়, ১-ঈশ্বরের প্রেমের দিক নয়নের সম্মুখে রাখিতে হইবে। ২-কার্য্যের সময়েও যতদূর পারা যায়, সকলকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভাল বাসিতে হইবে। যে বস্তু যে ভাব উদ্দীপন করে, সর্ব্বদা তাহা সম্মুখে রাখিলে বিপরীত ভাব সহজে বিনষ্ট হইয়া যায়। যাহাকে দেখিলে রাগ হয়, তাহাকে যদি ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভাবি, তাহার গুণ ও ভালদিক সম্মুখে রাখি, রাগের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতি ভালবাসা আসিয়া পড়ে। ঈশ্বরের প্রেমের আবির্ভাবে নয়নকে অনুরঞ্জিত করিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া এবং মনুষ্য সকলকে ভাই ভগিনী বলিয়া দেখিতে অভ্যাস করাই প্রেমসাধনের উপায়।

প্র। কথন কথন আত্মা নীরস হয় কেন ?

উ। জোয়ার ভাঁটায় যেমন জল বাড়ে ও কমে, আত্মার প্রেম সরোবর সেইরূপ কখন স্ফীত ও কথন সঙ্কুচিত হয়। জল স্ফীত হইবার কারণ চন্দ্রের আকর্ষণ। আত্মার প্রেম-বৃদ্ধির কারণ প্রেমচন্দ্রের আকর্ষণ। প্রেমময় ঈশ্বর যখন নিকটস্থ হন, তখন আত্মার প্রেম সরোবরের জল উথলিয়া জগৎকে অভিষিক্ত করে। প্রেমচন্দ্র দূরে গিয়া পড়িলে আর সেরূপ হয় না, ক্রমে অনেক দূরের জল পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। আর একদিকে উত্তপ্ত সংসারের প্রভাবে প্রেম জল শীঘ্র শুষ্ক হয়। উপাসনা নীরস হইলে আমরা প্রেমচন্দ্রকে হৃদয়ে ধারণ করি না, সংসারের অনলের কাছে হৃদয়কে লইয়া যাই। এই নীরস ভাবের পরাকাষ্ঠা হয়, যখন নিরাশা আসিয়া আত্মাকে অধিকার করে, যখন প্রেমচন্দ্র উঠিল না, তখন

যদি বিশ্বাস করি আর উঠিবেনা—আর কখনই উঠিবে না, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ। এই জন্য অনেক ব্রাহ্ম ভক্তিহীন হইয়া নিরাশ হন এবং অবশেষে নাস্তিক হন। যদি হৃদয়কে সরস রাখিতে চাও, অধ্যবসায় সহকারে অবিশ্রান্ত সাধন কর। ভাঁটা কেবল জোয়ার আসিবার প্রতীক্ষা করে জানিয়া আশার সহিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর।

প্র। ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি না করিয়া প্রার্থনা করিলে তাহা সফল হয় কি না?

উ। ঈশ্বরের উপাসনা দুই প্রকারে হইতে পারে—উদ্দেশে ও প্রত্যক্ষ ভাবে। ঈশ্বর আছেন, কিন্তু যেখানে থাকুন, যে ভাবে আমার কথা শুনুন কিছুই জানি না, তাঁহার নাম ধরিয়া আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিলাম ইহা উদ্দেশে প্রার্থনা। প্রত্যক্ষ উপাসনায় 'তিনি' নয় 'তুমি'—তুমি এখানে আছ এই বলিয়া প্রার্থনা। ইহার মধ্যে কোন্‌টী সফল হয় দেখা আবশ্যক। প্রার্থনার প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের দিকে মুখ ফিরান। প্রার্থনার উত্তর কি? না তাঁহার জ্যোতি আত্মাতে পড়া। যাঁহারা ঈশ্বরের পানে না তাকান, তাঁহাদের প্রার্থনা কিরূপে সফল হইবে? ঈশ্বরের নিকটে বসিয়া ভিক্ষা চাহিতে হইবে। নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন। নতুবা শূন্যের কাছে জানাইলে শূন্য যদি উত্তর দিতে পারে দিউক, তাহা ঈশ্বরের গ্রাহ্য হয় না। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ আছে, সামান্য দর্শন ও উজ্জ্বল দর্শন দূরের আলোক ও নিকটের আলোক দেখার ন্যায়। যখন দূরস্থ ঈশ্বর নিকটস্থ হন, তখন নয়ন উজ্জ্বল ভাবে তাঁহাকে দেখিয়া

কৃতার্থ হয়—প্রার্থনা মধুর হয়। ঈশ্বর আমার কাছে আছেন এই মাত্র জানা প্রত্যক্ষ দর্শনের প্রথম সঞ্চার। আমার কথা তিনি শুনেন এবং গ্রহণ করেন ইহা ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দর্শনের সূত্রপাত ; এরূপ অবস্থায় প্রার্থনা আরম্ভ হয়। বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনায় ঈশ্বর নিকট হন, এবং তিনি নিকট হইলে প্রার্থনা ভাল হয়, এই উভয়ের পরস্পর আকর্ষণে দর্শনের উজ্জ্বলতা ও প্রার্থনার মধুরতা বৃদ্ধি হয়। 'তিনি' বলিয়া প্রার্থনা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না, বরং তুমি আমাকে দর্শন দেও বলা ভাল। উদ্দেশে প্রার্থনা কেহ যেন অধিক দিন থাকিতে না দেন। 'তুমি' কথাতে প্রত্যক্ষের মূল বন্ধন করা হয়। ক্রমশ প্রার্থনা সুলভ হয়। যাঁহারা তিনি বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগের প্রার্থনা প্রার্থনাই নহে, তাঁহারা প্রার্থনার ফল লাভ করিতেও পারেন না।

প্র। আমরা ঈশ্বরের পুত্র, তিনি আমাদের সকল অভাব মোচন করিবেন তবে প্রার্থনার আবশ্যকতা কি?

উ। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আমাদের সকল অভাব দেখেন ইহা সত্য, তথাপি প্রার্থনার প্রয়োজন আছে। প্রার্থনার অর্থ অভাব জানান নহে, তাহা হইলে অন্তর্যামীকে পরিহাস করা হয়। ইহার অর্থ প্রার্থী ভাব লাভ করা। প্রার্থী না হইলে কেহ স্বর্গের বস্তু বুঝিতে বা চিনিতে পারে না—লাভ কিরূপে করিবে? বস্তুতঃ না চাহিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, ভৌতিক নিয়মের ন্যায় পরিত্রাণের এই নিয়ম অখণ্ড। সামান্যত প্রার্থনার অর্থ ঈশ্বরের কাছে যাইবার উপযুক্ত

 ওয়া—অভাব বোধ করিয়া ঈশ্বরের নিকট বিনীত ও ব্যাকুল

হওয়া। কথায় বল না বল, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু মন যখন অনন্যগতি, শরণাপন্ন ও বিনয়ী হইল, তখনি তাহাতে প্রার্থীর ভাব প্রকটিত হইল। সরল প্রার্থীকে ঈশ্বর স্বর্গের দ্বার খুলিয়া প্রার্থিত বস্তু প্রদান করিয়া কৃতার্থ করেন।

——:0:——

অন্তর্দ্দৃষ্টি।

প্র। অন্তর্দ্দৃষ্টি সর্ব্বদা জাগ্রৎ রাখিবার সাধন কি?

উ। আমরা অভ্যাসবশতঃ সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে ব্যাপৃত থাকি। অভ্যাস প্রথমতঃ আমাদিগের কার্য্য হইতে হয়, অবশেষে আমরা তাহার অধীন হইয়া পড়ি। অভ্যাস আর কিছু নয়, কতকগুলি ভাব বা কার্য্যসূত্র একত্র করা, তাহার একটীকে টানিলে সবগুলি আইসে। বারংবার কোন কথা বলিতে বলিতে তাহা সহজ হয়। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বাহিরের ইন্দ্রিয় লইয়াই আমরা কার্য্য করি, এইজন্য আমাদের অভ্যাস বাহিরের বিষয়েই ধাবিত হয়। অন্তর আমরা দেখি না, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যাওয়া সময় নষ্ট করা মনে করি। কেহ চক্ষু নিমীলিত করিয়া ধ্যান করিতে বসিলে সংসারী বলিবে, এ লোকটা মিছামিছি সময় হরণ করিতেছে। কিন্তু জানা উচিত একটা লাভ না থাকিলে কেহ কোন বিষয়ে যায় না। বাহ্যবিষয়ে কেন লোক আকৃষ্ট হয়? ধন বা মান মর্য্যাদার জন্য, কেন না তাহাতে লাভ, সুখ ও সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি হইবে। ইহারই জন্য লোকে পাহাড় সাগর তুচ্ছ করিয়া দিন রাত্রি পরিশ্রমপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। আধ্যাত্মিক শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্য থাকিলে তজ্জন্য আমরা রৌদ্র বৃষ্টি

কিছু না মানিয়া লালায়িত হইয়া বেড়াইতাম। আমরা বাহিরের বিষয়ে উপকার আছে ভাবিয়া বাহিরের সংবাদ পত্র পড়ি, অন্তরের বিষয়ে সেইরূপ উপকার জানিলে তথাকার সংবাদ লইতাম। উভয় বিষয়েই পরিশ্রম করিলে লাভ হয়। বাহিরের কবাট খুলিলে গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু ও আলোক আইসে। অন্তরের কবাট খোল, ঈশ্বরের আলোক ও বায়ু হৃদয়ে সঞ্চরণ করিবে। এ সকলে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই। ছাদে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিলে অন্ধকার দেখি, ঘুমাইয়া পড়ি। কিন্তু পরিশ্রমপূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টি অভ্যাস করিলে অন্ধকারের মধ্য দিয়া আলোকের রাজ্যে গিয়া উপনীত হই। ইহার উপায় দুইটীঃ—

১—অন্তরে দৃষ্টি করিলে লাভ হইবে দৃঢ় বিশ্বাস করা।

২—ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে বারংবার অন্তর্দ্দৃষ্টি অভ্যাস করা।

প্র। কিরূপ সাধনে যথার্থ অনুতাপ আসিতে পারে?

উ। যেমন যেমন ঘটনা বাহিরে আছে, তাহার অনুরূপ ভাব হৃদয়ে আছে। শ্রদ্ধেয় বা প্রিয় ব্যক্তি দেখিলে অমনি মনে শ্রদ্ধা ও প্রীতির উদ্রেক হয়। অনুতাপ হৃদয়ের ভাব, তাহা জাগাইবার বস্তু আছে। অগ্নিতে হাত দিলে আর ঠাণ্ডা বোধ হয় না। পাপ স্মরণে অনুতাপ আইসে। আপনার জীবনের জঘন্যতা একদিকে ও ঈশ্বরের পবিত্রতা অন্য দিকে চক্ষের সমক্ষে রাখিলে যথার্থ অনুতাপ আইসে। ইচ্ছাতে অনুতাপ আসে না, কিন্তু যে বস্তুতে আসে তাহা স্মরণ করিতে পারি—ইচ্ছাপূর্ব্বক বার বার জীবনের জঘন্যতা স্মরণ করিলে অনুতাপ আসিবে। দুর্গন্ধ বস্তু ছাড়িব ইচ্ছা

করিলে ছাড়া যায় না, কিন্তু তাহার ঘ্রাণ অনুভব হইলেই তাহা ছাড়া যায়। আমরা অনেক সময় মনে করি, এত সাধন করি, একটু পাপ থাকিলই বা, কত লোকের কত থাকে? ইহাতে পাপে উপেক্ষা হয়, অনুতাপের পথ রোধ হয়।

প্র। যাহা আপাততঃ বুঝিতে না পার বিশ্বাস কর, এ কথার তাৎপর্য্য কি?

উ। বুঝিতে পারা ও বিশ্বাস করা এ দুয়ের একের ভূমি অন্যের বহির্ভূত। বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভূমি অল্প, বিশ্বাসের ভূমি প্রশস্ততর। ইহলোক দেখি, বিশ্বাস করি; পরলোক দেখি না অথচ বিশ্বাস করি। ইহার মর্ম্ম এই যাহা আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে না পারি, তাহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। ঈশ্বরের বিষয় কে আয়ত্ত করিতে পারে? "তাঁহাকে জানি এমন নহে, না জানি যে এমনও নহে" ইহার মর্ম্ম যিনি বুঝিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসের ভাব বুঝিয়াছেন। আমাদের জ্ঞান স্থূল ও অল্প-পরিমিত, আমরা কিছুই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারি না। পরলোক, ঈশ্বরের করুণা ইত্যাদি যতটুকু স্পষ্ট দেখিতে পাই, গ্রহণ করিবই করিব, আবার কতক সত্য বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারিলেও বিশ্বাস করিতে হইবে। ঈশ্বর মঙ্গলস্বরূপ, তবে গোলাপ ফুলে কাঁটা কেন? ঝড়ে এত লোক মরে কেন? বুদ্ধি ইহা বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে সন্দেহ ও অবিশ্বাস করে। ভক্ত বলেন এ সকল ঘটনার কারণ আছে, শাস্ত্রকারেরা তাহা আবিষ্কার করিবেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস চক্ষে ঈশ্বরকে কেবলি মঙ্গলময় দেখিতেছি। অনেক ভক্ত আপনার

জীবনে দেখিয়াছেন,যে সময় কোন বিষয় বুঝিতে না পারেন, যদি শান্তভাবে ধৈর্য্য-সহকারে সত্য বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করেন, সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়। ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে দৃঢ় বিশ্বাস কর; যাহা বুঝিতে না পার, তিনি বুঝাইয়া দিবেন। বিপদ, রোগ, মৃত্যু, সকলি মঙ্গলের কারণ জানিতে পারিবে।

যাহার প্রমাণ নাই, অন্ধ হইয়া তাহা ধরিয়া থাকা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মসম্মত নহে। কিন্তু যাহা প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহার এক অংশ না বুঝিলেও বিশ্বাস করিতে হইবে। বুদ্ধি ভিন্ন বিশ্বাসের অন্য প্রমাণ আছে। মন অপেক্ষা প্রাণের প্রমাণ অধিক প্রত্যক্ষ।

প্র। কোন্ সাধন দ্বারা ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ হয়?

উ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ যোগ। জ্ঞান দ্বারা পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরকে সত্যস্বরূপ বলিয়া জানি। হৃদয়ের প্রেম দ্বারা তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করি। হস্ত দ্বারা তাঁহার কার্য্য করি। সত্যস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ, ঈশ্বরের সহিত এই ত্রিবিধ যোগসাধন করিতে পারি। কিন্তু শ্রেষ্ঠ যোগ-প্রাণের যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরে জীবিত থাকি, তাঁহা ছাড়া হইলেই মৃত হই ইহা অনুভব করা। জলে মৎস্য থাকে কেন? জলের সহিত মৎস্যের আর কিছুর যোগ নয়—প্রাণের যোগ। সে জীবনে জীবন লাভ করে, অন্তর হইলে বাঁচে না। ঈশ্বরের সহিত ভক্তের সেইরূপ যোগ হইলে ঈশ্বর ভিন্ন বাঁচি না একথার অর্থ বুঝা যায়। ভক্ত কেন উপাসনা করেন, কেন ঈশ্বরকে ভাল বাসেন? মাছ কেন জলে থাকে, কেন জল ভালবাসে? জলের উপরেই মাছের জীবন

মরণ স্ফূর্ত্তি সকলি নির্ভর করে। ভক্তের জ্ঞান, আনন্দ, পুণ্য, শক্তি, সকলি ঈশ্বরেতে। ঈশ্বরের সহিত প্রাণের যোগ হইলে আমরা ব্রহ্মপ্রাণী। এই যোগ সাধনদ্বারা, ব্রহ্ম স্মরণ-দ্বারা হয়—বুদ্ধি দ্বারা নয়। যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করি, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদিতে তিনি প্রাণ হইয়া আছেন, তাঁহা ভিন্ন ইহাদের কোন শক্তি থাকে না বিশ্বাস করি, তাহা হইলে আপনার ধর্ম্ম, বল, আনন্দ সকলের মূলে ঈশ্বরকে দেখি, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সব অন্ধকার। মাছকে জল ছাড়াইয়া স্থলে আনিলে তাহার যে দশা, ব্রহ্ম সন্নিধান হইতে মনুষ্যকে সংসারে আনিলে সেই দশা। ব্রহ্মবিহীন আত্মা মনে মনে জানিতেছে প্রাণের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এই বারে মৃত্যু হইবে। সমুদায় জীবনের—আত্মার মূলে তিনি বাস করেন মনে রাখিবে। লোকে তোমার গৌরব করিলে তাহা ঈশ্বরকে দিবে। ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের যোগ সাধন করিবার উপায়—(১)ঃ—আমার শরীর দেবমন্দির, মন ঈশ্বরের আসন ইহা বারংবার চিন্তা ও স্মরণদ্বারা আয়ত্ত করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ প্রাণের মধ্যে তাঁহার অবস্থান দেখিতে পাইবে। (২)—ঈশ্বর ভিন্ন কিছুতে সুখ হয় না ইহা বিশ্বাসে পরিণত করিতে হইবে।

মাছ এক নিমেষের জন্য যদি স্থলে থাকিয়া সুখী হয়, তবে সে আর মাছ নয়, বিকৃতস্বভাব হইয়া স্থলের কীট হইয়াছে। কোন ব্রাহ্ম সংসারের কাজে মগ্ন থাকিয়া সুখী হইলে তিনি আর ব্রাহ্ম নহেন। এই পরীক্ষায় জানা যায়, কে ব্রাহ্ম, কে সংসারী, বা উভচর।

আত্মানুসন্ধান।

প্র। উপাসনার মধ্যে মন যখন চঞ্চল হয়, তখন কি কর্ত্তব্য?

উ। তখন ঈশ্বরের নিকট ছোট ছোট প্রার্থনা করিলে বিশেষ উপকার হয়।

প্র। তাহা কি কষ্টসাধ্য নহে?

উ। তাহাতে প্রথমে মনে একটী কষ্টকর সংগ্রাম উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু পরে তাহাদ্বারাই মন উপাসনাতে স্থির হয়। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

প্র। মৃত্যুচিন্তাদ্বারা আপনার অসারতা বুঝা যায় কি না?

উ। এ জীবনের অথবা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ অনিত্য এরূপ চিন্তায় যে বৈরাগ্যোদয় হয় তাহা ক্ষণিক, তাহা অসারতা বোধের ঠিক উপায় নহে। আপনার অসহায় অবস্থা, বাস্তবিক অক্ষমতা, এবং ঈশ্বরের কৃপা ও বলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে অসারতা উপলব্ধি হয়। আপনার অজ্ঞানতা, অপ্রেম, অপবিত্রতা, দুর্ব্বলতা এই সকল ধরিয়া অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও শক্তির সাগরের প্রতি যত দৃষ্টি যায়, ততই নিজের অসারতা গাঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্র। আমাদিগের যে সকল অভাব ও দোষ অনেক দিন হইতে রহিয়াছে জানিতেছি, তাহার হ্রাস হইতেছে না কেন?

উ। আত্মানুসন্ধানের অভাবই ইহার কারণ। পাপ সকল চোরের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন বেশে থাকে

এবং সুযোগ পাইলেই প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া আমাদিগকে অধিকার করে। পাপ সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইলে এক একটী পাপকে অনুসন্ধান করিয়া ধৃত এবং যত্নপূর্ব্বক বিনষ্ট করা চাই। শত্রুদলবেষ্টিত দুর্গ রক্ষার জন্য যত সাবধানতা ও কষ্টস্বীকারের প্রয়োজন, এ বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক আবশ্যক।

প্র। আত্মানুসন্ধান জন্য আমরা কি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারি?

উ। (১) আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে এক এক খানি (Diary) দৈনিক বিবরণ পুস্তক রাখিতে হইবে এবং তাহাতে প্রতিদিনের ভাল মন্দ প্রধান ঘটনা গুলি সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক। সুবিখ্যাত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও আরও অনেক মহাত্মা এই উপায়ে আপনাদের চরিত্র সংশোধন করিয়াছিলেন। (২) সন্ধ্যার সময় আত্মপরীক্ষার্থ কিয়ৎক্ষণ সময় নির্দ্দিষ্ট রাখা আবশ্যক, তখন সকল কাজ রাখিয়া আপনার জীবন পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীক ঋষি পিথাগোরসের এ সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে, তাহা সকলের স্মরণ করা কর্ত্তব্য ঃ—

"Nor let soft slumber close your eyes,
Before you've recollected thrice
The train of action through the day:
Where have my feet chose out their way;
What have I learnt, where'er I've been,
From all I've heard, from all I've seen?
What know I more tha's worth the knowing;
What have I done that's worth the doing;

What have I sought that I should shun ;
What duty I have left undone ;
Or into what new follies run ;
These self-inquiries are the road
That leads to virtue and to God."

সমস্ত দিনের মধ্যে যে কার্য্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা তিন বার স্মরণ না করিয়া কেহ যেন সুখকর নিদ্রাবেশে নয়ন মুদ্রিত না করেন। অদ্যকার দিনের মধ্যে কোথায় আমি বিপথে পদার্পণ করিয়াছি? যেখানে যাহা কিছু শুনিয়াছি ও দেখিয়াছি তাহাহইতে কি শিক্ষা করিয়াছি? যাহা জানা উচিত ছিল তাহার কতদূর জানিয়াছি? যাহা করা উচিত ছিল তাহার কতদূর করিয়াছি? যাহা পরিত্যাগ করা উচিত ছিল, তজ্জন্য কতদূর চেষ্টা করিয়াছি? কোন্ কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়াছি অথবা নূতন কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম্মে পতিত হইয়াছি? এই সকল আত্মপরীক্ষা ধৰ্ম্ম ও ঈশ্বর লাভের উপায়।

প্র। নির্দ্দিষ্ট সময় না রাখিয়া জীবনের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কি আত্মপরীক্ষা করিলে হয় না?

উ। সকল কার্য্যের বিশেষ সময় ঠিক্ রাখা চাই, নতুবা সাধারণ ভাবে রাখিয়া দিলে কোন কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। আত্মবিস্মৃত থাকা আমাদিগের স্বভাব, অতএব নির্দ্দিষ্ট সময়ে আত্মচিন্তা অভ্যাস করিলে ক্রমে তাহা জীবনে ব্যাপ্ত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ প্রতিদিনের জীবনের সকল সময় একত্র সমালোচনা জন্য একটি সময় থাকিলে

অন্য সময়ের কার্য্যের গুণগ্রহণ ও ত্রুটিসংশোধন সহজে হইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া কার্য্য করিবার সময় আত্ম-বিস্মৃত থাকিব না, যতবার পারি আপনার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত দিন কার্য্য করিতে ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হইবে।

প্র। কিরূপ নিয়মে প্রতি দিন কার্য্য করিলে আত্মপরীক্ষার সাহায্য হয়?

উ। দিবারম্ভে সমস্ত দিনের সাধারণ ও বিশেষ কার্য্য গুলি ঠিক্ ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশানুসারে করিতে চেষ্টা করা, যখনি ঠিক্ ভাবের কোন বিঘ্ন বা ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহা নির্দ্দেশ করা এবং ছোট ছোট অন্তরের সরল প্রার্থনা দ্বারা ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা। বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য বর্ত্তমান কালেই সম্পন্ন করা এবং ভাবীকালের উপর কিছু মাত্র ঋণ ভার চাপাইয়া না রাখা। যে কার্য্য করিতে যাওয়া যায়, সাধ্যমত তাহার একটী পরিমাণ করিয়া লওয়া এবং তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া ছাড়া; যদি অত্যাবশ্যক কোন কার্য্য মধ্যে উপস্থিত হয়, নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের অবশিষ্ট ভাগ সময়ের ফাক তাল যখন পাওয়া যায়, তখনি সম্পন্ন করা। সমস্ত দিবস যাহাতে নিরলস অথচ সাধু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারা যায়, এমন ব্যবস্থা করিয়া রাখা। সকল কার্য্য সত্বর হইয়া অগ্রে সম্পন্ন করিবার জন্য এই বাক্যটী স্মর্ত্তব্য, তুমি "তোমার কার্য্যকে চালাও, কার্য্য যেন তোমাকে চালায় না।"

প্র। আত্মপরীক্ষার সহিত উপাসনার কিরূপ সম্বন্ধ?

উ। আত্মপরীক্ষা উপাসনা ও জীবনের কার্য্য এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী বন্ধন। আত্মপরীক্ষা দ্বারা জীবনের প্রকৃত অবস্থা অবধারণ করিয়া ঈশ্বরের নিকট ঠিক প্রার্থনা করিতে পারি এবং প্রার্থনা করিয়া যাহা পাইলাম তাহা জীবনের ধন করিয়া লইতে পারি। আত্মপরীক্ষা কঠোর গুরু হইয়া দুইটী শাসনে জীবনকে দৃঢ় করিয়া রাখে—উপাসনা যথার্থ-ভাবে করিতে হইবে এবং উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের যে আদেশ লাভ করিলাম, তাহা জীবনে পরিণত করিতে হইবে। "Well done, my son, with whom I am well pleased" পুত্র! ঠিক্ কাজ করিয়াছ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রতি-দিন ঈশ্বরের মুখ হইতে এই কথা না শুনিলে আত্মপরীক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

প্র। কেবল আপনার জীবন দেখিলেই আত্মপরীক্ষা সম্পূর্ণ হয় কি না?

উ। আপনি, অন্যলোক এবং ঈশ্বর এই তিনই দৃষ্টিপথে না রাখিলে আত্মপরীক্ষার সম্পূর্ণ সাধন হয় না। আপনার পূর্ব্বের জীবনের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া যেমন উন্নতি অবনতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, সেইরূপ সাধু জীবনের দৃষ্টান্তে আপনাকে উন্নত করিতে হইবে। আবার ঈশ্বরের পূর্ণ আদর্শ সর্ব্বোপরি থাকিবে, কতদূর তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেছি বিনীতভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।

প্র। আপনার দোষ গুণ কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে?

উ। আপনার যদি কিছু গুণ দেখা যায়, তজ্জন্য কিছু মাত্র অহঙ্কারী না হইয়া তাহাতে কেবল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

করা এবং গুণ যত অধিক হউক আপনার নিতান্ত অনুপযুক্ততা স্মরণ রাখিয়া নম্র হইয়া থাকা বিধেয়। কিন্তু আপনার দোষ দেখিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহা ক্ষুদ্র বোধ হইলেও ভয়ঙ্কর সর্পের ন্যায় বোধ করিতে হইবে। দোষ জানিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়, শত্রুর মুখে আপনার নিন্দা শ্রবণ করা। উদারচিত্তে এ উপায়টী গ্রহণ করিতে হইবে।

রিপুদমন ও চরিত্র সংশোধন।

প্র। হৃদয় অসাড়, পাপ আছে জানিতেছি, তথাপি কষ্ট অনুভব হয় না, এ রোগ প্রতীকারের উপায় কি?

উ। (১) প্রার্থনার সময়ে এই অসাড় ভাব দূর করিবার জন্য সরলভাবে ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়া; ইহাতে আপনার যত অকিঞ্চন ভাব হইবে, ততই ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর বাড়িতে থাকিবে এবং পবিত্রতার জন্য অনুরাগ হইবে। (২) যে পাপ বহুদিনের পোষিত হইয়া হৃদয়কে অচেতন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে কত দূর পর্য্যন্ত গুরুতর বিপদ ও অমঙ্গল ঘটিতে পারে সর্ব্বতোভাবে এই চিন্তা করা, ইহাতে চৈতন্যোদয় হইবার অনেক সম্ভাবনা।

প্র। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ভাল ভাব কিসে হয়?

উ। (১) উপাসনা দ্বারা পুরাতন মন্দ ভাব সকল ফিরাইয়া স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পবিত্র ভাব অর্জন করা। (২) পবিত্র স্ত্রীলোকের সংসর্গে মনের ভাব ভাল করা।

প্র। যে রিপুটী অধিক প্রবল, কি প্রকার বিশেষ চেষ্টায় তাহাকে খর্ব্ব করা যাইতে পারে ?

উ। রিপুসকল মনের এক একটী অংশ নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। হৃদয়ের মূল এবং মনের সাধারণ ভাব পবিত্র না হইলে প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে জয় করা যায় না। যিনি আর সকল পাপ পুষিয়া রাখিয়া কেবল কামরিপুকে দমন করিতে চান, তাঁহার চেষ্টা কখনও সফল হয় না। রিপুসকল পরস্পরের সহকারী, মনের মধ্যে একটীর বাসস্থান থাকিলে তাহার কুটুম্বগণের আর আসিবার ভাবনা থাকে না। যাহার লোভ কি ক্রোধ আছে, তদ্দ্বারা তাহার কাম প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি হইবে। পাপকে ছোট বড় জ্ঞান না করিয়া সকল পাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে সংগ্রামপূর্ব্বক জয় লাভ করা কর্ত্তব্য।

প্র। যাহার মনে অনেক দিন হইতে কুপ্রবৃত্তি প্রবল, যে হাজার চেষ্টা করিলেও বিফল হয়; তাহার পক্ষে দুর্দ্দম রিপু সকলকে জয় করিবার নিশ্চয় উপায় কি ?

উ। "Passion should be conquered by passion" প্রবৃত্তি দ্বারাই প্রবৃত্তিকে জয় করিতে হয়। যত কেন প্রবল রিপু হউক না, সাধক যদি ঈশ্বরের জন্য প্রবল অনুরাগী হন, কোন সাধু ভাবে বা সাধু কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত ও উন্মত্ত হইতে পারেন, অতি সহজে পাপের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

প্র। কামরিপু দমনের ভাব ও অভাব পক্ষে কি কি উপায় আছে ?

উ। ভাব পক্ষে উপরে যেরূপ বলা হইয়াছে অর্থাৎ পবিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে মনের কুভাব পরিবর্ত্তন করা। অভাব

পক্ষে অসৎগ্রন্থ পাঠ, অসৎ আলাপ ও সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা।

প্র। পাপ ছাড়িলেও মন্দ কল্পনা আসিয়া মনকে কেন কলুষিত করে?

উ। কুকল্পনাসকল আমাদিগের মনের সাধারণ ও প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেয়। যখন আমরা ভাল হইয়া গিয়াছি বলিয়া অহঙ্কার করি, তখনি পুনরায় পাপে পতিত হই। মনের মন্দ কল্পনা সকল আমাদিগকে সাবধান করিয়া দেয় যে "অহঙ্কার করিও না, দেখ এখনও তুমি নরকে বাস করিতেছ।" *

---

* শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রামতনু লাহিড়ী এই দিবস (২২এ চৈত্র—১৭৯৪ শক) সঙ্গতে উপস্থিত থাকিয়া আপনার যে কয়েকটী সদ্ভাব ও বহুদর্শনের কথা বলেন তাহা পরে লেখা যাইতেছে;—

"আমার মনে অনেক সময় অনেক রিপু প্রবল হয়, হজ্জার কথা বলিয়া রাখিলাম, মরিলে কম শাস্তি পাব। পাপের উদ্রেক হইলে আমি ছুটিয়া বাটী হইতে পলাইয়া কোন বন্ধুর মুখ দেখিতে যাই। পাপ নিবারণের এমন উপায় আর আমি ত দেখিতে পাই না।

পরে তিনি পূর্ব্বের শিক্ষিত দলদিগের হইতে কি কি বিষয়ে নীতি শিক্ষা-লাভ করা যায় তদ্বিষয়ে অনেক করিয়া বলিলেন। পূর্ব্বের শিক্ষিত দল উপকার করাই ধর্ম্ম জানিতেন এবং সর্ব্ব প্রকার ভ্রম কুসংস্কার ও মিথ্যাকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। "আমি যত জন জানি তাঁহাদিগের মধ্যে নাস্তিক ছিলেন এমন কেহ বোধ হয় না, কুসংস্কারের ধর্ম্ম মানিতেন না বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিত। তবে এই বলা যায় যে তাঁহারা নীতির জন্য যত মনোযোগী ছিলেন, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য তত নয়। তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে কোন উপায়ে সত্য প্রতিপালন করিব, যাহারা ধূর্ত্ত কপট তাহাদের

প্র। সকল ধর্ম্ম সাধনের মূল কথা কি?

উ। সরল ভাবে প্রতিজ্ঞা করাঃ—

"আমি চেষ্টা করিব।"

প্র। চেষ্টা করিব কে বলিতে পারে?

উ। যে ইচ্ছা করে, সেই পারে। কিন্তু যথার্থ প্রাণগত সরল ইচ্ছা না হইলে 'চেষ্টা করিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা আসিতে পারে না। আমরা অনেক সময় যাহা ইচ্ছা করি মনে করি, বাস্তবিক তাহা ইচ্ছা করি না, আমাদের হৃদয়ের গূঢ় প্রার্থনা অন্য দিকে ধাবমান হয়, সুতরাং ইচ্ছা ও চেষ্টা সেই দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। আমি ভাল হইব, যথার্থ এ ইচ্ছা হইলেই ভাল হওয়া যায়।

মুখও দেখিব না। অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন না করিলে কি হয়? এ কথা যে জিজ্ঞাসা করিতে পারে সে অস্বাভাবিক জন্তু। ভদ্র লোক আপনার গৌরবের হানিকর কোন কার্য্য করিতে পারেন না। আমি যা বলিতেছি মনে থাকিলে আমার উপকার হয়। আমাদের বাঙ্গালীদের প্রধান দোষ ভীরুতা, জীবনের যে প্রণালীকে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইবে তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জীবন সমর্পণ করা চাই। থিয়োডর পার্করের কি সাহস! সহস্র বিপক্ষের সম্মুখে সত্য সমর্থনার্থ নির্ভয়ে বলিলেন "I am Theodre Parker" "আমি লোকভয়ে ভীত হইবার লোক নহি।" তিনি নীতির সহিত ধর্ম্মের যোগ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিলেন। "কেবল নীতিতে একটী বন্ধন হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ধর্ম্ম থাকিলে দুইটী বন্ধন রহিল। যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাঁহার উপর লোকের বিশ্বাস অধিক হইবেই হইবে। এইরূপ লোকই যথার্থ সচ্চরিত্র। কিন্তু ধর্ম্ম নীতিশূন্য হইলে—কুনীতি জীবনে থাকিলে ধর্ম্ম বলা মিছা।"

প্র। আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহা সাধ্যানুসারে করিব বলা যায় কি না?

উ। আমাদিগের যাহা সাধ্য, তাহা করিলেই যথেষ্ট, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু করিতে আমরা দায়ী নহি, ঈশ্বরও তাহার অধিক আমাদিগের নিকট চাহেন না। কিন্তু কতদূর আমাদিগের সাধ্য, আমরা পূর্ব্ব হইতে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না, যাহা কর্ত্তব্য বুঝিব—সরল ভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া যতদূর যাইতে পারি, ততদূর আমাদিগের সাধ্য। সাধন না করিলে কতদূর সাধ্য বা অসাধ্য বুঝিতে পারা যায় না।

প্র। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে চরিত্রগত দোষ সংশোধন হইতে পারে?

উ। আমাদিগের চরিত্রগত দোষ সকল দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়—(১) জঘন্য ও (২) সামান্য। সাধনের সুবিধার নিমিত্ত এই দুই শ্রেণীর প্রধান পাপগুলি প্রথমে গ্রহণ করা যাইতেছে।

(১) জঘন্য পাপ ৫টী—কাম, ক্রোধ, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা, এবং উপাসনাহীনতা।

(২) সামান্য পাপ ৫টী—অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, আলস্য ও অকৃতজ্ঞতা।

আমরা প্রতিদিন এই সকল দোষে কতবার দোষী হই, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেকের নিকট এক এক খানি ক্ষুদ্র স্মরণ পুস্তক রাখা আবশ্যক। ঐ পুস্তকে প্রত্যেক দোষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিহ্ন ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং প্রতিদিন যে দোষে যতবার দোষী হওয়া যায়, তাহা চিহ্ন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

ইহা অন্যকে দেখাইবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকে আত্মপরীক্ষার জন্য আপনার নিকটেই রাখিবেন এবং দিন দিন কোন্ পাপ কত কমিতেছে ইহাদ্বারা নিরূপণ করিবেন। প্রথমতঃ দৈনিক স্মরণ পুস্তকে প্রথম শ্রেণীর পাপের দাগ দিয়া কিছু দিন সাধন করা ভাল। তাহাতে জঘন্য পাপ কত কম হয় বুঝা যাইবে।

প্র। কোন দোষ কার্য্যে অনুষ্ঠিত না হইলেও কি পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

উ। দোষের কার্য্য হইলেত পাপ বলিয়া গণনা করিতে হইবে, কিন্তু যেখানে কার্য্যের সুবিধা হয় নাই, কিন্তু মনে মনে তজ্জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে সেখানে তাহাকেও পাপ বলিয়া ধরিতে হইবে। মনেতেই পাপ। দশ দিন বনে বসিয়া চিন্তা দ্বারা এত পাপ করা যায়, যে দশ বৎসর সহরে থাকিয়াও তত হয় না।

প্র। মনেতে পাপের যে কোন প্রকার চিন্তা আসুক, তাহাকেই কি পাপ বলিয়া ধরিতে হইবে?

উ। অনেকে এই কথা লইয়া বৃথা গোল করেন, কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে মীমাংসা করা যাইতে পারে। (১) একটা পাখী ঘরের এক জানালা দিয়া আসিয়া আর এক জানালা দিয়া উড়িয়া গেল। (২) ঘরের মেজের উপর দিয়া একটা ছুঁচা চলিয়া গেল। প্রথমটী আসিল, গেল, কিছুমাত্র তাহার চিহ্ন রহিল না। দ্বিতীয়টী ময়লাপূর্ণ নর্দ্দমার ভিতর হইতে আসিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটা কাল দাগ রাখিয়া গেল, আধ ঘণ্টা দুর্গন্ধ রহিল। পাপ চিন্তাও এইরূপ দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

প্রথমটী স্মরণ মাত্র, তাহাতে পাপ নাই। পূর্ব্বে মদ খাইতাম, এখন ছাড়িয়াছি; কিন্তু ৫ জনকে মদ খাইতে দেখিয়া আপনার পূর্ব্ব পাপ অভ্যাস স্মরণ হইল, তাহাতে পাপ হইল না। সেই পাপের প্রতি বরং যত আন্তরিক ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়, ততই আপনার চরিত্রের সাধুতা প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়টী বাসনা ভূমি, পাপ চিন্তা মনে আসিবা মাত্র ইচ্ছা হয়, আর একটু থাক্। অনেকে মদ খাইতেছে দেখিলাম,আর একটু দেখি, ক্রমে ইচ্ছা হইবে একটু খাই, পরে মাতালের ন্যায় অচেতন হইয়া পড়ি। পাপ আসিবামাত্র অমনি অমনি চলিয়া যাওয়া কম লোকের ঘটে। অধিকাংশ স্থলে ইচ্ছা হয়, প্রিয় পাপকে আসন পাতিয়া বসাই, যেন তাকে শীঘ্র বিদায় হইতে না দি। যে ব্যক্তি আধ মিনিট বা ৫ সেকেণ্ড মন্দ ইচ্ছাকে মনে থাকিতে দেয়, তাহাকে চিরজীবন তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়।

প্র। যদি স্বপ্নে কোন পাপ করা যায়, তাহাও ধর্ত্তব্য কি না?

উ। স্বপ্ন জাগ্রৎ অবস্থার ব্যঞ্জক। স্বপ্নেতে এমত কিছু হয় না, যা জাগ্রৎ অবস্থায় না হয়। স্বপ্নের কার্য্যটী পাপ নয় বটে, তাহা মিথ্যা। কিন্তু তাহা পাঠ ও আলোচনা করিয়া অনেক শিক্ষা করা যায়। স্বপ্নে যদি কোন পাপ কার্য্য করি, জাগ্রৎ অবস্থায় যে সে পাপ করিতে পারি, তাহা অসম্ভব বোধ হয় না। অতএব স্বপ্ন দ্বারাও আপনার অবস্থা বুঝিয়া সাবধান হওয়া যায়।

প্র। পাপ সকলের পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ?

উ। পাপ সকল পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকে এবং

পাপের পরিবার যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য সৰ্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। কাহার একটী নবকুমার হইলে যেমন চারি দিক্ হইতে ঢাকি ঢুলী আসিয়া নাচ বাদ্য করিতে থাকে, একটী নূতন পাপ জন্মিলে তেমনি সকল পাপ ঢাক ঢোল লইয়া আনন্দোৎসব করিতে থাকে।

প্র। চরিত্র সংশোধন ও উপাসনা এ দুয়ের মধ্যে কঠিন কোন্‌টী?

উ। সাধারণতঃ ধরিলে উপাসনা করা সহজ, কেননা তাহাতে আপনার নিকট আপনি দায়ী, অন্যের সঙ্গে গোল বাধে না। তাহাতে কোন ত্রুটি হইলে ধরা পড়িবার বড় সম্ভাবনা নাই। চরিত্র সম্বন্ধে পদে পদে অন্যের সহিত সম্বন্ধ, তাহাতে ত্রুটি হইলে ধরা পড়িতে হয়, এক জনের চরিত্রের দোষে সকল লোকের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মের চরিত্র সংশোধন না হইলে ধৰ্ম্ম মিথ্যা, উপাসনা মিথ্যা, সমাজ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

প্র। ষড়্‌রিপুর মধ্যে জঘন্য ও প্রধান কোন্‌টী?

উ। কাম ও ক্রোধ এই প্রথম দুটী সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য। এ দুটীর সহিত শরীরের অতি গূঢ় সম্বন্ধ, এই জন্য বাহিরের কার্য্যে ইহারা প্রকাশিত হয় এবং যাহার শরীরে ইহারা বাস করে, প্রায় শরীরের পতন না হইলে তাহাকে ত্যাগ করে না। এই জন্য এ দুইটীর প্রতি বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক এবং যাহাতে ইহারা দমন থাকে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

প্র। ইন্দ্রিয় সকল যৌবনেই প্রবল হয়, বয়োবৃদ্ধি হইলে কি নিস্তেজ হয় না?

উ। ইন্দ্রিয়প্রাবল্য প্রভৃতি যৌবনেই থাকে, পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যৌবনকালের ফল ৬০।৭০ বৎসর বয়সেও ভোগ করিতে হয়। যৌবনে ইন্দ্রিয় দমন না করিলে বৃদ্ধকালেও তাহার দাসত্ব করিতে হইবে। রিপুদিগকে আধচাপা রাখিয়া দিলে চিরকাল আধচাপা ভাবে চলিবে। আমরা দেখিতেছি রিপুদমন সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি আমাদিগের অবিশ্বাস আছে। যতদিন এ অবিশ্বাস থাকিবে, ততদিন পরস্পরেরই অপকার। আমাদিগের মধ্যে ৫০টা মানুষ খুন কেহই করিতে পারে না, ইহা যেমন সাহসপূর্ব্বক বলা যায়, কেহ রিপু সেবা করিতে পারেন না, একথা ত তেমন বলা যায় না। আমরা পরস্পরের হাতে ৫টা টাকা গচ্ছাইয়া রাখিতে যেমন বিশ্বাস করি, কাহার নিকটে আপনাদের ভগিনী ভার্য্যাকে সেইরূপ অসঙ্কোচে রাখিয়া যথা ইচ্ছা নিশ্চিন্ত হইয়া কি যাইতে পারি? যে দিন এ বিশ্বাস হইবে, সে দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

প্র। আমরা আত্মশাসনের জন্য কি রূপ উপায় অবলম্বন করিতে পারি?

উ। আত্মশাসনের জন্য উপাসনা সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যে সকল উপায় আছে তাহা ত ধরিতে হইবে। তদ্ভিন্ন আত্মপরীক্ষার জন্য স্মরণ পুস্তকে পাপ চিহ্ন করিবার যে কথা হইয়াছে, তাহাই এখনকার বিশেষ উপায়। যে পাপপ্রবৃত্তি অধিক প্রবল দৃষ্ট হইবে, তৎশাসনের জন্য আত্মস্বীকৃত কোন প্রকার দণ্ড স্বীকার করিলে অনেক উপকার হয়। যেমন কেহ একটী ক্রোধের কার্য্য করিয়া ফেলিলেন, তৎপরে ঠিক্ আহারের সময়

আহার না করা, অথবা কোন সুখভোগ ত্যাগ করা। এ সকল যদিও বাহ্যিক প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু যিনি আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া এই প্রকার উপায় গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহার সমূহ উপকার হইতে পারে।

প্র। স্মরণ পুস্তকে পাপের দাগ দিলেই কি উপকার হইবে, মনে রাখিলেইত হয়?

উ। প্রত্যেকের ২।১টা পাপ খুব প্রবল, তাহারই প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে, অন্য পাপ সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করা হয়। যাঁর কাম ক্রোধ বেশী, মিথ্যা কথাকে দোষ বলিয়া তত দেখেন না। কেবল চিন্তায় আত্মপরীক্ষা করিতে গেলে আপাততঃ ২।৪ সপ্তাহ চলিতে পারে, কিন্তু পরে ঠিক্ থাকিবে না। দাগ দিবার নিয়ম্ করিলে বিশেষরূপে আত্মপরীক্ষা হয় এবং সকল পাপ ধরা পড়ে। কিন্তু দাগ দেওয়ার আসল অর্থ কাগজে দেওয়া নয়, মনে দেওয়া। ইহার মধ্যে আর একটী সূক্ষ্ম কথা মনে রাখা উচিত। কাগজ, কলম, কালী এই তিন পৃথিবীর জিনিস লইয়া যে দাগ দিলাম, তাহা পার্থিব, তাহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। কিন্তু সেইটীকে যদি প্রতি-জনের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা স্বর্গীয় ভাব হইল, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বর হাতে যদি একটী ঘাস দেন, তাহা ধরিয়াই রক্ষা পাইতে পারি, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ঘাস ঘাসই থাকে, তাহা পরি-ত্রাণের উপায় হইতে পারে না।

প্র। অন্য লোকের অন্যায় ব্যবহারই আমাদিগের রাগের কারণ কি না?

উ। যে রাগিস্বভাব, তাহার রাগ উত্তেজনার নিমিত্ত অন্য লোকের সহায়তা আবশ্যক করে না। কাছে কোন লোক না পাইলে সে ঘর দুয়ারের সঙ্গেও ঝগড়া করে। একটা দুয়ারে মাথা ঠেকিলে 'লাগ, লাগ, লাগ' বলিয়া সে রক্তপাত করে; কাগজে মনের মত লেখা না হইলে তাহা সজোরে মুড়িয়া সুড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তবে সুস্থির হয়। রাগ আপনার শরীরে উৎপন্ন হইয়া আপনাকেই পুড়াইয়া মারে।

প্র। কেহ রাগের কথা বলিলে থামাইবার উপায় কি?

উ। রাগের উত্তরে রাগের কথা শুনাইলে রাগীর আহ্লাদ হয়, কেন না উত্তরদাতাও তাহার সমান ভূমিতে দাঁড়াইয়াছেন, সে আরও আস্ফালন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাগের কথা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা ভাল, তাহাতে রাগীর অহঙ্কারে ঘা লাগে, সে অপমানিত হইয়া আপনা আপনি চুপ করিয়া যায়। কেবল চুপ না করিয়া সে সময় তাহার জন্য প্রার্থনা করিলে উভয়ের পক্ষে আরও উপকার হয়।

প্র। আমরা অনেক সময় কর্ত্তব্য বোধ করিয়া লোকের প্রতি যে রাগ প্রকাশ করি তাহাতে কি দোষ আছে?

উ। সচরাচর দেখা যায়, কাহার প্রতি কোন কারণে মনে মনে রাগিয়া আছি, শেষে কর্ত্তব্যের ছল করিয়া সেই রাগ চরিতার্থ করা হয়। যে যে স্থলে রাগ প্রকাশ হয়, তাহা সূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হয়—যাহার উপর রাগ করি, তাহার ভাল করিবার ইচ্ছা সহস্রাংশের একাংশ আছে কি না; তাহাকে শুনাইয়া দিব, জব্দ করিব, এই ইচ্ছাটীই ৷৵৹ আনা।

মনের মধ্যে একটু প্রবেশ করিয়া যদি জিজ্ঞাসা করি, যার উপর রাগি, তার জন্য প্রাণ কাঁদে কি না? তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি কি না? তাহা হইলে আমাদিগের দুষ্ট বুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়ে।

প্র। অন্যের মঙ্গলসাধন কি রাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য?

উ। অন্যের ভাল করা রাগের তত উদ্দেশ্য নয়, কেন না তজ্জন্য দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি বৃত্তি আছে। অধর্ম্ম, অত্যাচার, অন্যায় নিবারণ রাগের উদ্দেশ্য। যেখানে দুর্ব্বলকে সবল পীড়ন করিতেছে, কি কোন অসহায় নিরাশ্রয়ের প্রাণবধে কেহ উদ্যত, সেই স্থলে রাগ উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। ধর্ম্মগত রাগ 'Righteous Indignation' হইলে তাহাতে দুর্ব্বলকে শতগুণ বলবান্ করে, লোককে জাগাইয়া তুলে, প্রত্যেক কথায় লোকের ন্যায় বৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া দেয়, অত্যাচরিত ব্যক্তির সাহায্যার্থ টাকা সংগ্রহ করে, ১০ ঘণ্টায় যে কার্য্য হয় না এক ঘণ্টায় করিয়া ফেলে। কিন্তু ন্যায্য রাগের সঙ্গে সঙ্গে দয়া, ক্ষমা, উপাসনার ভাব, সুবুদ্ধি সকলই কার্য্য করিতে থাকে। সে রাগ ঠিক্ নয়, যাহাতে দয়া আদি সৎপ্রবৃত্তি পুড়িয়া যায়। রাগের জন্য রাগ দূষণীয়। কেহ কেহ এমন আছেন, একজন ছেলেকে মারিতে আসিলে আততায়ীকে কেবল তাড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন না, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন, ছেলে হয়ত হারাইয়া গেল, তাহা মনে নাই। ইহা রাগের বিকৃত ভাব।

প্র। রাগ ও ক্ষমার প্রধান নিয়ম কি?

উ। অন্যের সম্বন্ধে অত্যাচার হইলে রাগ হইবে। নিজের সম্বন্ধে কেহ অত্যাচার করিলে ক্ষমা করিতে হইবে। কেহ

সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় এ সকলের বিরুদ্ধাচারী হইলে রাগ প্রকাশ পূর্ব্বক শাসন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু নিজের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ক্ষমা করা যাইতে পারে।

প্র। ক্ষমা দেখাইতে গিয়া যদি প্রাণ যায়, সে কি ভাল?

উ। ক্রাইষ্টের ক্ষমা আমাদিগের আদর্শ। যাহারা তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিতে আসিল, তাহাদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন "পিতা! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে জানে না।" ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত আমরা অত্যাচার করিতেছি, তিনি অনন্ত দয়াগুণে আমাদিগকে ক্ষমা করিতেছেন। কে বলিবে, তাঁহার অত ক্ষমা ভাল নয়?

প্র। অপবিত্র রাগের লক্ষণ কি?

উ। যাহার উপর রাগ হইতেছে তাহার কষ্ট দেখিলে সুখ হয় এবং সুখ দেখিলে কষ্ট হয়। তাহার ধর্ম্মলঙ্ঘনজনিত অনুতাপ দেখিলে যে সুখ হয় তাহা নহে, কিন্তু যে রূপে হউক তাহাকে যত বিপন্ন ও নিপীড়িত দেখা যায়, মনোমধ্যে ততই আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে কেহ কিছু রাগিয়া বলিলে সে সময় প্রতিবাদ করা উচিত কি না?

উ। অনেক সময় না করাই ভাল। শূকরের নিকট মুক্তা ছড়াইবার নিষেধ আছে। রাগের মুখে প্রতিবাদ না করা হয়, ইহা একটী নিয়ম বলিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। রাগের সময় প্রতিবন্ধকতা করিলে কেবল যে রাগ বাড়ে তাহা নয়, হিংসা বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা প্রভৃতি কুভাবও উত্তেজিত হইয়া থাকে।

প্র। যাহার উপর রাগ করা যায়, তাহার প্রতি ক্ষমা অভ্যাস করিবার উপায় কি ?

উ। আমরা অনেক সময় মনে করি অন্যের নিকট কিছু পাইবার আমাদিগের (right) অধিকার আছে, সে তাহা না দিলে বা তাহার বিপরীত আচরণ করিলে রাগ হয়। কিন্তু লোকের দুর্ব্যবহার মনে করিয়া যেমন রাগ হয়, দুর্ব্বলতা স্মরণ করিলে ক্ষমা আইসে। আমি যাহা অধিকার বলিয়া চাই, তাহা দিবার পক্ষে তাহার কত অক্ষমতা, প্রতিবন্ধকতা, অবস্থার প্রতিকূলতা থাকিতে পারে। তাহার মত আমার অবস্থা হইলে আমি কি করিতাম ? এইরূপ যাহা দেখিয়া ক্ষমা আইসে, সেই দিক্‌টা অধিক ভাবিতে হইবে। লোকের কতদূর পর্য্যন্ত দোষ ক্ষমা করিতে পারি, চিন্তাদ্বারা ইহা ক্রমে ক্রমে মনের আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করা উচিত। বিলাতে স্পর্জিয়ন্ নামে একজন ধর্ম্মোপদেষ্টা তাঁহার আশ্চর্য্য বক্তৃতায় লোকদিগকে ক্ষণকালের মধ্যে হাসান, কাঁদান, রাগান, আবার মন গলাইয়া দেন। এ সকলই স্বাভাবিক। যেরূপ ভাব মনের সম্মুখে ধরা যাইবে, তাহার অনুরূপ ভাব মনও গ্রহণ করিবে।

প্র। ব্রাহ্মগণ কাম ক্রোধ দমন করিতে না পারিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন হানি হয় কি না ?

উ। প্রথম দুইটী রিপুর প্রাবল্য যাহাদিগের মধ্যে, তাহারা সকল সমাজেরই অশ্রদ্ধেয়; তাহাদিগের বাক্য, কার্য্য, ধর্ম্মবিশ্বাস কিছুতেই লোকের শ্রদ্ধা হয় না। ইহা নিশ্চয় বলা যায়, ব্রাহ্মগণ যদি এই দুইটী জঘন্য রিপুর উপর জয় লাভ করিতে পারেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র স্বর্গীয় ভাবে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট

ও বিমোহিত হয়, ইহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না।

প্র। রিপু দমনের জন্ত কি কি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

উ। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে দৈনিক আত্মপরীক্ষা পুস্তকে কি কার্য্যে কি চিন্তায় যতবার রিপুর উত্তেজনা হইবে, ততটী দাগ দেওয়া কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়তঃ আত্মনিগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে অর্থাৎ একবার পাপ করিয়া ফেলিলে তজ্জন্য ইচ্ছা-পূর্ব্বক উপবাস ও সুখভোগ-ত্যাগ স্বীকার করিলে বা আচ্ছা করিয়া চড় ও কানমলা খাইলে উপকার দর্শে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরানুরাগ ও সৎকার্য্যে মত্ততাদ্বারা রিপুদমন হয়, ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

প্র। চিত্তনিগ্রহ না করিলে শরীরনিগ্রহ করিয়া কি হইবে?

উ। চিত্তনিগ্রহ করিবার জন্যই শরীর নিগ্রহ। উপবাস করিলে শুধু আমি খাইলাম না তাহা নয়, শারীরিক কষ্টে মনও খুব কষ্ট পেয়ে বলিবে এরূপ পাপ আর করিব না। যদি মনের চৈতন্যের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ স্বীকার করা যায়, তাহাতে অবশ্যই সুফল ফলে, নতুবা হিতে বিপরীত হয়।

প্র। সামাজিক শাসন ব্রাহ্মদিগের জন্য আবশ্যক কি না?

উ। দণ্ডভয় ও পুরস্কার লোভে চিরকাল ধর্ম্ম শাসন চলিয়া আসিতেছে। তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপায় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মগণ আজিও সে সীমা অতিক্রম করেন নাই। ধম্কানিতে এখনও অনেকের কুঅভ্যাস দূর করা যায়। একটী দুষ্কর্ম্মের জন্য মেথ-রের কানমলা খাইলে অনেকে তাহা হইতে বিরত হন। বাহ্য শাসন সকল আপেক্ষিক, ইহাদ্বারা অন্তরে অনুতাপ হইয়া

যাহাতে আধ্যাত্মিক শাসনের পথ প্রশস্ত হয়, তজ্জন্য সকলের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

প্র। রিপু দমনের আর কোন উপায় আছে কি না?

উ। এ সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ উপায় নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথম রিপুদ্বয় যখনি মনে উত্তেজিত হইবে, যাহার বিরুদ্ধে হইবে তাহাকে মনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহার পায় পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা। দিনের মধ্যে যতবার হইবে, ততবার এইরূপ করিতে হইবে। এই নিয়ম ক্রমে আত্মশাসনে পরিণত হইয়া আশ্চর্য্য ফল প্রদান করে।

প্র। অনেক দিনের পাপ এক দিনে যাইতে পারে কি না?

উ। এক দিনে কি?—এক মুহূর্ত্তে যায়, যদি এক বৎসর মধ্যে যিনি যত জঘন্য পাপ করিয়াছেন সর্ব্বসমক্ষে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিতে পারেন।

প্র। (Confession) আত্মাদোষ স্বীকার প্রণালী কি ভাল?

উ। রোমান্ কাথলিকদিগের মধ্যে এই প্রণালী প্রচলিত। ইহা দ্বারা অনেকের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকের অপকারও হইয়াছে, এবং শেষে এ প্রণালী জঘন্য পাপের পোষক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদিগের মতে এক জনের নিকট এরূপ দোষ স্বীকার করা কখনই হইতে পারে না, দশজন সহৃদয় ব্যক্তির নিকটে হইলে ইহার উপকারিতা প্রত্যক্ষ এবং অপকারিতা নিবারিত হয়।

প্র। আত্মদোষ স্বীকার প্রস্তুত হইয়া না করিলে কি হয়?

উ। অপ্রস্তুত অবস্থায় বলিলেও অনিষ্ট, শুনিলেও অনিষ্ট।

ইহাতে অনেকে অধিক কপট ও ভয়ানক মিথ্যাবাদী হইয়া আপনার আরো সর্ব্বনাশ করিতে পারেন।

বৈরাগ্য।

প্র। বৈরাগ্যের প্রকৃত ভাব কি ?

উ। বৈরাগ্য শব্দ সাধারণতঃ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ ভাবে গ্রহণ করেন, ব্রাহ্মেরা সেরূপ করেন না। সাধারণ ভাব এই যে এই পৃথিবী জরামরণ শোক প্রভৃতি নানা বিপদে পরিপূর্ণ, অতএব তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া বনে গমন করিলে অথবা সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিলে বৈরাগ্য হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম বলেন বিষয় ত্যাগ হইতে পারে, শারীরিক ক্লেশও সহ্য করা হইতে পারে, অথচ প্রকৃত বৈরাগ্য হইতে অনেক দূরে থাকা যায়। প্রকৃত বৈরাগ্যে অভাব এবং ভাব দুই পক্ষ থাকা চাই। অভাব পক্ষ এই যে সংসারের প্রতি আসক্তি থাকিবে না, সুখ দুঃখে সমজ্ঞান হইবে। ভাব পক্ষ এই যে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ অনুরাগ হইবে। প্রকৃত বৈরাগ্যে এই দুই ভাব একত্র সম্মিলিত হওয়া চাই।

প্র। এই দুই ভাবের কোন্‌টীর সাধন শ্রেষ্ঠতর ?

উ। ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সাধনই বৈরাগ্যের শ্রেষ্ঠ উপায় ও লক্ষ্য। ঈশ্বরকে একমাত্র প্রেমের বস্তু জানিয়া সমুদয় হৃদয় মন আত্মার সহিত তাঁহাতে আসক্ত হইলে সংসারের প্রতি অনাসক্তি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। কিন্তু সংসারের

প্রতি আসক্তি থাকিবে না বলিয়া সংসারকে ঘৃণা করা প্রকৃত বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। সমগ্র প্রেম ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে তাঁহার মধ্য দিয়া অনুরূপ প্রেম সংসারের উপর আপনা আপনি আসিয়া থাকে। তিনি যে ভাবে যে প্রেমদ্বারা জগৎ প্রতি-পালন করিতেছেন, সেই প্রেমে প্রেমিক হইয়া সাংসারিক, পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য সকল সাধন করিলে প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন হয়।

প্র। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের প্রতি মতি ও ভক্তি কি অধিক হয় না?

উ। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা দ্বারা যে বৈরাগ্য হয়, তাহাকে শ্মশান বৈরাগ্য বলা যায়। তাহাতে মনে একটা সাময়িক উত্তেজনা আসিয়া ঈশ্বরের দিকে যাইবার কিছু পরি-মাণে সাহায্য করিতে পারে বটে, কিন্তু স্থায়ী ফল লাভ হয় না। শ্মশানে শব দাহন দেখিলে অনেকের মনে কিছু ক্ষণের জন্য বৈরাগ্য আইসে, কিন্তু তাহা আর পরক্ষণে থাকে না। বিশে-ষতঃ যাঁহারা বৈরাগ্যের জন্য সব ছাড়িয়া বনে গিয়াছেন, তাঁহা-দেরও মনের মধ্যে সংসারের আসক্তি কত প্রবল দেখা গিয়াছে, ইহাতে কত মুনিরও পতন হইয়াছে! দ্বিতীয়তঃ এই বিকৃত উপায়ে সংসারের প্রতি বিরক্তি ও ঘৃণা যত হয়, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি তত হয় না। তৃতীয়তঃ ইহা দ্বারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। সমুদায় সংসার যাঁর তিনি সংসারকে কখন ছাড়েন না, আমরা কেন তাহা ছাড়িব? তিনি যে সংসারের উপযুক্ত করিয়া আমাদিগকে এখানে পাঠাইলেন, আমরা তাহা হইতে পলায়ন করিয়া কি পুণ্যবান্ হইতে পারি?

প্র। খৃষ্টের ও চৈতন্যের বৈরাগ্য ভাব কিরূপ ছিল ?

উ। ঈশ্বরকে প্রীতি এবং সংসারে তাঁহার প্রেম বিস্তার করাই খৃষ্টের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। অন্যান্য ধর্ম্ম সাধকেরা পাহাড়ে বা জঙ্গলে গিয়া নির্জনে ধর্ম্মসাধন করিতেন, ঘটনাক্রমে কেহ তথায় উপস্থিত হইলে এবং আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। কিন্তু খৃষ্ট সংসারের প্রতি বিরক্ত না হইয়া নগর মধ্যে থাকিতেন, নগরবাসীরা উৎপীড়ন করিয়া তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিল, তথাপি তিনি সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া প্রীতির সহিত তাহাদিগকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যাইতে কখনই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আপনার শিষ্যগণকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন "To bear the cross of Christ" অর্থাৎ সহস্রবার উত্ত্যক্ত হইলেও খৃষ্টের ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সকলের প্রতি প্রেম বিস্তার করিবে। চৈতন্যের বৈরাগ্যের ভাবও অনুকরণীয়। তিনি ঈশ্বর-প্রেমে মত্ত হইয়া সংসার ছাড়িয়া যান নাই, কিন্তু অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া সেই প্রেমে জগৎকে মাতাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বিকৃত হইলেও অদ্যাপি তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত বৈরাগ্যের অনেক ভাব পাওয়া যায়।

প্র। আমরা প্রতিজন সংসারের পরীক্ষায় পড়িয়া কি উপায়ে বৈরাগ্যের ভাব রক্ষা করিতে পারি ?

উ। আমাদের জানা উচিত যে বড় বড় কথার মতে পরিত্রাণ হয় না। প্রত্যেক সাধনের এক একটী মূল মন্ত্র বা সঙ্কেত আছে, বিশ্বাসের সহিত তাহা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিলে

আশ্চর্য্য ফল লাভ হয়। সংসারের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য খৃষ্টানেরা ক্রুশের চিহ্ন ব্যবহার করে এবং বৈষ্ণবেরা মধুর হরিনাম উচ্চারণ করে। এইরূপ এক একটী ক্ষুদ্র সঙ্কেত টোটকা ঔষধের ন্যায় মহা বিপদেও বাঁচাইয়া রাখে। ব্রাহ্মেরা এরূপ কোন উপায় অবলম্বন করিবেন না কেন? কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত বা শব্দের উপর অন্ধবৎ দৃষ্টি বদ্ধ করিলে কুসংস্কার হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকে আপনার বিশেষ উপযোগী এক একটী সঙ্কেত করিয়া না লইলেও পরীক্ষার সময় অবলম্বন পাইতে পারেন না। রাগীর পক্ষে ঈশ্বরের ক্ষমা, দুঃখীর পক্ষে ঈশ্বরের দয়া স্মরণ নিতান্ত উপকারী। কিন্তু যিনি যে সঙ্কেত অবলম্বন করুন্, ঈশ্বরের কৃপার সহিত যেন তাহার প্রত্যক্ষ যোগ থাকে। ঈশ্বরের কোন নাম কেবল শব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলে নিষ্ফল। নাম করিলেই হৃদয় ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ হইবে, এই জন্য সেই নামটী সর্ব্বদা চিন্তা ও পরিশ্রমদ্বারা সাধন করিতে হয়। আমরা সাধারণ ভাবে একটী সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিতেছি "ঈশ্বর দয়াপূর্ণ হইয়া আমার সঙ্গে আছেন" প্রত্যেক ব্রাহ্ম যে কোন কথায় হউক সর্ব্বদা এই ভাব স্মরণ করুন্, চিন্তা করুন্, সাধন করুন্; বিপদের সময় ইহার আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিবেন। পুণ্যাত্মা পলের উপাখ্যানে আছে তিনি যখন রোমনগরে অন্ধকার কারাগারে একাকী রুদ্ধ ছিলেন, খৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন "Paul! Fear not, I am with thee" পল ভীত হইও না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। পল উত্তর করিলেন "Lord! I know whom I have ser-

ved and I die in faith" প্রভু! আমি জানি কাহার সেবা করিয়াছি এবং তোমাতে বিশ্বাস করিয়া আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। একথার মধ্যে কুসংস্কার ও কল্পনা থাকুক, কিন্তু পল বিশ্বাস বলে খৃষ্টকে যেরূপ আয়ত্ত করিলেন, ব্রাহ্ম আপনার হৃদয়বাসী ঈশ্বরকে কি সেরূপ করিতে পারেন না? ইহা করিতে পারিলে অতি সহজে প্রকৃত বৈরাগ্য শিক্ষা করা যায়।

প্র। 'Rock of Ages' নামে এক খানি ছবি খৃষ্টানেরা বড় আদর করিয়া থাকেন। তাহাতে পর্ব্বতের মত একটা ক্রস্ রহিয়াছে এবং তাহার চারিদিকে সমুদ্রের ভয়ানক ঢেউ উঠিতেছে। এক ব্যক্তি অর্দ্ধ জলমগ্ন হইয়া দৃঢ়রূপে পর্ব্বতের গোড়া ধরিয়া আছে, কত রত্ন ও শুক্তি ভাসিয়া যাইতেছে তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিতেছে না। ইহার তাৎপর্য্য কি?

উ। ঐ মনুষ্য সংসার সাগরে ঈশ্বরের প্রেম ও বিশ্বাস দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিয়া আছে। তাহার চারিদিকে সংসারের ঘোর বিপদ্ তরঙ্গ আঘাত করিতেছে, তথাপি তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। সংসারের ঢেউতে কেবল ক্লেশ দেয়, অতএব তাহাতে সে সুখের প্রত্যাশা করিয়া ভাসিয়া যায় না এবং দুই একটী রত্নের লোভে প্রাণ হারাইতে চায় না। তাহার জীবন ও সুখের আশা কেবল সেই পাহাড়েতেই, অতএব সে প্রাণপণে তাহাই ধরিয়া আছে। এই লোক প্রকৃত বৈরাগী।

প্র। রামমোহন রায়ের গানে আছে, বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে, সে কি রূপ?

উ। তাহাতে বিবেকের অর্থ কর্ত্তব্য বিবেচনা এবং বৈরাগ্যের অর্থ সংসারের প্রতি উপেক্ষা সাধারণে এই বুঝে। কিন্তু এক্ষণে আমরা এ দুয়ের এতদপেক্ষা উচ্চতর ভাব শিক্ষা করিয়াছি। বিবেক কি না আত্মাতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ শ্রবণ এবং বৈরাগ্য কি না সংসারে বিরক্ত না হইয়া হৃদয়ের প্রীতি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে সমর্পণ করা। ইহাই স্বাভাবিক ও প্রকৃত সাধন। ইহা যেমন মধুর সেইরূপ স্থায়ী।

ঈশ্বরের বিশেষ করুণা।

প্র। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা, আদেশ, (Great man) মহাপুরুষ ইত্যাদি সম্বন্ধে যদি কাহার কোন বিশেষ মত থাকে তাহা প্রচার করা উচিত কি না।

উ। যিনি যেটী সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, দৃঢ়তা সহকারে তাহা প্রচার করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। চৈতন্যের অসাধারণ ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি যদি আমার ভক্তি থাকে, তাঁহাকে ভক্তিভাজন বলিয়া সকলের নিকট প্রচার করিতে পারি। কিন্তু কেহ যদি ব্রহ্মকে স্বীকার করেন, অথচ চৈতন্যকে ভক্তি না করেন, এমন কি পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহাকেও আমি ব্রাহ্ম বলিব। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য যিনি অস্বীকার করেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্ম বলিতে পারি না; বিশেষ মত লইয়া ব্রাহ্মগণের মধ্যে প্রভেদ আছে এবং থাকিবে। এ সম্বন্ধে সকলের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক। অন্যকে যদি আমার মতে আনিতে হয়, স্বাধীনভাবে বুঝাইয়া আনিব।

প্রশ্ন। ঈশ্বরের বিশেষ করুণার অর্থ কি?

উত্তর। আমরা সামান্যতঃ জগতে ঈশ্বরের সাধারণ করুণা দেখিতে পাই, তাহাতে তাঁহাকে জগতের পিতা বলিয়া ধন্যবাদ করি। কিন্তু তিনি আবার সময় বিশেষে অবস্থা বিশেষে যখন আমার বিশেষ অভাব মোচন করেন, তখন তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া জাজ্বল্যতররূপে দেখিতে পাই এবং তাঁহার বিশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

২। বিশেষ করুণা মানিতে গেলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলা হয় কি না?

উ। কতকগুলি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের যেরূপ মত, তাহাতে এরূপ সংশয় হইতে পারে বটে। তাঁহারা বলেন ঈশ্বর একটী জাতি বা কতকগুলি ব্যক্তি বাছিয়া তাহাদের প্রতি আপনার সকল দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন আর তিনি অন্য সকলের প্রতি নিষ্ঠুর। তিনি পরিত্রাণ ও মুক্তি কতকগুলি লোককে দিবেন, কতকগুলিকে দিবেন না। এটী ভ্রান্ত ও জঘন্য মত। ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশেষ করুণার ভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও নূতন। ইহাতে বলে তিনি বিশেষ করুণা কেবল ব্যক্তিবিশেষকে প্রদর্শন করেন না, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক সন্তানের জন্য তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সময় ভেদে অবস্থা ভেদে তাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থিত হয়।

প্র। ঈশ্বরের কার্য্য যখন নিয়মে চলিতেছে, তখন তাঁহার সকল করুণাকে সাধারণ বলিলে ক্ষতি কি?

উ। আমরা ঈশ্বরের দশটী কার্য্য দেখিয়া একটী নিয়ম

নির্দ্দেশ করি, কিন্তু তিনি কি কেবল সাধারণ নিয়ম ধরিয়া কার্য্য করেন? তিনি কি প্রত্যেক সন্তানকে পৃথক্ পৃথক্ দেখিতেছেন না? প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহার উপায় করিতে কি অক্ষম?

এক মাতার যদি পাঁচ পুত্র থাকে আর তিনি পীড়িত পুত্রের জন্য ঔষধ প্রস্তুত করেন, বিদ্যার্থী পুত্রের জন্য সকাল সকাল অন্ন প্রস্তুত করেন, দূরদেশস্থ পুত্রদের নিকট পত্র বা লোক পাঠান, সকলের প্রতি তাঁহার সাধারণ করুণার অন্যথা নাই; কিন্তু তাহা আবার কেমন বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রকাশিত! ঈশ্বরের করুণা তাঁহার সন্তানগণের প্রতিও এইরূপ। তিনি সকলকে করুণা করিতেছেন, অথচ প্রত্যেকের যেমন অভাব তাহার উপযুক্ত করিয়া ইহা প্রেরণ করিতেছেন।

প্র। সাধারণ ও বিশেষ করুণা আমার সম্বন্ধে যেমন, সেই রূপ জগৎ সম্বন্ধে আছে কি না?

উ। ঈশ্বরের কতকগুলি করুণার কার্য্য জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ, কতকগুলি আমার সম্বন্ধে বিশেষ। খৃষ্ট, চৈতন্য কি নানক দ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপন জগৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা। কারণ যে সময় জনসমাজ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, সে সময় এরূপ এক একটী আলোক বিধান হওয়াতেই জগতের বিশেষ কল্যাণ হইয়াছে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা না দেখিলে তাহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না। যে ব্রাহ্মসমাজের আলোকে আমার পূর্ব্বগত পাপজীবনের পরিবর্ত্ত হইয়াছে, আমি তাহাকে বিশেষ করুণা বলিয়া স্বীকার করিব। কোন ব্রহ্মোৎসব দ্বারা যদি আমি নবজীবন লাভ করিয়া থাকি,

তাহাকে ঈশ্বরের বিশেষ দান বলিতে পারি। সাধারণ করুণা স্রোত একটু একটু করিয়া সর্ব্বক্ষণ চলিতেছে, কিন্তু বিশেষ করুণা একবার বাণের ন্যায় আসিয়া জীবন তোলপাড় করিয়া দেয়, পুরাতন জঞ্জাল সকল ভাসাইয়া লইয়া যায়, নিদ্রিতকে জাগ্রত করে এবং মৃত আত্মাকে নবজীবন দান করে।

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা যদি সকলেরই জন্য, তবে সকলে ইহা বুঝিতে পারেন না কেন ?

উ। যিনি আপনার জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ করুণা হৃদয়ঙ্গম না করেন, তাঁহাকে তর্কদ্বারা বুঝান যায় না। বিশ্বাসী ব্যক্তির নিকট ঈশ্বরের করুণার সকল ব্যাপার সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তিনি প্রতিদিন যখন আহার করেন, তখন দেখেন মা ছেলের মুখে দুগ্ধ দিয়া যেমন খাওয়ান, ঈশ্বর সেইরূপ প্রগাঢ় স্নেহের সহিত খাওয়াইয়া থাকেন। আমরা দেখি না, তাই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হই না। পীড়ার সময় মা এক ঘটী জল দিলে তাঁহাকে দেখিয়া কত ভক্তি হয়। কিন্তু যদি অন্ধ হই, তাঁহার প্রদত্ত জল পান করি, অথচ তাঁহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা আইসে না। ইহাতে মাতার দোষ নাই। ঈশ্বর সেইরূপ অলক্ষিত ভাবে আমাদিগকে খাওয়ান, আমরা অন্ধ বলিয়া তাঁহার হস্ত দেখি না। সকল ঘটনার মধ্যে তাঁহার করুণার কল চলিতেছে। আমাদের প্রতি মাতার স্নেহ এত প্রবল কেন ? তিনি স্নেহ করিবার সময় কেন তর্ক যুক্তি আনিয়া বিলম্ব করেন না ? মাতার হাতে যেমন ঘটী, মাতা সেইরূপ ঈশ্বরের হাতের কল, তিনি স্নেহ না

করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু আমরা এমনি অন্ধ, যে ঘটীর প্রশংসা করি, মার সুখ্যাতি করি; কিন্তু ঈশ্বর যিনি সকল স্নেহের মূলাধার হইয়া কল চালাইতেছেন, তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা দিই না। অনেকে স্বাভাবিক নিয়মের দোহাই দিয়া ঈশ্বরের করুণা উড়াইয়া দেন। বিশ্বাসী যখন দেখেন ঈশ্বরের স্নেহ ব্যতীত ঘটী হইতে মুখে জল পড়িত না; বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন কেন তাহা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে হয়। মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃত অর্থ ঈশ্বরের স্নেহ। এ সকল সত্য এত গূঢ় অথচ দুর্জ্জয় যে যত গভীররূপে ভাবা যায়, ততই বিশ্বাস করিতে হয়, কিছুতেই অপলাপ করা যায় না।

প্র। অনেক ব্রাহ্ম ঈশ্বরের বিশেষ করুণা স্বীকার করিতে চান না কেন?

উ। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা অস্বীকার করা আর তাঁহাকে বেশী দেখিতে না চাওয়া এক কথা। যে সকল ব্রাহ্ম বিশেষ করুণা মানেন না, তাঁহারা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলিয়া না মানিয়া প্রায়ই জড় পদার্থ বা আকাশের ন্যায় অনিশ্চিত কিছু মনে করেন। তাঁহারা প্রার্থনার আবশ্যকতাও তত স্বীকার করেন না। তাঁহাদের প্রার্থনা কলে কাপড় বুনানোর ন্যায়, আপনারা যন্ত্রী, আপনারা ফলভোগী। তাঁহারা ক্রমে অবিশ্বাসী হইয়া পড়েন। বিশ্বাসী সাধকগণ ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া তাঁহার সহিত যত নিগূঢ় যোগ উপলব্ধি করেন, যত তাঁহার উপাসনার মধুরতা আস্বাদন করেন, তত তাঁহার বিশেষ করুণায় আপনাদিগকে পরাস্ত মানেন এবং তাহাই স্মরণ ও আলোচনা করিতে তাঁহাদের আনন্দ হয়।

প্র। ঈশ্বরের বিশেষ করুণাতে ব্রাহ্মগণের দৃঢ় বিশ্বাস কিসে হইতে পারে?

উ। এক, পিতা পুত্রের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত আপনার ব্যক্তিগত যোগ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা। দ্বিতীয়, প্রত্যেক ব্রাহ্ম আপনার আপনার ব্রাহ্ম হইবার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করুন্, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবেন। ঈশ্বর এদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকলকে আহ্বান করিলেন "ব্রাহ্ম হও।" সকলে না হইয়া পাঁচজন ব্রাহ্ম হইলেন কেন? যে পাঁচজন হইলেন, তাঁহাদিগের কেহ হয়ত দেখিবেন ঘটনাক্রমে কোন স্থানে বাসা করিয়াছিলাম, ঘটনাক্রমে কোন বালক এক খানি ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক বাসায় ফেলিয়া গেল, ঘটনাক্রমে একদিন হঠাৎ তাহা পড়িবার ইচ্ছা হইল—ব্রাহ্ম হইয়া গেলাম। বাহিরে এইরূপ আকস্মিক ঘটনাপুঞ্জ শ্রেণীবদ্ধ দেখা যাইবে, কিন্তু তাহার ভিতরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে কেবল ঈশ্বরের বিশেষ করুণার কল চলিয়াছে বিশ্বাস চক্ষে প্রকাশ পাইবে। এইরূপে আপনার জীবনের বাস্তবিক ঘটনাদ্বারা ঈশ্বরের বিশেষ করুণায় দৃঢ় বিশ্বাস হয়। বিশ্বাস যত দৃঢ় হইবে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় তাঁহার বিশেষ করুণা তত বুঝা যাইবে।

বিবেক ও আদেশ।

প্র। সমস্ত দিন ঈশ্বরেরই কার্য্য করিতেছি, এ ভাব কি প্রকারে সাধন করা যায়?

উ। আমাদিগের হৃদয়ে বিবেক ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া

অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অনুগত হইয়া কার্য্য করা উচিত। অনেকে বিবেককে মানেন বটে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া স্মরণ করেন না। তাঁহারা বিবেককে অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় নিজের মনের একটী ভাব বা বৃত্তি মনে করেন। এই জন্য তাঁহারা কর্ত্তব্যে ও ঈশ্বরের আদেশে প্রভেদ করেন। তাঁহারা আফিসে যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ করেন, কেন না টাকা উপার্জ্জন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিবেন। কিন্তু তাহা ঈশ্বরের আদেশ মনে করিতে পারেন না। যাঁহারা 'যাহা কর্ত্তব্য তাহাই ঈশ্বরের আদেশ' জানেন, তাঁহারা আফিসে গিয়া তাঁহারই কার্য্য করেন, সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা, প্রলোভন ও পাপ হইতে দূরে থাকিতে পারেন। বিবেক আমাদের মধ্যে থাকে, অথচ আমাদের অতীত—স্বর্গীয়। আত্মার কর্ণে আদেশ শুনাইবার জন্য ইহাকে ঈশ্বরের মুখ বলা যায়। বিবেক ও ঈশ্বরের আদেশের যে বিচ্ছিন্ন ভাব আমরা কল্পনা করি, তাহা দূর করা কর্ত্তব্য। ইহা করিতে হইলে প্রথমে উপাসনা মন্দিরে যাওয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠান করা প্রভৃতি যে সকল স্পষ্ট ঈশ্বরের কাজ বোধ হয়, সেই গুলিকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া নিশ্চয় বিশ্বাস করিতে হয়, সেই বিশ্বাস উজ্জ্বল হইয়া ক্রমে ক্রমে জীবনের ক্ষুদ্র কার্য্য সকলকেও আলোকিত করিবে।

প্র। বিবেক সাধনের উপায় কি?

উ। বিবেক সাধনের দুইটী উপায়ঃ—

১ম। বিবেক যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া দিবে, তাহা ঈশ্বরের মুখের কথা বলিয়া বিশ্বাস করা।

২য়। যে আদেশ শুনিব তাহা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত

করিতে চেষ্টা করা। পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহা অস্বীকার বা অন্যথা না করা।

প্র। বিবেকের বাক্য কি ভিন্ন লোকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার?

উ। বিবেকের বাক্য সকল লোকের নিকটই এক সমান। আমাদিগের কল্পনা ও স্বার্থপরতা তাহাকে বিকৃত করিয়া নানা প্রকার করিয়া শুনায়। অন্ধকার নির্জ্জন স্থানে ভূতে মাছ চাহিতেছে যেমন কল্পনা দ্বারা শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাও সেই প্রকার। সর্ব্বদা সত্য কথা কহিবে, ইহা বিবেকের অখণ্ডনীয় নিয়ম, কেহ যদি স্থল বিশেষে মিথ্যা কথা কহা কর্ত্তব্য বোধ করে, সে ভ্রান্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু বিবেক কেবল সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে না। ব্যক্তি বিশেষর বিশেষ অবস্থায় ঠিক্ যেটী কর্ত্তব্য, কঠোর পরীক্ষা সময়ে যে কার্য্যটী করা ঠিক্ বিধেয়, বিবেক নানা আন্দোলনের মধ্যে স্থির বুদ্ধি দিয়া তাহা বুঝাইয়া দেয়। বিবেকের নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয়, কিন্তু তাহা অবস্থা ভেদে বিশেষ আকার ধারণ করে।

প্র। বিবেক যদি সকলকে এক আদেশ করে, তবে এক দেশে যাহা ধর্ম্ম অন্য দেশে তাহা অধর্ম্ম বলিয়া কেন গণ্য হয়? হিন্দুরা সহমরণ প্রথাকে কেন সুপ্রথা বলিয়া আদর করিতেন?

উ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রথা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সেই সকলের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় কোন প্রথা অমূলক নয়, প্রত্যুত সকলেরই উদ্দেশ্য সাধু। যে হিন্দু শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে মহাপাপ বলে, সেই শাস্ত্র আবার সহমরণ প্রথা কেন প্রবর্ত্তিত করিল? ইহার কারণ এই, হিন্দু-সমাজের

যে প্রকার গঠন প্রণালী, তাহাতে পতিহীনা হইলে নারীদিগের জীবন থাকা না থাকা সমান। বিশেষতঃ তাহাদিগকে এত যন্ত্রণা ও প্রলোভনে পতিত হইতে হয় যে সে সকল অতিক্রম করা দুঃসাধ্য। পত্নী পতির অনুমৃতা হইলে সকল পাপ ও যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইবে ভাবিয়া এই প্রথার সৃষ্টি হইল। পরে ইহা বদ্ধমূল করিবার জন্য শাস্ত্রে ইহার অশেষ গুণ ব্যাখ্যা করিল। এইরূপে দয়ার ভাব হইতে নিষ্ঠুর কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হয়।

প্র। যখন কোন কার্য্যে উপকার হইবে কি না হইবে জানিতে পারি না, তখন বিবেকের আদেশ শুনা যায় কি না?

উ। বিবেক ফলাফল চিন্তা করিয়া কোন আদেশ করেন না। যেখানে কোন বিশেষ সৎ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়, সেখানেও বিবেকের তত প্রয়োজন নাই। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি মনকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে টানে অথবা যেখানে কোন প্রবৃত্তির উত্তেজনা দেখা যায় না, বিবেক সেখানে গম্য পথ স্পষ্ট রূপে দেখাইয়া দেয়। উপমার জন্য বিবেককে ঈশ্বরের মুখ অথবা আত্মার কর্ণ বলা যায়, কিন্তু বিবেক অর্থ আমাদের মনের ধর্ম্মভাব। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে আমাদের সাধুভাব কি? না ঈশ্বরের সত্যভাব যে টুকু আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, সুতরাং তাহা স্বয়ং ঈশ্বর। যে পরিমাণে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হয়, সেই পরিমাণে আমি বিবেকী। বিবেক আমার ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, যে তাহা শাণাইয়া রাখিব এবং তদ্দ্বারা সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিব। জীবনের সঙ্গে ইহার যোগ। যথার্থ আবশ্যক সময়ে ইহা ঠিক্ যাহা কর্ত্তব্য,

বলিয়া দেয়। ঈশ্বরের যে আদেশ যখনি শুনিব, তখনি তাহা পালন করিতে হইবে; নতুবা আর আদেশ আসিবে না। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার প্রথম সংযোগ কঠিন, কিন্তু একবার যোগ স্থাপন হইলে,

"তাঁর প্রেম লাগে তোমাতে, তোমার প্রেম লাগে তাঁহাতে, মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।"

প্রত্যাদেশের স্রোতঃ যখন ঈশ্বর হইতে মনুষ্যের আত্মাতে প্রবাহিত হয়, তখন তাঁহার আর চিন্তা করিতে হয় না; যা করেন তাই ঈশ্বরের কার্য্য। বুদ্ধির সংকীর্ণ আলোক দিয়া বা অমুক বলিয়াছেন বলিয়া যখন ধর্ম্ম স্থির করা যায়, তাহা অতি নিকৃষ্ট প্রণালী। উৎকৃষ্ট প্রণালী কি? ঈশ্বরের সহিত ভক্তের মিলনের ভাব। তিনি তাঁহারই হইয়া যান, আদেশ কি, ইহা বুঝিতে তাহার কষ্ট হয় না। প্রচারককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, প্রচার করা তাহার প্রতি কি ঈশ্বরের আদেশ? তাহাকে তখনি বলিতে হইবে হাঁ। নয়ত তিনি বলিবেন প্রচারকের কার্য্য ছাড়িলাম, প্রাণ বাহির হইয়া যাউক, আর আমার পৃথিবীতে থাকিবার অধিকার নাই। কিন্তু এ স্থলে অহঙ্কার করিয়া আপনার কিছু গৌরব দেখাইতে গেলে নিশ্চয়ই পতন। প্রচারক জগতের কি পরিমাণ উপকার করিবেন, তাহা তিনি কিছুই জানেন না। মনুষ্যের নিকট দীক্ষিত হইলে উপকার বুঝিয়া কার্য্য করিতে হয়, ঈশ্বরের নিকট দীক্ষিত হইলে সেরূপ নহে।

প্র। ঈশ্বরের আদেশ কি প্রকারে বুঝা যায়?

উ। ব্রাহ্মের মনে কখন না কখন একটা জিদ্ হয়—কোন

মতে পুত্তলিকার পূজা করিব না; উপবীত রাখিব না; পৌত্তলিক মতে কোন কার্য্য করিব না। এরূপ জিদ্ হইবার তাৎপর্য্য কি? তাহাতে কি ধন মান কি সুখ বৃদ্ধির কোন আশা থাকে? তাহাদ্বারা সমাজের লোককে সুখী করিব এমন কি বিশ্বাস হয়? বরং ঠিক্ বিপরীত। কিন্তু সে সময় ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। ইহা ঈশ্বরের আদেশ, করিতেই হইবে বলিয়া আত্মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উন্মত্ত হয়। ইহা আপনার মত হইলে আত্মীয় বন্ধুগণের ক্রন্দনে বা পীড়নে পরিত্যাগ করিতাম। কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রকার কথাই গ্রাহ্য করিতে পারা যায় না, যদি দুই দণ্ড কাল অপেক্ষা করিতে বলেন তাহাও শুনিতে পারা যায় না। তাহা তৎক্ষণাৎ করিলেই যে স্বর্গে যাইব তাহা নহে, কিন্তু না করিলে ঘোর অধর্ম্ম হইবে বিশ্বাস হয়। আদেশের পরীক্ষা, তাহা সম্পন্ন করিতে না পারিলে অন্তর দুঃসহ গ্লানি ও যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়।

প্র। যাঁহারা বিবেকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং ফলাফল চিন্তা করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা কি ধার্ম্মিক হইতে পারেন না?

উ। হাজার (utilitarian) উপকারবাদী হউন, অন্যের বেলা তাঁহার যুক্তি খাটে, কিন্তু কেহ যদি তাঁহার পুত্রকে কাটিতে যায়, তিনি সে কার্য্যকে তৎক্ষণাৎ অন্যায় বলিয়া ক্রোধান্ধ হইবেন। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবেককে বিনষ্ট করিতে যান, কিন্তু সহজে পারেন না। যে সকল ব্রাহ্ম প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া বিবেকের আদেশ অগ্রাহ্য করেন এবং উপকারবাদী হন, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে সুবিধার ধর্ম্ম করেন এবং অবশেষে তাহা অনায়াসে

পরিত্যাগ করেন! ব্রহ্মমন্দিরে যাওয়া, ব্রাহ্মদিগের সহিত মিলিত হওয়া এক সময় যিনি ঈশ্বরের আদেশ বলিতেন, এখন আর তাহা বলিতে চান না। তিনি বলেন ঘরে বসিয়া উপাসনা করিলে কি হয় না? তিনি তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া মনকে প্রবোধ দেন অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহাকে বলিলেন "ব্রাহ্ম সন্তান! মন্দিরে যাইতে তোমার অনেক কষ্ট হয়; তুমি ঘরে আমাকে পূজা করিলেই যথেষ্ট।" আপনার বুদ্ধির দোষ ঈশ্বরের উপর চাপান হইল। পরে তিনি যুক্তি করেন ধর্ম্মই কেবল এক মাত্র লক্ষ্য থাকিবে কেন? তাহার সহিত কতক পরিমাণে সাংসারিকতা না মিশাইলে নির্ব্বুদ্ধিতা—এমন কি পাপও হয়। তিনি পাটের কারবার আরম্ভ করিয়া হয়ত লোককে ঠকাইতে ক্রটি করেন না এবং অবশেষে ঘোর বিষয়ী হইয়া ঈশ্বরের নামও করেন না।

প্র। ব্রাহ্মদের পক্ষে বিবেক বা ঈশ্বরের আদেশ স্বীকার করা কি নিতান্তই আবশ্যক?

উ। ব্রাহ্মদের অভ্রান্ত পুস্তক নাই, উপদেষ্টা নাই, বাহিরের কোন অবলম্বন নাই, তাঁহারা নিজের ভ্রান্ত বুদ্ধির অনুযায়ী হইয়াও চলিতে পারেন না। তবে তাঁহারা কিসের উপর দাঁড়াইবেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে সকল ব্রাহ্ম বিবেককে একমাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার উপরে নির্ভর করিবেন তাহারাই বাঁচিবেন; অন্যের পতন নিশ্চয়। জীবনের মধ্যে একটীবারও যিনি ঈশ্বরের মুখ হইতে একটী কথা শুনিয়াছেন বলিতে পারেন, তাঁহার পরিত্রাণের উপায় হইয়াছে। সেই একটী কথার স্মরণ চিরকাল মধুময় হইয়া থাকিবে।

প্র। সকল মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ কি নিশ্চয়ই হয়?

উ। ঈশ্বর জীবনের নিয়ন্তা হইয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন এবং সর্ব্বক্ষণই প্রত্যেক আত্মার প্রতি তাঁহার আদেশ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি অবিরত গ্রহ নক্ষত্র সকলকে আকাশে ঘুরাইতেছেন যেমন সত্য, ইহাও সেই রূপ। তবে যে আমরা তাঁহার আদেশ শুনিতে পাই না তাহার কারণ ইহা নহে যে তিনি বলেন না, কিন্তু সংসারের মোহ কোলাহলে আমাদিগের কর্ণ বধির। এক এক সময় যখন আমাদের চৈতন্য হয়, তখন আমরা তাঁহার স্পষ্ট আদেশ শুনিয়া জীবন পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হই। সেই চৈতন্য যদি সর্ব্বক্ষণ থাকে, সর্ব্বক্ষণই তাঁহার আদেশে জীবনকে সঞ্চালিত করিতে পারি।

প্র। আদেশের বিশেষ লক্ষণ কি?

উ। আদেশ সুস্পষ্ট, অপরিবর্ত্তনীয়, ইহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উৎসাহ ও আনন্দ প্রবাহিত হয়, ইহা পালন না করিলে অন্তর গ্লানি ও অস্থিরতায় জ্বলিতে থাকে, ইহাতে ফলাফলের বিচার করিতে দেয় না। এই কয়েকটী লক্ষণ দ্বারা প্রকৃত আদেশ নির্ণয় করা যায়। আপনার বুদ্ধি দ্বারা যাহা উচিত বলিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করা যায়, তাহাকে আদেশ বলা যায় না।

প্র। আদেশ লঙ্ঘন করা যায় কি না?

উ। মনুষ্য স্বাধীন জীব, এজন্য ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়াও তিনি তাহা পালন না করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু এক

বার যিনি আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাঁহার নিকট আদেশ আসা বন্দ হয়।

প্র। আমার প্রতি যদি ঈশ্বরের আদেশ হয় 'আফিসের কর্ম্ম ছাড়'; ছাড়িয়া কি করিব, তখন তিনি বলিবেন কি না ?

উ। যখনকার যে আদেশ তখনকার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। আদেশের স্বভাব এইরূপ যে তাহার প্রথমটী প্রতিপালন না করিলে দ্বিতীয়টী আইসে না। যাঁহার প্রতি কর্ম্ম ছাড়িবার আদেশ হয়, তিনি আগে তাহা ছাড়ুন, পরে যাহা করিবার ঈশ্বর তাহা বলিয়া দিবেন।

প্র। যাঁহারা আদেশ শুনেন নাই, তাঁহারা কি প্রকারে তাহা শুনিতে পাইতে পারেন ?

উ। আদেশ শ্রবণ করিতে হইলে আপনার জীবনের বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হয়। জীবনের কর্ত্তব্য কিছুতেই স্থির করিতে পারি না, ঈশ্বরের আদেশ না পাইলে চলে না, এইভাবে যদি তাঁহার নিকট হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকা যায়, সরল প্রার্থীর নিকট ঈশ্বরের আদেশ সুস্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে আগত হয় এবং তাহার সকল সংশয় দূর করিয়া দেয়।

প্র। ঈশ্বরের আদেশে জীবনের সকল কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন করা যায় ?

উ। আদেশ শ্রবণ ও পালন করিয়া যত তাহার সহিত পরিচিত হওয়া যায়, ততই তাহা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হয়। তখন বিশ্বাস দ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ

হয় এবং জীবন তাঁহার সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতে থাকে।

প্র। ব্রাহ্মদিগের অনেকের এত মত পরিবর্ত্ত হইতে দেখা যায় কেন?

উ। অন্যান্য ধর্ম্মালম্বীদের ন্যায় ব্রাহ্মদের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক, উপদেষ্টা বা কোন বাহ্য অবলম্বন নাই। বিবেক বা ঈশ্বরের আদেশ তাহাদিগের একমাত্র নেতা ও অভ্রান্ত শাস্ত্র। যাঁহারা সেই আদেশ অস্বীকার করেন, তাঁহারা আর কিসের উপর স্থির হইয়া দাঁড়াইবেন? তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম কখন মিলের জাঁতায় পিষিয়া (utilitarian) উপকারবাদী হয়, কখন নাস্তিকদের গ্রন্থ পড়িয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার করে। তাহাদের জীবন আজি এক প্রকার, কল্য আর এক প্রকার। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম হইয়া থাকিতে চান, তাঁহারা ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ জন্য সাধন করিবেন এবং তাহারই উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

মহাপুরুষ।

প্র। যখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তখন ঈশ্বর কি এক এক জন (Great man) মহাপুরুষ পাঠান?

উ। এ বিষয়ে সকল ব্রাহ্মের এক মত নহে। আমরা বলি (Great man) মহাপুরুষ, মহৎ লোক যে নামে বল, ঈশ্বর বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য এইরূপ এক এক মনুষ্যকে প্রেরণ করেন। ইতিহাসে তাঁহারা এক একটী অক্ষয় চিহ্ন রাখিয়া যান, সাধারণ লোক তাহা ধরিয়া চলে।

প্র। মহাপুরুষ ভবিষ্যতে যে জন্য বিখ্যাত হইবেন, বাল্য-কালে তাহা জানা যায় কি না?

উ। মহাপুরুষ সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন না এবং এক বৎসর দেড় বৎসরেও তাঁহার জ্ঞান, বিশ্বাস ও ক্ষমতা সকল প্রকাশিত হয় না। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়; তেমনি মহাপুরুষদের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের বীজ ক্রমশঃ স্ফুরিত হইয়া থাকে। তবে বাল্যকালে তাঁহাদের অপর লোক অপেক্ষা কিছু কিছু অসাধারণ ভাব দেখা যায় তাহাতে ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আশা হয়, কিন্তু ঠিক্ কিরূপ হইবে বলা যায় না।

প্র। অধ্যয়ন বা চেষ্টা দ্বারা যে কেহ মহৎ লোক হইতে পারেন কি না?

উ। অধ্যয়ন দ্বারা পণ্ডিত ও ধর্ম্মসাধন দ্বারা ধার্ম্মিক হওয়া যায়, কিন্তু যে মহত্ত্বের আলোচনা হইতেছে ইহা হৃদয়-সম্ভূত, স্বাভাবিক ও ঈশ্বরপ্রদত্ত। মহাত্মা চৈতন্য অদ্বিতীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মহত্ত্ব ভক্তি প্রচারে—তাহা তিনি কাহার নিকট শিখেন নাই। সক্রেটিস্ 'কিছু জানি না' জানিতেন, ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব। আমাদের মতে চেষ্টা দ্বারা সকল লোকেই বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও কার্য্যপটু হইতে পারেন, কিন্তু লক্ষ বৎসর চেষ্টা করিলেও কেহ সেক্সপিয়ার কি ক্রাইষ্ট হইতে পারেন না। মহাপুরুষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও বিশেষ করুণা প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে জগতেরও বিশেষ মঙ্গল হয়।

প্র। মহত্ত্ব কি কি বিষয়ে হইতে পারে?

উ। ধর্ম্ম প্রচার, শিল্প, গ্রন্থরচনা, বক্তৃতা, যুদ্ধ সকল

বিষয়েই স্বাভাবিক মহত্ত্ব হইতে পারে। একজন বীরপুরুষ লক্ষ লক্ষ লোককে মুঠার মধ্যে রাখিয়া এক অঙ্গুলির ইঙ্গিতে চালনা করিতেছেন, ইহাতেও ঈশ্বরের একটী ক্ষমতার ভাব প্রকাশিত হয়।

প্র। মহাপুরুষের কোন দোষ সম্ভব কি না এবং তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল হয় কি না?

উ। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহারাও দোষাশ্রিত ও কলঙ্কিত হইতে পারেন এবং কোন্ মহাপুরুষ বা সম্পূর্ণ দোষশূন্য? কাহার স্বভাবে সাধারণ অপেক্ষাও এক একটা বড় বড় দোষ লক্ষিত হয়। কিন্তু যে কার্য্য সাধন জন্য ঈশ্বর তাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন, তাহা তাঁহারা সম্পন্ন করিয়া যান।

প্র। মহাপুরুষদের বিশেষ লক্ষণ কি?

উ। নিঃস্বার্থ ভাব তাঁহাদের একটী বিশেষ লক্ষণ। সূর্য্য যেমন গ্রহগণকে আলোকিত করিবার জন্য আলোক পাইয়াছে, তাঁহারা যে অসাধারণ শক্তি পান, তাহা নিজের জন্য নয়, কিন্তু সাধারণের উপকারের জন্য। এই জন্য তাঁহাদের মৃত্যুতে জগতের যত ক্ষতি বোধ হয়, অন্যের মৃত্যুতে সেরূপ নয়। পৃথিবীর লোকে মহৎ লোকের প্রশংসা করে; কিন্তু এক ভাবে তাঁহারা নিজের তত প্রশংসার পাত্র নহেন, কেন না তাঁহাদের যে কিছু অসাধারণত্ব তাহা ঈশ্বরের। ক্রাইষ্টের মধ্য দিয়া ঈশ্বর স্বয়ং কার্য্য করিলেন, কিন্তু মানুষেরা ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ না করিয়া ক্রাইষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে!

প্র। ঈশ্বর মহাপুরুষকে যে উদ্দেশে প্রেরণ করেন, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা সাধন না করিতেও পারেন কি না?

উ। ঈশ্বর যাহাকে যে জন্য পাঠান, তাহাদ্বারা তাহা সম্পন্ন হইবেই হইবে। ইহাতে ঈশ্বরের এইরূপ একটি গূঢ় নিয়ম দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য সাধন বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মহৎ মনুষ্যের ইচ্ছা এক হইয়া যায়, স্বতন্ত্র থাকিতে পারে না। ইহাকে 'conscious voluntary absolute subjection' জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্ব্বক ঈশ্বরের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার বলা যায়।

প্র। মহাপুরুষ তবেত (necessity) বাধ্যতার অধীন, তাঁহার (Free will) স্বাধীন ইচ্ছা কোথায় ?

উ। স্বাধীন ইচ্ছার প্রকৃত অর্থ ধরিলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধ আচরণ করা নয়; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার সহিত আপনার ইচ্ছার যোগ করিয়া কার্য্য করা। যে মুক্তির অবস্থা আমাদের লক্ষ্য, তাহাতে এইরূপ স্বাধীন ভাবে আমরা বিচরণ করিব। সাধুলোক ডাকাতি করেন না বলিয়া তিনি কি বাধ্যতার অধীন জড় বস্তু ? তাঁহার ডাকাতি করিতে পারা (Psychologically possible) মনোবিজ্ঞানের নিয়মে সম্ভব, কিন্তু (morally impossible) ধর্ম্মনীতি অনুসারে অসম্ভব। আমরা যত উন্নত হইব, তত পাপ অসম্ভব হইবে; অথচ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ঈশ্বরেতে সমর্পিত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে অবস্থান করিবে। ধর্ম্মই যথার্থ বল, পাপ দুর্ব্বলতা মাত্র।

প্র। শারীরিক গঠন দেখিয়া কোন ব্যক্তির গুণাগুণ স্থির করা যায় কিনা ?

উ। Physiognomy অর্থাৎ চেহারা দেখিয়া মনের কোন কোন ভাব ও অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় হইতে

পারে। কিন্তু (Phrenology) মস্তকপরীক্ষা বিদ্যার যেরূপ অসম্ভব উক্তি অর্থাৎ মাথার ফুলা দেখিয়া এক ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত, প্রচারক, মিথ্যাবাদী, চোর, কি হত্যাকারী হইবে বলিয়া দিবে, তাহাতে কখনই বিশ্বাস করা যায় না। মনের অনেক প্রক্রিয়া অতি গূঢ়, শরীরে প্রকাশ পায় না, এবং স্বাধীন ইচ্ছাতে সকল দোষ সংশোধন করা যায়, তবে মস্তকের ফুলা ধরিয়া কিরূপে গুণাগুণ এককালে সিদ্ধান্ত করা যায়?

প্র। ঈশ্বরের দয়া সকলের প্রতি সমান, অথচ মহাপুরুষ দিগের মহত্ত্ব "হৃদয় সম্ভূত, স্বাভাবিক ও ঈশ্বর প্রদত্ত" এ উভয়ের সামঞ্জস্য কিরূপে হইবে?

উ। ঈশ্বরের দয়া সকলের প্রতি সমান। সামান্য লোকদিগকে তিনি যেমন সামান্য ক্ষমতা দিয়াছেন, তেমনি তাহাদের নিকট অল্প কার্য্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার করেন। যাহাকে অধিক দেন, তাহার নিকট অধিক চান। মহাপুরুষদের যেমন কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা অধিক, জ্ঞানের উজ্জ্বলতা অধিক, জীবনের উদ্দেশ্য সাধনে অধ্যবসায় অধিক, তেমনি তাহাদের কার্য্যের গুরুত্ব অধিক, পরীক্ষা ও প্রলোভন অধিক, জীবনের ব্রত অত্যন্ত কঠিন। তাঁহাদের ক্ষমতা অধিক অথচ কার্য্যভার অধিক না হইলে ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা হইত।

প্র। মহাপুরুষদের সুখের পরিমাণ অধিক কি না?

উ। সাংসারিক চক্ষে দেখিলে এবং অন্যান্য লোকের সহিত তুলনা করিলে তাঁহাদিগের জীবন কেবল দুর্ভাগ্যপূর্ণই বোধ হয়। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে যে গুরুভার দিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকিতে হয়, পদে পদে স্বার্থ হানি ও ভোগ ত্যাগ

স্বীকার করিতে হয়, সহস্র শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হয় এবং আবশ্যক হইলে অকাতরে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়। সামান্য ব্যক্তি তাঁহাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য ক্ষণকালও সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ মস্তকে বহন করিয়া তাঁহারা অন্তরে এত শান্তি পান, যে সদত শান্ত ও প্রফুল্লচিত্ত থাকেন।

প্র। ঈশ্বরের দয়া সমান্য লোকদের প্রতি যে প্রকার, মহাপুরুষদের প্রতি কি সে প্রকার নয়?

উ। ঈশ্বরের দয়া এক, তাহার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন। বিচিত্রতা জগতের নিয়ম, কিন্তু তাহাতে দয়ার তারতম্য হয় না। একই আলো পাঁচ রকম রঙের কাচের ভিতর দিয়া দেখিলে পাঁচ প্রকার বোধ হয়। ঈশ্বরের দয়ায় কেহ ভাল খায়, কেহ জ্ঞানী হয়, কেহ উপাসনা করে, কিন্তু কোন্ প্রকার দয়ার যে গুরুত্ব অধিক তাহা নিরূপণ করা সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরও সাধ্য নহে। যথার্থ দয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মার উপকার করে, কে তাহা নির্ণয় করিবে? বাহিরে যে খুব দুঃখী সে হয়ত খুব সুখী এবং যাহাকে সুখী বলা যায়, তার চেয়ে হয়ত দুঃখী জগতে নাই। সাধারণের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রকার দয়া, মহাপুরুষদের প্রতি সে প্রকার না হইলেও দয়া সমান বলিতে হইবে।

প্র। মহাপুরুষ কি সকল বিষয়ে সমান উন্নত হইতে পারেন?

উ। তাহা অসম্ভব এবং উন্নতির প্রবন্ধক। সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য থাকিলে সাধনের জাগ্রৎ অবস্থা হয় না, নিশ্চেষ্ট

হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতে হয়। এই জন্য অত্যন্ত মহাত্মারও অহঙ্কার বা রাগ একটা না একটা মহৎ দোষ থাকে।

প্র। চেষ্টা করিলে কি সকল গুণ সমান করা যায় না?

উ। নাক চোক কাণ সকলের আছে, যাহার নাক একটু উঁচু বর্দ্ধনের সময় তাঁহার সকল অঙ্গ যেমন বাড়িবে সেই সঙ্গে নাকেরও বর্দ্ধন হইয়া একটু উঁচু থাকিয়া যাইবে। দয়ালু ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সকল গুণ বাড়ে, আবার দয়া গুণ একটু বিশেষ উচ্চ ভাব ধারণ করিতে থাকে। হারমোনিয়মের সুরের উঁচু নিচুতেই মিল ও মিষ্টতা। ঈশ্বরের রাজ্যে অসামঞ্জস্যের নিয়মেই জীবনকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে।

প্র। মহাপুরুষদের কাজ অতি পবিত্র কি না?

উ। পৃথিবীতে মেথরের কাজ হইতে ধর্ম্মাচার্য্যের কাজ পর্য্যন্ত সকলই মহৎ ও পবিত্র। যে মহৎ ভাবে কার্য্য করা যায়, তাহাতেই কার্য্যের গৌরব। গবর্ণমেণ্টের নিকট রায় বাহাদুর উপাধি পাইবার জন্য ধুমধাম করিয়া লক্ষ লোককে খাওয়ানও নীচ কাজ, এক জন গরিব লোক পথিকদের উপকারার্থ যদি পিছল জায়গায় আপনার ছেঁড়া লেপ একটু পাতিয়া দেয়—কেহ জানিতেও না পারে—তাহার সেই কাজ মহৎ কাজ। ঈশ্বর লক্ষ্য দেখিয়া কার্য্যের পবিত্রতার বিচার করেন। মহাপুরুষের কাজ দশ হাজার লোকের চক্ষুতে পড়ে বলিয়াই তাহার পবিত্রতা অধিক হয় না।

প্র। পরলোকগত মহাপুরুষগণের সহিত ইহলোকেই মিলিত হইতে পারি, ইহা কি প্রকারে সম্ভব?

উ। ইহলোক ও পরলোক এক, কেন না আমাদিগের

জীবন এক ভিন্ন দুই নহে। এখানে যে জীবনের আরম্ভ, সেই জীবনই অনন্ত কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকিবে। মৃত্যু কিছুই নহে, কেবল একটা ঘটনা মাত্র। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মৃত ও জীবিত সকলেই এক হইল, কারণ যাঁহারা মৃত তাঁহারাত জীবিত রহিয়াছেন। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা মৃত, আর পরশ্ব যাঁহারা মৃত, সকলেই সমান ভাবে বর্ত্তমান। তাঁহারা কোথায় আছেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কাছে। তবে উপাসনা দ্বারা আমি ঈশ্বরের নিকটস্থ হইলে তাঁহাদেরও নিকটস্থ হই। ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া থাকিব, তাহাতে আর অসম্ভব কি?

প্র। পরলোকস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত এক পরিবার হওয়া কিরূপ?

উ। এক পরিবার কি, না এক বাড়ীতে প্রীতিযোগে একত্র বাস করা। নিকটস্থ দূরস্থ, ইহলোকের পরলোকের সকল লোকই ঈশ্বরের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহা ছাড়া কাহার থাকিবার যো নাই। তাঁর মধ্যে প্রবেশ করিলেই আমরা সকলকে পাই। সমুদয় জগৎ ঈশ্বরেতে আছে, এই সত্যটী সূক্ষ্মরূপে ভাবিলেই তাঁহাকে পিতা এবং পরস্পরকে ভ্রাতা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। পিতাকে ভাবিলেই ভাই ভগিনী, ভাই ভগিনীকে ভাবিলেই পিতা আইসেন এবং দুই একত্র ভাবিলেই সমুদয় পরিবার সম্পূর্ণ হয়!

প্র। পরলোকগত সকল ব্যক্তির সহিত কি আমাদিগের যোগ সমান হয়?

উ। ধর্ম্ম জীবনের উন্নতির ধাপ আছে। আমি যদি

ারি ধাপ উঠি, পরলোকগত যে ব্যক্তি উন্নতিতে আমার ঙ্গে সমান, তাঁহার সহিত আমার যোগ দৃঢ় হয়। যাঁহারা ধিক উন্নত ধাপে, তাঁহাদের সঙ্গে যোগ করিতে হইলে াত্মাকে অধিক উন্নত করিতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের শ্রেণী-বভাগও আছে। অধিক বিশ্বাসী, অধিক প্রেমিক, অধিক াধীনতাপ্রিয় ব্যক্তিরা পরস্পরে এক শ্রেণীস্থ হন। আত্মায় াত্মায় গূঢ় আকর্ষণ আছে, আপনার ভাবের লোককে টানিয়া য়। একটা পাত্রে এক সের জল ও আধ সের তেল রাখ, ার একটা পাত্রে অল্প জলে এক ফোঁটা তেল রাখ, দুই াত্রের জিনিস একত্র করিলে জলে জল, তৈলে তৈল মিশা-য়া এক হইবে।

প্র। চৈতন্য প্রভৃতি পরলোকস্থ মহাত্মাদের সহিত আমা-দিগের কিরূপ যোগ হইতে পারে ?

উ। চৈতন্য পরলোকে, আমি এখানে। যত তাঁর বই ড়ি, তাঁর জীবন আলোচনা করি, ততই তাঁর সঙ্গে মিলে। তনি হৃদয়ের বন্ধু হইয়া মন কাড়িয়া লইতে থাকেন, আমিও ন্তরের অনুরাগে তাঁহাকে টানিতে থাকি। তিনি টানেন কন ? মনের ভিতর ধরিবার কিছু পাইয়াছেন। “আপনার া হলে মন কি টানে ?” ধর্ম্মজগতে এই টানাটানির ব্যাপার নয়ত চলিতেছে, কেহ দেখে না, তাই অনুভব করে না। চতন্য যেমন ক্রাইষ্ট, বৌদ্ধ, নানক সকলেই আপনার ভাবের াবুককে আকর্ষণ করিতেছেন।

প্র। কোন প্রকার শরীরগত যোগ না হইলেও কি াহার সহিত ঠিক্ যোগ হয় ?

উ। শরীরের যোগ কিছুমাত্র আবশ্যক নয়, আধ্যাত্মিক যোগে স্থায়ী ও প্রকৃত প্রণয় হইতে পারে। মনে কর আমাদিগের প্রজাহিতৈষিণী ভিক্টোরিয়াকে আমরা কখনও দেখি নাই, তাঁর কিরূপ আকার পরিচ্ছদ কিছুই জানি না। এখন আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া তিনি যদি আপনার সেক্রেটারীর প্রতি আদেশ দেন যে "তুমি স্বয়ং দুর্ভিক্ষপীড়িত দিগের বাটীতে গিয়া প্রত্যেককে পাঁচটি করিয়া টাকা দিবে।" ইহা শুনিয়া "মহারাণীর জয় হউক" বলিয়া স্বভাবতঃ তাঁহার প্রতি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হয়। তিনি কতদূরে কি করিতেছেন, জাহাজে করিয়া কৃতজ্ঞতা পাঠাইতে হইবে এপ্রকার ভাবিতে হয় না। মহারাণী অন্তরের নিকট হইলেন, অনুরাগ দূরতাকে—ভূগোল সম্বন্ধে স্থানের ব্যবধানকে বিনাশ করিল। বস্তুত অনুরাগ হইলেই নিকট এবং রাগ হইলেই দূর। লাপলণ্ড বাসীও নিকটস্থ এবং ঘরের লোকও দূরস্থিত হইয়া থাকেন। জীবিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে যাহা সম্ভব, মৃত ব্যক্তিদিগের পক্ষে কেন হইবে না? ভাবের ভাবুক হওয়াই যথার্থ যোগের লক্ষণ।

প্র। ভাবের ভাবুক হওয়া কি প্রকার?

উ। একজন সাধুর মনে যে ভাব, অন্যে ঠিক্ সেই ভাব ধরিতে পারিলে তিনি তাঁর ভাবের ভাবুক হন। এস্থলে কল্পনা, আলোচনা বা অতএব করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করিতে হয় না, কিন্তু তাহা স্বভাবতঃ হইয়া যায়। একজন খোল বাজালে নাচে দেখিলেই আর এক জন ভক্ত বলিলেন 'বুঝেছি একটা ইসারা পাওয়া গেল।' ভক্তির আর একটা চিহ্ন দেখিলে বড় খুসী হন। ইহারা পরস্পরের বাহিরের অবস্থা দেখে না, কিন্তু আমি

যে ভাবের ইনিও সেই ভাবের বুঝিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরাগী হন। মহারাণীর প্রজাবাৎসল্য দেখিয়া যে রাজভক্তি হইল, তিনি কাঁটা চামচে ধরিয়া আহার করেন ভাবিয়া তাহার অন্যথা হয় না। আত্মায় আত্মায় এক ভাব হইলেই মিলিবে। তৈলে তৈল, জলে জল মিশে, সোণার পাত্রের তেল মাটীর পাত্রের তেলের সহিত একত্র হইতে অস্বীকার করে না। পাঁচ আত্মায় ভক্তি হইলেই মিলিবে, কার সাধ্য পৃথক্ করিয়া রাখে? এই জন্য সমুদায় মনুষ্যাত্মা ভক্তিযোগে এক আধ্যাত্মিক পরিবারে বদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উচ্চ আশা।

পরলোক ও পূর্ব্বজন্ম।

প্র। পরলোক বিশ্বাসের পত্তন ভূমি কি?

উ। পরলোক বিশ্বাসের সামান্য যুক্তি আছে, যথা শরীর ও আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ। শরীর পরমাণু সমষ্টিতে নির্ম্মিত এই জন্য তাহার বিয়োগ আছে, আত্মা পরমাণু যোগে উৎপন্ন নয়, এই জন্য তাহার বিয়োগ নাই। এ সকল যুক্তি অগ্রাহ্য নয়। কিন্তু এ সকল একটী একটী সোপান ধরিয়া উঠিয়া যে আমরা পরলোকে বিশ্বাস করি তাহা নয়। পরলোক বিশ্বাসের পত্তন ভূমি বিবেকের উপরে। যখন আত্মাকে ধর্ম্মের অধিকারী বোধ করি, তখনি পরলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করি। এই জন্য পশুদের আত্মা আছে কি না আছে, আমরা সে বিচার করিতে যাই না। পাপ পুণ্যের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী, ইহ-কালে তাহার ফল ভোগ হয় না, এইজন্য পরকাল অবশ্যই আছে, আমাদিগের সহজ বিশ্বাস।

প্র। বিবেক হইতে পরলোকের নিগূঢ় তত্ত্ব কিরূপে বুঝা যায়?

উ। বিবেক মানিলে (Moral Government) ধর্ম্মরাজ্য মানিতে হয়। ঈশ্বর ন্যায়বান্ রাজা, পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড রাজনিয়ম, বিবেক রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজাদেশ জ্ঞাপন করেন, যে পরিমাণে পাপ পুণ্য কৃত হয়, ঠিক্ সেই পরিমাণে তাহার ফল ভোগ না হইয়া যায় না—এ সকলের সমষ্টি একখানি ধর্ম্মরাজ্যের জ্ঞান। ইহার অণুমাত্র কেহ কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে পারেন না, একটী মানিলে সব মানিতে হয়।

প্র। দণ্ড পুরস্কার ইহলোকেই হয় মানিলে কি চলে না?

উ। ধর্ম্মরাজ্যের দুই অংশ, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান জ্ঞান অগ্রে হয়, তাহারই সম্পূর্ণতার জন্য ভবিষ্যৎ জ্ঞান আপনা হইতে হয়। মনে কর একখানি পুস্তকের এক পৃষ্ঠার সকল পংক্তির আদ্যক্ষরগুলি বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ যদি কেহ ঢাকিয়া রাখেন, আমরা তদ্দ্বারা কোন অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি না, ঢাকা অংশ খুলিলেই তাহার সম্পূর্ণ অর্থ অনায়াসে বুঝিতে পারি। সেইরূপ, বর্ত্তমানে ধর্ম্মরাজ্যের এক অংশ মাত্র আমরা দেখিতে পাই, সুতরাং পুণ্যের সম্পূর্ণ পুরস্কার ও পাপের সম্পূর্ণ দণ্ড হয়, তাহা অপর অংশ না দেখিলে বুঝিতে পারি না। অতএব এই জীবনের প্রসারণ ও সম্পূর্ণতাই পরকাল।

প্র। পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার অন্তরে হয়, অতএব একজনের তাহা ইহজীবনে হইল কি না, অন্যে কিরূপে বুঝিবে?

উ। আমরা নিজের জীবন পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারি,

ইহলোকে পাপের সম্পূর্ণ শাসন হয় না এবং পুণ্যেরও পুরস্কার যথেষ্ট হয় না। অন্যের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারি, কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্য পারি, কিন্তু তাহাতে প্রমাণের অভাব দেখি।

প্র। আমরা পূর্ব্বজন্মের পাপের জন্য ইহ জন্মে দুঃখ ভোগ করি ইহা স্বীকার করা যায় কি না?

উ। বিবেককে ভিত্তিভূমি করিলে তাহা হইতে সকল সত্য বাহির হয়। ঈশ্বর ন্যায়বান্, তিনি সকল বিষয়ের সুচারু সূক্ষ্ম বিচার করিবেন। একজনের দণ্ড অপরকে দিলে সকলে চীৎকার করিয়া তাঁহার কার্য্যকে অন্যায় বলিবে। দণ্ড কি? না (Censcious punishment for conscious sin) জ্ঞানকৃত পাপের জন্য জ্ঞাতসার দণ্ড। আমি ইহজন্মে কাণা কি কুঁজো হইয়াছি, ইহাকে আমার পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফল বলিলে জানিতে হইবে, আমি কে ছিলাম, কি পাপ করাতে এই দণ্ড পাইলাম। যদি জানিতে পারি যে আমি পূর্ব্বজন্মে অমুক পাপ করিয়াছিলাম সেই আমি ইহ জন্মে এই শাস্তি পাইতেছি, তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মের ফলাফল মানা যায়। কিন্তু প্রথমতঃ, কেহ বলিতে পারে ইহা খুন করিবার ফল, কেহ বলিতে পারে মিথ্যা কথার ফল; কোনও কথা বিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র যুক্তি নাই, অনুমানই স্বর্ব্বস্ব। দ্বিতীয়তঃ যদিই অনুমান মানিয়া লওয়া যায়, আমার পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মে কোন যোগ দেখা যায় না। যে আমি এই রোগ ভোগ করিতেছি, সেই আমি কি এই রোগের কারণ স্বরূপ এই প্রকার পাপ করিয়াছিলাম? মনকে জিজ্ঞাসা করিলে স্মৃতি প্রজ্ঞা বুদ্ধি বিবেক কেহই ইহার উত্তর

প্রদান করে না। তৃতীয়তঃ এবং সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই সাংসারিক সুখই যে ধর্ম্মের পুরস্কার এবং দুঃখই যে পাপের দণ্ড কে বলিল? অনেক স্থলে ইহার বিপরীত বলাই যুক্তিসঙ্গত।

প্র। না জানিয়া কোন পাপ করিলে কি দণ্ড হয় না? এক ব্যক্তি পাগল বা মাতাল অবস্থায় যে পাপ করে, তাহাকে কি তাহার ফল ভোগ করিতে হয় না?

উ। যে পাপ করিয়া এক ব্যক্তি মাতাল বা পাগল হইয়াছে, তজ্জন্য সে দণ্ডভাগী; কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় যে পাপ করে, তাহার জন্য দণ্ডভাগী নয়।

প্র। পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ না থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকৃত কোন না কোন পাপের এই দণ্ড ভোগ করিতেছি এরূপ মানিলে হানি কি?

উ। যখন পার্থিব গবর্ণমেণ্টও দণ্ড দিবার সময় অপরাধীর অপরাধ বলিয়া দেয়, তখন ন্যায়বান্ ঈশ্বর কি না জানাইয়া দণ্ড দেন? আরও তাঁহার সকল দণ্ড সংশোধনের জন্য, যদি দোষই না জানিলাম, তবে দণ্ডে কি ফল হইবে? এক ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে তাহাকে আফিম খাওয়াইয়া অচেতন করিয়া ১০০ ঘা বেত মারা অপেক্ষা সচেতন অবস্থায় দু ঘা মারায় অধিক ফল। অচেতন করিয়া যে দণ্ড দেওয়া হয়, সে দণ্ডই নয়।

প্র। পূর্ব্ব জন্মের কথা যদিও স্মরণ না হয়, তথাপি অনুমান করিয়াও বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না?

উ। ব্রাহ্মধর্ম্ম (Hypothesis) অনুমানের উপর কোনও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জীবনের গুরুতর বিষয়ে অনুমানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। ইহ জন্মের ভোগা-

ভোগের কারণ যদি পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্য অনুমান করা যায়, গ্রহের সুদৃষ্টি কুদৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণও অনুমান করা যাইতে পারে।

প্র। সংসারের সুখ দুঃখকে পুণ্য পাপের ফলাফল কেন বলা যায় না ?

উ। যাহাতে ঈশ্বরের পথে যাইতে আমাদিগকে সহায়তা করে, তাহাই সৌভাগ্য এবং ধর্ম্মের পুরস্কার বলা যায়, তদ্বিপরীতই দুর্ভাগ্য। কিন্তু সাংসারিক সুখে অনেক সময়ই মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাপে মগ্ন করে এবং সংসারের দুঃখ অনেক সময় ধর্ম্মপথের অনুকূল হয়। এ সংসারে সুখ অপেক্ষা দুঃখই বরং আমাদিগের প্রকৃত কল্যাণকারী বন্ধু, তবে তাহা কি প্রকারে পাপের ফল বলা যায় ?

প্র। ঈশ্বর ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করা পাপ কি না ?

উ। ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম লঙ্ঘনই পাপ। ভৌতিক শারীরিকাদি নিয়ম আমাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে বটে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া সময় সময় উহাদিগকে লঙ্ঘন করিতে হয়, তখন তাহা পাপ না হইয়া বরং পুণ্য হয়। সংক্রামক রোগাক্রান্ত লোকের সেবা শুশ্রূষা করিতে গিয়া যদি পীড়া হইল, সত্য প্রচার করিতে গিয়া লোকের অত্যাচারে যদি প্রাণ বলিদান দিতে হইল, এ সকল মহৎ পুণ্য সন্দেহ নাই।

প্র। পরলোকে আত্মীয়দিগের সহিত কি আমাদের দেখা হইবে ?

উ। এ বিষয়ে অধিক অনুমান কিছু নয়। অনেকে

ঈশ্বরের সত্তায় যেমন বিশ্বাস করেন, পরলোকের সত্তায় সেরূপ করেন না। এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বর ও পরকালকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখেন এবং পরকালের ব্যাপার সকল কল্পনা ও অনুমান দ্বারা চিত্রিত করিতে চান। ঈশ্বর ও পরকাল দুয়েরই বিশ্বাস যাঁহাদিগের উজ্জ্বল, দুইই তাঁহাদিগের সহজ ও স্বাভাবিক এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন। বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা অনুমানের রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারা মিথ্যা ও কুসংস্কারে জড়িত হইয়া পড়েন। অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস সাধন করিয়া তাহারই আলোকে যতদূর দেখা যায়, ততদূর সত্য বলিয়া মানা উচিত। আত্মীয়দিগের সহিত দেখা হইবেই, বিশ্বাস এ কথা নিশ্চয় বলে না।

প্র। পরলোকে আত্মীয়দিগের সহিত পুনর্মিলনের জন্য আমাদিগের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয় তাহা কি সফল হইবে না?

উ। ইচ্ছা হইলেই যে তাহা পূর্ণ হইবে ইহা আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না, বরং যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিতে পারি।

প্রথমতঃ যাহা আমাদিগের ইচ্ছা, তাহার বিপরীত ঘটনা অনেক সময় আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হয়। কুপ্রবৃত্তি এবং সাংসারিক নীচ সুখাশা হইতে যে ইচ্ছা উৎপন্ন হয়, ঈশ্বরতো পদে পদে তাহা বিফল করিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করেন। অনেক সময় ধর্ম্মবিষয় সম্বন্ধেও আমাদিগের যে ইচ্ছা হয়, তাহা সম্পন্ন না হইয়া আমাদিগের উন্নতির অনেক সাহায্য করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবীতে যাহাকে আত্মীয়তা বন্ধুতা বলি, তাহা স্থায়ী নয়। এই পৃথিবীতেই দেখা যায়, আজি যাঁহার সঙ্গে মিত্রতা, দুই পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা! যে

পরিমাণে প্রণয়ের প্রগাঢ়তা, সেই পরিমাণে শত্রুতার তীব্রতা। দুই পাঁচ বৎসরে যে মিত্রতা থাকে না, ৪০ বৎসর পরে বা মৃত্যুর পর অনন্ত কাল যে তাহা থাকিবে, ইহা সংশয়ের ব্যাপার। অতএব ইচ্ছামূলক পরকাল যুক্তি দ্বারা খণ্ডন হইতেছে।

প্র। ব্রাহ্মের পরকাল বিশ্বাসের মূল কি?

উ। ব্রাহ্মের বিশ্বাস ইচ্ছামূলক নহে, কল্যাণমূলক এবং প্রকৃত কল্যাণ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা। ব্রাহ্ম জানেন 'আমি ঈশ্বরে জীবিত আছি, তাঁর সঙ্গে আমার অনন্ত যোগ, অতএব যতদিন ঈশ্বর থাকিবেন, আমি থাকিব। ঈশ্বর প্রাণ, আমি প্রাণী। তাঁর সঙ্গে প্রত্যেক আত্মার প্রাণগত যোগ। যে নাস্তিক পরলোক কামনা করে না, ঈশ্বর তাহারও প্রাণ হইয়া আছেন বলিয়া সে চিরজীবী থাকিবে। পুণ্যবান্ চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে, পাপীও সেইরূপ। কিন্তু আমি যেমন ঈশ্বরের যোগ স্বীকার করি, অন্যে যদি সেইরূপ করে "এক বস্তুর সহিত কোন দুই বস্তুর যোগ থাকিলে তাহাদের পরস্পরের সহিত যোগ হয়," এই নিয়মানুসারে অন্যের সহিত আমার যোগ হইতে পারে।'

প্র। সে কি প্রকার যোগ?

উ। ধর্ম্মরাজ্যের এক স্থানে একজন থাকেন, বিশ্বাসের পথ ধরিয়া যাঁহারা সেই স্থানে থাকেন তাঁহারা জানুন বা না জানুন তাঁহাদের পরস্পরের সহিত যোগ থাকে। যখন এইটী পরীক্ষা করা যায়, তখন তাহা বুঝা যায়। আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্থান পৃথিবীর ভূমি নয়। ১০০ লোক এক সময়ে ঈশ্বরের চরণে যখন পতিত হই, তখন সকলের প্রেম ভক্তি একত্র হইয়া

তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, সকলে একাত্মা হইয়া যাই। এই পরিবারের ভাব যত বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইব। আমাদের স্বাধীনতা আছে বলিয়া পরস্পরের সহিত প্রেম বন্ধনের প্রতিবন্ধকতা বা শিথিলতা হইবে না। মত বিশ্বাস ও ভক্তি যাঁহাদের পরস্পরের সহিত মিলে, তাঁহারা ক্রমে অভিন্নহৃদয়, অভিন্নপ্রাণ হইয়া যান। আমাদের বিশ্বাস এরূপ অবস্থাপন্ন লোকেরা এক স্থানে বাস করেন। এইটী মূলবিশ্বাস করিয়া আমাদের মধ্যে যদি যোগ নিবদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আশা হয় যে পরলোকে একত্র থাকিতে পারিব।

প্র। ৫ বৎসরের একটী সন্তান মরিয়াছে, পরলোকে তাহাকে দেখিতে পাইব যদি এরূপ আশা করি তাহাতে কি দোষ হয়?

উ। দেখিতে চাওয়া ইচ্ছার বস্তু, কিন্তু বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে না। টাকা কড়ীর ন্যায় আত্মীয় বন্ধু আমাদের লোভের বিষয়, কিন্তু ঈশ্বর সে লোভ যে চরিতার্থ করিবেন কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই। ব্রাহ্মদিগের ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কামনা অনিষ্টের কারণ হয়। আগামী রবিবার মন্দিরে গিয়া এলাহাবাদ হইতে আগত দুই বন্ধুর সহিত দেখা হইবে এই আশা করিয়া যদি উপাসনা স্থানে যাই আর তাঁহাদিগের সহিত দেখা না হয়, তবে উপাসনা বিনষ্ট হয় এবং উপাসনাস্থল শূন্য দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। পরলোকে মৃত সন্তানের সহিত দেখা করিবার আশ্বাসে গিয়া যদি দেখা না পাই, তথাকার কোন সুখ সম্ভোগ করিতে পারিব না, আবার শূন্য মনে ইহলোকে ফিরিতে ইচ্ছা হইবে। অতএব পরলোকে সদ্‌গতির জন্ম

ইচ্ছাই স্বাভাবিক ও কল্যাণকর; কোন বিশেষ লোকের সহিত দেখা করিবার আশা অমঙ্গলজনক। আমাদের এক মাত্র আশা সেখানে ঈশ্বরকে দেখিব আর তিনি যাহাকে আনিয়া দেন তাহাকে দেখিব।

প্র। অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়দের সহিত ব্রাহ্মদের পরলোক বিশ্বাসের বিভিন্নতা কি?

উ। তাহাদের ইহলোক এক, পরলোক স্বতন্ত্র। আমাদের ইহলোক পরলোক এক সূত্রে গ্রথিত, এবং পরলোকের আরম্ভ এখানেই। এ জীবনে যাহার আস্বাদন পাই, পর জীবনে তাহা পাইব নিশ্চয় বলিতে পারি। কেবল অনুমান ও সম্ভাবনার উপর ব্রাহ্মের বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এ জীবনে যাহার আভাস না পাই, তাহার দিকে যাইতে ভয় হয়। যাহার প্রত্যূষ দেখি নাই, সে দিবসের নিশ্চয়তা নাই। ব্রাহ্ম জানেন পরলোকের আশা ইহলোকে নিশ্চয়ই কতক পরিমাণে চরিতার্থ হইয়াছে, পরলোকে তাহা ক্রমশঃ পূর্ণ হইতে থাকিবে।

প্র। Spiritualist অধ্যাত্মবাদীদিগের পরলোক বিশ্বাস কতদূর প্রামাণিক?

উ। আত্মায় আত্মায় আধ্যাত্মিক যে যোগ তাহাই বিশ্বাস যোগ্য। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীরা শারীরিক যোগের কল্পনা করেন, তাহার উপর আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

প্র। আত্মা এই শরীরে আছে, শরীরের সহিত তাহা বিস্তারিত, ইহা স্বীকার করা যায় কি না?

উ। শরীর ব্যাপিয়া যদি আত্মা থাকিত, একটা হাত বা পা কাটীয়া লইলে আত্মার তত অংশ কমিয়া যাইত। কিন্তু

ছেদিতাঙ্গ ব্যক্তির আত্মা যে কমিয়া যায়, তাহা কেহ সপ্রমাণ করিতে পারেন না। আত্মা শরীরে আছে অথচ স্বতন্ত্র। শরীরের সঙ্গে তাহার তুলনা করিলে নানা কুসংস্কার আসিয়া পড়ে।

প্র। পরলোকে আমরা কি একটী বিশেষ স্থানে থাকিব?

উ। ঈশ্বর যদি জিজ্ঞাসা করেন পরলোকে গিয়া কোন্ খানে থাকিতে চাও? যেখানে পুষ্পোদ্যানের মনোহর শোভা, না যেখানে মধুর সঙ্গীতালাপ হইতেছে, না যেখানে বিদ্বান্ লোক বসিয়া পাঠ ও শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন, না যেখানে বিবিধ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে? ব্রাহ্ম বলিবেন 'কোথা-য়ও যাইতে চাহি না; তোমাতেই বাস করিতে চাই। তুমিই পরম গতি ও পরম লোক।'

প্র। আধ্যাত্মিক পরিবার ভবিষ্যতে আমাদিগকে গঠন করিয়া লইতে হইবে, সে কিরূপ?

উ। পরিবারের যে ছবি আমাদিগের অন্তরে আছে, তাহার অনুরূপ জীবন্ত বস্তু জগতে নাই, তাহা আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। কেহ তাহাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না, ঈশ্বরে তাহার আরম্ভ ও শেষ। চৈতন্য ক্রাইষ্ট এই পরিবার গড়িতেছেন। আমাদিগের "আশ্রমও" এই স্বর্গ-রাজ্যের সূত্রপাত, স্বর্গরাজ্যে আমরা কিছু কিছু পরিমাণে বাস করিতেছি। ইহলোক ও পরলোক এক। মৃত্যু এ ঘর হইতে ও ঘরে যাওয়া মাত্র। এখন যে পরিবারের ভাব আমাদের মনে রহিয়াছে, ৪০ লক্ষ বৎসর পরে তাহা প্রত্যক্ষ করিব; কিন্তু সে সময়েও ইহার সাধনের শেষ হইবে না।

প্র। ঈশ্বর বিশ্বাস ও পরলোক বিশ্বাস যে এক, তাহা কিরূপে বুঝা যায়?

উ। ঈশ্বরে বিশ্বাস অর্থই পরলোকে বিশ্বাস। গভীর উপাসনায় নিমগ্ন হইয়া যখন ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র অবলম্বন জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি, তখন বিষয়, সংসার ও এ পৃথিবীর অতীত এক স্বতন্ত্র স্থানে আমরা বাস করি। এখন এই মাত্র জানি তাঁহাতে বাঁচিয়া আছি, চিরকাল থাকিব। ইহলোক একটা পরলোক আর একটা স্থানে, ইহা হাজার হাজার ব্রাহ্মের সংস্কারগত বিশ্বাস সহজে তাড়ান যায় না। কিন্তু উপাসনাতে যত তাঁহারা আস্থাবান ও উন্নত হইবেন, ততই সত্যের নির্ম্মল আলোক দর্শন করিবেন। পরীক্ষিত সত্যই প্রমাণ। উপাসনা দ্বারা আমরা ঈশ্বরে বাস করিয়া সেই সত্য প্রত্যক্ষ করি। উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে ধরিয়া আমরা পরলোক ধরিতে পারি, অনন্তকাল তাঁহার পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মলোক আমাদিগের অনন্তকালের বাসস্থান। 'এষাস্য পরমাগতি, এষাস্য পরমা সম্পদ্, এষাস্য পরমোলোক, এষাস্য পরম আনন্দঃ' ইনিই আমার পরম গতি, ইনিই আমার পরম সম্পদ, ইনিই আমার পরম লোক, ইনিই আমার পরম আনন্দ। ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মের আর উচ্চ কথা নাই।

পরলোক সাধন ও প্রেততত্ত্ব।

প্র। কোন ভৌতিক উপায় দ্বারা পরলোক সাধন হয় কি না?

উ। পরলোক সাধন সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক। পরলোকে ভৌতিক সাধন অসম্ভব; যেহেতু শরীর পরলোকে যায় না, কেবল আত্মারই লোকান্তর হয়।

প্র। পরলোকের বিষয়ে অপরের কথায় বিশ্বাস করা যায় কি না?

উ। ঈশ্বর-জ্ঞান যেমন, পরলোক জ্ঞান তেমনি স্বতঃসিদ্ধ। পরলোকের তত্ত্ব নিজ নিজ অন্তরে উপলব্ধ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের অন্তরে ঐ জ্ঞান প্রেরণ করেন, তিনি অন্তরে ঐ জ্ঞান না দিলে আমরা পাইতে পারি না। যদি অন্তরে সায় এবং প্রমাণ পাওয়া না যায়, এবিষয়ে অপরের প্রমুখাৎ কোন কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

প্র। (Spirit) আত্মা আসিয়া যদি দেখা দেয় বা কথা কয়, তবে বিশ্বাস হয় কি না?

উ। কোন আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার দর্শন বা শ্রবণ যোগ অবশ্যই আধ্যাত্মিক হইবে, ভৌতিক হইতে পারে না। সুতরাং শরীরযুক্ত স্পিরিটের দর্শন বা কথা শ্রবণ কেবল উপন্যাসের ব্যাপার।

স্পিরিটদিগের মধ্যে আবার পুণ্যাত্মা ও পাপাত্মা আছে। স্পিরিটবাদীরা বলেন পুণ্যাত্মারা যেমন যথার্থ বলেন, পাপাত্মারা সেইরূপ মিথ্যা কহিয়া লোককে প্রতারণা করে এবং তাহারা ঠিক্ পুণ্যাত্মার বেশও ধরিতে পারে। আমরা কি প্রকারে এ দুয়ের প্রভেদ করিব? বস্তুতঃ ঈশ্বরের স্পিরিট ভিন্ন অন্য স্পিরিটের কথা আমরা অবলম্বন করিতে পারি না।

প্র। (Medium) মধ্যবর্ত্তী দ্বারা স্পিরিট কথা কহিতে পারে কি না?

উ। যদিই স্বীকার করা যায় যে স্পিরিট মধ্যবর্ত্তী দ্বারা কথা কয়, তথাপি সে কথা ঠিক্ স্পিরিটের হইতে পারে না। মধ্যবর্ত্তী দ্বারা তাহা বিকৃত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আর, একজন স্পিরিট আর এক জনকে পায়, ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। কারণ মানুষ নিজে স্বাধীন থাকিবে অথচ সম্পূর্ণরূপে স্পিরিটের যন্ত্র স্বরূপ হইবে ইহা অসম্ভব। স্পিরিট আবার চেয়ার, টেবল প্রভৃতি এক একটী জড় পদার্থ অবলম্বন করিয়া কথা কয়, ইহার ভাবও আমরা বুঝিতে পারি না।

প্র। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আত্মাই আত্মার শত্রু এবং আত্মাই আত্মার মিত্র, এখন আত্মাকে আত্মার মিত্র কিরূপে করা যায়?

উ। ইহার একমাত্র উপায় ইচ্ছার সহিত পুণ্যের ঐক্য করা। ইচ্ছা সংসার ও পাপের দিকে থাকিলে বিবেকের সহিত তাহার বিবাদ হয়। আত্মার মধ্যে দুই বিরোধী বস্তু থাকিলে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয় এবং সাংসারাসক্ত পাপপ্রিয় ইচ্ছা আত্মার প্রাণ বিবেককে বিনাশ করিতে চেষ্টা পায়, সুতরাং ইহাতে আত্মারও বিনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্মা যদিও অমর, তথাপি পাপ ইচ্ছা দ্বারা তাহার তেজ, শান্তি, আনন্দ, স্বর্গীয় ভাব সকলি ধ্বংস হইয়া যায়। ইচ্ছা ভাল না হইলে কেবল কতকগুলি পুণ্য কার্য্য করিলেও হয় না। অতএব অসাধু ইচ্ছা সর্ব্বপ্রযত্নে দূর করিয়া সাধু ইচ্ছা অবলম্বন

করিতে হইবে। আমরা কেবল পুণ্যবান হইব না, কিন্তু পুণ্যকে ইচ্ছার একমাত্র বস্তু করিব। তাহা হইলেই আত্মা আত্মার মিত্র হইবে।

নিরাশা ও পতন।

প্র। ধর্ম্ম জীবনে এক এক সময় ঘোর অন্ধকার উপস্থিত হইবার কারণ কি?

উ। নদীতে যেমন জোয়ার ভাঁটা হয়, সেইরূপ আমাদের জীবনেও যে জোয়ার ভাঁটা আছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ধর্ম্মজীবনে একবার আলোক দেখিয়া আবার যে অন্ধকার দেখি, তাহার কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা ও পাপাসক্তি। এই দুর্ব্বলতা ও পাপাসক্তি যে ঈশ্বর করিয়া দেন তাহা নহে, আমাদের নিজের দোষেই ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি আমাদিগের অসাধুতা হইতেও সুফল উৎপন্ন করিতে ত্রুটি করেন না। যেমন অন্ধকারে পড়িলে আলোকের মূল্য বুঝি, দুঃখে পড়িলে সুখের আস্বাদন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ ঈশ্বর হইতে পতন হইলে যে কষ্ট হয়, তাহাতে ঈশ্বরের পথে যাইতে সহায়তা করিয়া থাকে। অতএব ধর্ম্মজীবনে অন্ধকার দেখিলে দুইটী বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

১—আমাদের দুর্ব্বলতা, অবিশ্বাস বা পাপাসক্তি ইহার কারণ; ২—আমাদিগের চৈতন্য ও মঙ্গল হয় এই জন্য ঈশ্বর ইহাকে আসিতে দেন।

প্র। একবার ঈশ্বরকে পাইলে আবার কি হারাইতে হয়?

৬। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যেমন সাধন আবশ্যক, রাখিবার জন্যও সেইরূপ চাই, নতুবা তাঁহাকে হারাইতে হয়। লোকে টাকা উপার্জ্জন করিয়া আনিয়া যদি আর তাহার প্রতি যত্ন না করে, তৎক্ষণাৎ চোরে সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইয়া যায়, এই জন্য সিন্দুক কিনিয়া তাহার মধ্যে চাবি দিয়া টাকা রক্ষা করে। মদ ছাড়িয়া এক জন আস্ফালন করিলেন, অসাবধান হইয়া আবার সুরাপান করিলেন; পরে থানায় পড়িয়া পুলিষে গিয়া যখন খুব লজ্জা পান, তখন বিনয় শিক্ষা করিয়া এক কালে মদ পরিত্যাগ করেন। এইরূপ অহঙ্কার ও অসাবধানতা অনেক ব্রাহ্মের পতনের কারণ। ব্রাহ্মেরা একটা লক্ষ্য করিয়া সময় সময় অনেক কষ্ট স্বীকার করেন; কিন্তু যাই পান, আর তাহাতে যত্ন করেন না। তাঁহারা আপনার উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরনির্ভর ছাড়িয়া দেন। ব্রহ্মধন অতি যত্নের ধন, যত কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করিতে হইবে, তদপেক্ষা অধিক কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হইবে।

প্র। বার বার ঈশ্বর হইতে পতন হইলে নিরাশ হওয়া উচিত কি না?

উ। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশেষ লক্ষণ যে ইহাতে নিরাশার কথা মূলেই আসিতে পারে না। এমন নরক নাই, যেখানে ঈশ্বর স্বর্গের সোপান করেন নাই। তিনি চান যে আমরা সম্পূর্ণ পবিত্র হই, কিন্তু আমাদিগকে যখন স্বাধীন জীব করিয়াছেন, তখন জানেন যে আমরা নানা রিপুর কুমন্ত্রণায় পাপে বার বার পড়িব। এই জন্য তিনি অতি আশ্চর্য্য কৌশলে

সর্ব্ব প্রকার পাপের অবস্থার মধ্যে উদ্ধারের পথ অগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মনে কর তিনি তাঁহার স্বর্গ রাজ্যকে একটী মনোহর উদ্যানের মত করিয়াছেন, আর তাহার চারি-দিকে কোথায় সরল পথ, কোথায় খানা ডোবা ও জঙ্গল রহিয়াছে। কিন্তু সরল পথ দিয়া যেমন বাগানে যাওয়া যায়, খানা ডোবায় গিয়া পড়িলে তথায়ও পথ আছে তাহা ধরিয়া আবার সেই বাগানে উঠা যায়। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে যেখানে যেরূপে যাই না কেন, সেই স্থান হইতেই উদ্যানে যাইবার পথ পাই। নরহত্যাকারী অতি জঘন্য ডাকাইতও যে নরকের কূপে ডুবিয়া আছে, সেখান হইতে স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি দেখিতে পায়। এইটী ঈশ্বরের করুণা এবং ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব। আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোন থানে গিয়া বলিতে পারি না ঈশ্বরের হস্ত অতিক্রম করিয়াছি। অনন্ত প্রসারিত তাঁহার হস্ত, পাপী কতদূর যাইবে! সন্তান যতবার পড়ে, মা ততবার হাত ধরিয়া তুলেন। এই বিশ্বাসটী দৃঢ় হওয়া চাই। কিন্তু ব্রাহ্মদের মধ্যে তাহার অত্যন্ত অভাব। অনেক উন্নত লোকও এই বিশ্বাস অভাবে এমন অবস্থায় পড়িয়াছেন যে আর উঠিবার সাধ্য নাই। ব্রাহ্মেরা কতক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়া যে একটী স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়ান, আর এক পদও অগ্রসর হন না, তাহারও কারণ নিরাশা ও ঈশ্বরের করুণায় অবিশ্বাস। বিশ্বাসী ব্রাহ্মের নিকট কথনই নিরাশা আসিতে পারে না।

প্র। পতনের পূর্ব্বে পতন না হইতে পারে, এমন কোন উপায় ধরা যায় কি না?

উ। প্রতীকারক অপেক্ষা নিবারক ঔষধ সর্ব্বত্রই অধিক কার্য্যকর। প্রবল জ্বরের মুখে কোন ঔষধ খাটেনা, কিন্তু জ্বর আসিবার পূর্ব্বে কুইনাইন খাইলে তাহার পথ রোধ করা যায়। দুর্ভিক্ষ হইলে অন্নের সংস্থান করা বড় কঠিন, কিন্তু অগ্রে যথেষ্ট শস্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলে আর ভাবনা থাকে না। এই জন্য আমরা সাংসারিক লোকদিগকে দেখিতে পাই, প্রতিদিনের খাওয়া ছাড়া ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করে। ধর্ম্ম বিষয়ে সময় সময় দুর্ভিক্ষ হইবে জানিয়া আগে সম্বল করা আবশ্যক। ভাল উপাসনা দ্বারা ভক্তি বিশ্বাস নির্ভর যাহাতে অধিক উপার্জ্জন করা যায়, এমত চেষ্টা চাই। "হে ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার কর" এই বলিয়া উপাসনা শেষ করা, হয় অতি উন্নত, নয় অতি অধম সাধকের লক্ষণ। সাধারণতঃ যিনি ৫ পাঁচ মিনিট উপাসনা করেন, বিপদের দিনে তিনি এক মিনিটও স্থিরচিত্ত হইতে পারেন না। প্রতিদিন যিনি দুই ঘণ্টাকাল উপাসনা করিতে পারেন, বিপদের দিনে তাঁহার অনেকটা সম্বল হয়। আমরা যত কঠোর ধর্ম্ম নিয়ম পালন করিতে পারিব, পরীক্ষার দিনে তত নির্ভয় হইব। আমরা উপাসনা যখন ভোগ করি, তখন সে ভোগের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যদি ভবিষ্যতের জন্য সম্বল অধিক করিতে সচেষ্ট হই, তাহা হইলে সহজে পতন হয় না। এখন আমরা যে অবস্থায় আছি, তাহাতে পুণ্যভক্তি সকলি পাই, কিন্তু সাধন অভাবে কিছুই রাখিতে পারি না।

প্র। ধর্ম্মপথে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়?

উ। ১—ঈশ্বরের করুণায় কত মহাপাপী উদ্ধার হইয়াছে, আমিও উদ্ধার হইব এই বিশ্বাস।

২—প্রতিদিনের উপাসনায় বিশ্বাস ভক্তি নির্ভরের অধিক সম্বল করা।

৩—উপাসনা ও জীবনে এক করিবার জন্য সাধন।

৪—যাঁর ধর্ম্মপথে যেটী বিশেষ শত্রু, সেইটীর প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং তাহাকে দমন করা।

প্র। ধর্ম্মপথের বিশেষ শত্রু কিরূপ?

উ। কাম ক্রোধ হিংসা সংসারাসক্তি প্রভৃতি এক একটী পশুভাব এক এক জনের ধর্ম্মপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক। কাহার জীবনের পতন দেখিলে জানা যায় যে ৫০ বারের মধ্যে ৪০ বার এক গর্ত্তেই পতন হইয়াছে অর্থাৎ এক প্রবল কুপ্রবৃত্তিই বার বার তাঁহাকে ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

প্র। ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ পতন হইলে কিরূপ সাধন আবশ্যক?

উ। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী সকল অনুসারে প্রত্যেকের নির্জ্জন সাধন চাই এবং সকলে একত্র হইয়া কোন নূতন প্রণালীতে বিশেষ উপাসনা করা আবশ্যক।

প্র। শুষ্কতা হয় কেন?

উ। শুষ্কতা প্রেমের অভাব। ঈশ্বর প্রেমের আধার, তাঁর কাছে যত থাকা যায়, মন তত রসাল হয়। নদীতীরস্থ বৃক্ষ কখন রসহীন হয় না। আরও আমরা দেখি যে দিন বিনয়ী হই, মন সরস থাকে। অহঙ্কারী হইলেই হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর

হয়। আপনার পাপ স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা শুষ্কতা পরিহারের উপায়।

প্র। বিরোধীদিগের সংসর্গে ব্রাহ্মের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে কি না? যদি থাকে তবে কিরূপ সাবধান হওয়া উচিত?

উ। দুর্ব্বল হইলে সকল প্রকার পরীক্ষায় অনিষ্টের আশঙ্কা আছে। সেই অনিষ্ট দুই প্রকার;—(১) একদিকে আমরা বন্ধুতা রাখিতে গিয়া ক্রমে ক্রমে অতর্কিত ভাবে বন্ধুদিগের অসত্য মতের সহিত সায় দিই; (২) আর এক দিকে স্বাধীন ভাবে অসত্যের প্রতিবাদ করিতে গিয়া বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাইয়া ফেলি। এই দুয়ের মধ্যে সত্যের ভূমি। আমরা বলের সহিত সত্য প্রচার করিব, কোন প্রকারে অবিশ্বাস, অল্পবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কথা আমাদিগের মধ্যে হইতে দিব না। অথচ প্রীতির সহিত বিরোধীদিগের কল্যাণ চেষ্টা করিব।

প্র। একান্ত দুর্ব্বলের পক্ষে কিরূপ বিধান হইতে পারে?

উ। যিনি জানেন আমি দুর্ব্বল, বিরোধীর সঙ্গে থাকিলে আপনার হানি নিশ্চয়, অগত্যা তাঁহাকে সে সঙ্গ ছাড়িতে হইবে। কিন্তু সে কেবল আপনাকে সবল করিবার জন্য।

প্র। ব্রাহ্মের পতনের মূল কারণ কি?

উ। অবিনয় ও আত্মপরীক্ষার অভাব। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের নিম্ন শ্রেণীতে আছেন, যিনি ঈশ্বর দর্শন করেন নাই, যাঁহার হৃদয় অদ্যাপি ঈশ্বরের আদেশ লাভের জন্য প্রস্তুত হয় নাই, তিনি ঈশ্বর দর্শন ও আদেশ একবারে অসম্ভব বলিয়া ফেলেন,

উচ্চ শ্রেণীর সাধকদিগকে অবজ্ঞা করেন ও কল্পনার উপাসক বলেন। প্রথমে একটী গভীর সত্যের প্রতি অবিশ্বাস হইতে সকল প্রকার পতন আরম্ভ হয়, অনেকের পতন প্রার্থনা বা দর্শনে অবিশ্বাস হইতে। ইহা যখনই অসম্ভব বোধ হইল, তখন হইতেই বাস্তবিকও ইহা অসম্ভব হইল। যখন সকলে উপাসনায় নেত্র মুদ্রিত করিয়া থাকে, তখন অবিশ্বাসী ভাবে যে সংসারের পদার্থ সকল কেমন সুন্দর! টাকার কি গুণ! এই রূপে ব্রাহ্ম একবার পতনোন্মুখ হইলে আর বারণ করিয়া রাখিতে পারা যায় না, তিনি শীঘ্রই নিম্নতম সোপানে পৌঁছিয়া স্থির হয়েন। পৃথিবীস্থ কোন স্থানের দূরত্ব জানিতে হইলে যেমন অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমা (Latitude and Longitude) দেখিতে হয়, তদ্রূপ বিশ্বাস ও সাধু জীবন পরীক্ষা করিয়া প্রত্যেকের দেখা উচিত আমি ধর্ম্ম জগতের কোন্ স্থানে বাস করিতেছি।

আত্মগৌরব, দায়িত্ব ও পরনিন্দা।

প্র। যাহা কিছু মঙ্গল ঈশ্বর হইতে এবং যাহা কিছু অমঙ্গল আমা হইতে একথার তাৎপর্য্য কি?

উ। প্রথমে জানা উচিত যে 'মঙ্গল ও অমঙ্গল' ইহার অর্থ সাংসারিক সুখ দুঃখ নয়, কিন্তু আত্মার কল্যাণ ও অকল্যাণ। সাংসারিক দুঃখেও আমাদের কল্যাণ হয় এবং সুখেও অকল্যাণ হইয়া থাকে। জগতে যত কিছু কার্য্য হইতেছে উহা হয় ঈশ্বরের ইচ্ছা, নয় মনুষ্যের ইচ্ছা হইতে উৎপন্ন হয়। সত্য, পুণ্য ও মঙ্গল ঈশ্বরে পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে, কারণ

তাহাই তাঁহার স্বভাব। সুতরাং তাঁহা হইতে যে কোন ঘটনা হয়, সকলি পুণ্যময় ও মঙ্গলময়। মঙ্গলস্বরূপ হইতে কখনই কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটিতে পারে না। তবে আমাদের মধ্যে যে এত অসত্য ও পাপ, তাহা কোথা হইতে আসিল? ইহার কারণ কেবল আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছেন, চাই আমরা ভাল পথে, চাই মন্দ পথে যাইতে পারি। তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলে আমরা ভাল পথেই চলি, এবং মঙ্গল লাভ করি। যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া স্বাধীনতার অহঙ্কারে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করি, তখনি অমঙ্গল আনয়ন করি। এই জন্য মঙ্গল যা কিছু ঈশ্বর হইতে, অমঙ্গল যা কিছু নিজেরই দোষে হয়।

প্র। ঈশ্বরে যেমন সত্য, পুণ্য ও মঙ্গল ভাব আছে, আমাদের মধ্যেও সেই সকল গুণত কিছু কিছু পরিমাণে আছে বলা যায়?

উ। ঈশ্বর আমাদের ন্যায় কোন গুণবিশিষ্ট নহেন। তিনি জ্ঞানী, কি শক্তিমান্, কি প্রেমিক নন; কিন্তু তিনি স্বয়ং জ্ঞান, শক্তি ও প্রেম। তাঁহার স্বভাবের একটু একটু প্রতিবিম্ব আমাদের মধ্যে পড়াতে আমরা সাধু হই, অর্থাৎ যে পরিমাণে আমাতে তিনি সেই পরিমাণে আমি জ্ঞানী, দয়ালু ও পবিত্র। এই সত্যে বিশ্বাস করিলে অহঙ্কারশূন্য ও বিনয়ী হওয়া যায়। আমি সত্যপরায়ণ তাহার অর্থ এই, আমি যে সত্যটুকুর গৌরব করিতেছি তাহা কেবল সেই সত্য সূর্য্যের একটী কিরণ মাত্র। আমি দয়ালু অর্থাৎ সেই অনন্ত মঙ্গলসমুদ্রের এক বিন্দু আমাতে পড়িয়াছে। সকল সদ্‌গুণ সম্বন্ধে এইরূপ। এ বিষয়ে

বিষয়ী ও সাধুর দৃষ্টি ভিন্ন প্রকার। বিষয়ী ঈশ্বরের শক্তিকে আপনার মনে করিয়া অহঙ্কারী হয়, সাধু আপনার প্রত্যেক সত্য ও মঙ্গল ভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রকাশিত দেখেন, আপনার অন্ধকার কুটিরে তাঁর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে দেখিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করেন। যতই তিনি আমাদের হৃদয়ে আসেন ততই সংসার ও পাপ চলিয়া যায়, যেমন সূর্য্য প্রকাশে অন্ধকার তিরোহিত হয়।

প্র। আমরা তবে সাধুভাব লইয়া আমার তোমার বলিয়া এত অহঙ্কার ও বিবাদ করি কেন?

উ। যতদিন আমাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র থাকে, ততদিন আমরা দশ জনে ঈশ্বরের একটু একটু গুণ পাইয়া অহঙ্কার ও বিবাদ করি। কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মগণ যে ভ্রাতার মধ্যে যে সাধুগুণ দেখেন, তাহাতে ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া মোহিত হন। কাহার ভক্তি, কাহার উৎসাহ, কাহার পরোপকার গুণ; কিন্তু এ সমুদায় সেই এক ঈশ্বরের প্রতিভা মাত্র, সুতরাং বিবাদ হইতে পায় না। যা কিছু ভাল সব তাঁর, তাঁহাতে ভিন্ন আর কোথাও ভাল কিছু থাকিতে পারে না। মনে কর কোন সহরে এক জন ময়রা কেবল ভাল সন্দেশ প্রস্তুত করিতে পারে, আর সকলে তাহারই জিনিষ লইয়া বিক্রয় করে; যার যা কিছু ভাল তাহা মূলে সেই এক জনেরই, সুতরাং আমার আমার বলিয়া কেহ অহঙ্কার করিতে বা কলহ করিতে পারে না। ইহা হইতে ব্রাহ্মগণের মিলনের একটী সঙ্কেত পাওয়া যায়। যে পরিমাণে আমরা সকল ভ্রাতার মুখে সেই এক পিতার আদর্শ দেখিব, যে পরিমাণে আমরা পরস্পরের সাধুতাতে তাঁহারই সাধুতা

দেখিব, সেই পরিমাণে আমাদের মধ্যে একতা হইবে। ইহা না হইলে ব্রাহ্মদের প্রকৃত মিলনের আর উপায় নাই। আমাদের সব গুণ, সব গৌরব তাঁহারই ; সব কাজ সেই এক জনের; সত্যেতে সাধুভাবে আমরা সকলে এক।

প্র। আমাদের স্বাধীনতার যদি সীমা থাকে, তাহা হইলে সেই স্বাভাবিক অপূর্ণতা হেতু যে পাপ হয়, তাহার জন্য আমরা দায়ী কি না?

উ। অপূর্ণতা পাপের হেতু নয়। ঈশ্বর আমাদের যেমন অবস্থা ও শক্তি দিয়াছেন, সেই অনুসারে আমরা কর্ত্তব্য সাধনের জন্য দায়ী। আমরা এক দণ্ডে দুই সহস্র লোককে ব্রাহ্ম করিব, অথবা অনন্ত পবিত্রতার পরিচয় দিব, ইহা তিনি আমাদের নিকট চান না। ধর্ম্ম নিয়ম দুই প্রকার। কতকগুলির পরিমাণ নাই, তাহা বিধি ও অবিধি মাত্র। সত্য কথা কহা, পরোপকার করা, নরহত্যা না করা,এ সমুদায় আমাদের কর্ত্তব্য, ইহাদের অন্যথা করিলেই পাপ। কতকগুলি ধর্ম্ম নিয়মের পরিমাণ আছে যথা,—বিনয়, ভক্তি, দয়া, ধর্ম্মপ্রচার, ইত্যাদি। ইহা সময়, অবস্থা ও শক্তির উপর নির্ভর করে ; সমান পরিমাণে সকলের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না।

প্র। কোন কাজ যদি মন্দ অভিপ্রায়ে না করি, কিন্তু তাহার ফল মন্দ হয়, তাহার জন্য আমরা অপরাধী কি না?

উ। কু অভিসন্ধি ভিন্ন পাপ হয় না। যে কার্য্য অজ্ঞানকৃত বা আকস্মিক, মনুষ্যের বিচারেও তাহা তত অপরাধজনক নয়। মনে যতক্ষণ অপবিত্রতা, ততক্ষণ যেমন মনুষ্যের নিকটে তেমনি ঈশ্বরের নিকটেও আমরা অপরাধী। কিন্তু কতকগুলি

কার্য্যে কু অভিসন্ধি না থাকিলেও যদি দেখা যায় যে, তাহাতে আমার হাত ছিল, অথচ অনবধানতা প্রযুক্ত কুফল ফলিয়াছে, তাহা পাপ বলিয়া গণ্য। যদি কেহ আমার হস্তে একটী শিশুর ভার দিয়া যায়, আর আমার অসাবধানতায় শিশু ছাদ হইতে পড়িয়া মরে, এবিষয়ে আমার শৈথিল্য জন্য আমি অবশ্য অপরাধী। কুঅভিসন্ধি ছিল না বলিয়া পার পাইতে পারি না, আত্মগ্লানি স্বভাবতঃ হৃদয়কে অস্থির করিয়া তুলে। ঈশ্বর চান যে, আমরা কেবল কুঅভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব না। কিন্তু হৃদয়, মন, আত্মাকে এমন শাসন করিয়া রাখিতে হইবে, যে ভ্রম বা অযত্ন ক্রমেও অসত্যে পতিত হইব না। ঈশ্বরের নিকট অতি সূক্ষ্ম বিচার; যে অবস্থা আমাদের কর্ত্তৃত্বাধীন, তজ্জনিত পাপের জন্য আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী।

প্র। পরনিন্দা পরোক্ষে করা উচিত কি না?

উ। পরনিন্দা অর্থাৎ কাহার গ্লানি করিবার জন্য কুটিল অভিসন্ধি করিয়া কোন কথা বলা, সম্মুখে কি পরোক্ষে কখনই উচিত নয়। তবে যদি প্রয়োজন হয়, যেমন পুস্তকের দোষ গুণ আলোচনা করা যায়, সেইরূপ দৃষ্টান্তস্বরূপ নিরপেক্ষ ভাবে কোন লোকের ভালগুণ ও মন্দগুণ বলিতে দোষ নাই। কিন্তু ভীরুতা প্রযুক্ত কাহার দোষ সম্মুখে বলিতে না পারিয়া পরোক্ষে তাহার গ্লানি করা অত্যন্ত নীচতার লক্ষণ।

প্র। পরনিন্দা অধিক কাহারা করিয়া থাকে?

উ। যাহারা ভাল উপাসনা করিতে না পারে, তাহারা পরনিন্দা দ্বারা নিজের মনের অশান্তি মিটাইয়া থাকে। দ্বিতী-

যতঃ যাহারা নিজে দোষী, তাহারা আপনাদের দোষ ঢাকিবার জন্য অথবা লঘু করিয়া দেখাইবার জন্য পরনিন্দা করে।

প্র। পরনিন্দার আতিশয্য হইলে ব্রাহ্মদের মধ্যে কেহ কেহ সকলের সম্মুখে উপাসনা প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাসের প্রতিও আঘাত করিয়া থাকেন, সেস্থলে কর্ত্তব্য কি?

উ। ১ম, তাহার দোষ বুঝাইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে বলা ও তাহার নিকট হইতে ক্ষমা প্রার্থনা-পত্র লিখাইয়া লওয়া; ২য়, অশ্রাব্য কথার প্রতি কর্ণে অঙ্গুলি দেওয়া এদেশীয় একটী প্রথা আছে, তাহা দ্বারা ঘৃণা প্রদর্শন; ৩য়, সকলে মিলিয়া নিন্দুককে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয় যাওয়া।

অপবিত্রভাবে নিন্দা করিতে প্রশ্রয় দেওয়াতে কত ব্রাহ্মের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই জন্য এবিষয়ে চক্ষুলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দৃঢ় নিয়ম অবলম্বন করা ব্রাহ্মদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ব্রহ্মোৎসব।

প্র। কিরূপ ভাবে উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করিলে উপকার হয়?

উ। বিশেষ একটী সঙ্কল্প স্থির করিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করা কর্ত্তব্য। সঙ্কল্পবিহীন হইয়া যে কার্য্যে যাওয়া যায়, তাহাতে ফলোদয় হয় না। বিশেষতঃ উপাসনা সম্বন্ধে স্থির-লক্ষ্য না হইয়া হঠাৎ অনুরোধে পড়িয়া স্রোতে ভাসিয়া গেলে বিশেষ লাভ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। বিশেষ লাভ করিব বলিয়া ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের ঘরে যাওয়া চাই। উপা-

সনা সম্বন্ধে যাহা আবশ্যক, উৎসবে তাহা আরও অধিক আবশ্যক। প্রত্যেকের অভাব অনুসারে এক একটী বিশেষ সংকল্প থাকা চাই।

প্র। যদি পাঁচটী অভাব থাকে, কোন্‌টী স্থির করিব?

উ। পাঁচটীর মধ্যে যেটী বিশেষ। আমি পবিত্র হব, সকল বিষয়ে ভাল হব, এরূপ সাধারণ ভাবে উপাসনা করিতে গেলে কিছু অভাব নাই প্রকাশ পায়, এবং তাহাতে বিশেষ একটা কিছু উপায় ধরা যায় না। একটু একটু দশটা রোগের তালিকা সকলেই করিতে পারে; কিন্তু যে প্রকৃত রোগী, ডাক্তার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই সে কাতর হইয়া আপনার কষ্ট বলিবে এবং তাহার প্রতীকার প্রার্থনা করিবে।

প্র। উৎসবে আসিয়া কি কেবল একটী পাপ ছাড়িতে চেষ্টা করিব, আর কিছুই করিব না?

উ। উৎসবে সাধারণ ভাবে ভক্তি, ঈশ্বর দর্শন, অপরের প্রতি অনুরাগ, ঈশ্বরের সেবা এ সকল ভাব সম্মিলিত থাকিবে, অথচ জীবনের একটী গুরুতর অভাব মোচনের সঙ্কল্প স্থির থাকিবে। সমস্ত দিনের ধ্যান, আরাধনা, প্রার্থনা, নির্ভর, একাগ্রতার ভার এত গুরুতর যে একটা শত্রুর প্রতি নিয়োগ করিলে তাহাকে অনায়াসে জয় করা যায়। শত্রু জয় হইলেই মনের মধ্যে শান্তির রাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারে।

প্র। একটা পাপ ছাড়িবার জন্য এত সাধন কেন?

উ। সমুদায় পাপের মধ্যে পরস্পর বন্ধুতা আছে, একটা পাপ বিনষ্ট হইলে অন্য সকল যাইবার উপায় হয়। বস্তুতঃ

মনের দশটা ঘর নাই, যে তাহার ভিতর ১০টা পাপ স্বতন্ত্র২ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এক মনেরই নানা অবস্থা। যে পাপের প্রতি মন অত্যন্ত আসক্ত, যাহা ছাড়িয়াও ছাড়ে না, তাহা হইতে মনকে উদ্ধার করিতে পারিলে অন্য পাপ ছাড়া সহজ হয়। এই জন্য সাধনের এত প্রয়োজন।

প্র। সঙ্কল্প স্থির করিয়া পরে কি কর্ত্তব্য ?

উ। উৎসবের বিবিধ সাধনের মধ্যে মধ্যে সঙ্কল্পের প্রতি দৃষ্টি করা চাই এবং তাহা পূর্ণ না হইলে উঠিব না এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে।

প্র। সাধারণ উপাসনা ও উৎসবে প্রভেদ কি ?

উ। যথার্থভাবে দেখিলে এ দুয়ে অনেক প্রভেদ। সাধারণ উপাসনায় কিয়ৎক্ষণের জন্য ঈশ্বরের নিকটস্থ থাকা, উৎসবে সমস্ত দিন ঈশ্বরের কাছে বসিয়াই আনন্দ সম্ভোগ করা। তাঁহার আরাধনা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে দেখা এবং তাঁহাতে অবিচ্ছেদে বাস করা সামান্য সৌভাগ্য নহে। সমস্ত জীবনের মধ্যে প্রকৃত উৎসব একবার ঘটিলেও যথেষ্ট। ইহা স্বর্গীয় ও দুর্লভ পদার্থ।

প্র। উৎসবে অপরের সহিত আমাদের কিরূপ যোগ হয় ?

উ। প্রকৃত উৎসব একাকী স্বার্থপর হইয়া সম্ভোগ করা অসম্ভব। মধ্যস্থলে ঈশ্বরকে রাখিয়া চারিদিকে তাঁহার সন্তানগণের সহিত একহৃদয় হইলে তবে উৎসবের ভাব বুঝা যায়। ৫০০ লোক একসময়ে একস্থানে প্রেমময় পিতার সাধনে মত্ত হইলে কোথা হইতে প্রেমের স্রোত হুড়হুড় করিয়া আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া দেয়, যে সকল ভাব অনেক

চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারি নাই, নিমেষে হেতুবিহীন হইয়া আসিয়া পড়ে। যে যত চায়, সে তত পায়। ভিতরের দ্বার যত খুলিয়া দি, অনেক দিনের সঞ্চিত পাপ ধৌত হইয়া যায়। এক মধ্যবিন্দুতে সকলে দাঁড়াইলে পরস্পরের যোগে পরস্পরের হৃদয় উথলিয়া উঠে। সকলেই আনন্দ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন।

প্র। উৎসবের দুইটী অঙ্গ কি কি?

উ। ১—গত জীবনে যত সাধন হইয়াছে তাহা সম্ভোগ করা; ২—যাহা পাইলাম তাহা লইয়া ভবিষ্যৎ উন্নতির পত্তন ভূমি করা। কেবল সকলে একত্র মিলিয়া আনন্দ ভোগ করিলে তাহা উৎসবের সঙ্গেই শেষ হয়। কেবল "পাপ কিসে যাবে, ভবিষ্যত কিসে ভাল হবে" ইহা বলিয়া কঠোর সাধন করিলে বনোকা এবং স্বার্থসাধন মাত্র হয়। উভয় অঙ্গ একত্র হইলে উৎসবের সম্পূর্ণতা হয়।

প্র। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মদিগের জীবনের এত প্রভেদ দেখা যায় কেন?

উ। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত উন্নতিশীল, কিন্তু একটী সীমা প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথরোধ করা ব্রাহ্মদিগের রোগ। ব্রাহ্মেরা দুই এক পা অগ্রসর হইয়া ভাবেন মূল ব্যাপার ঠিক্ হইয়াছে, আর ভাবনা কি? অনেকে ভাবেন কঠিন সাধনের সময় উত্তরিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'যিনি না এগোন, তিনি পেছোন' ইহা একটী প্রিয় এবং পুরাতন কথা। স্থলের উপর এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা যায়, কিন্তু স্রোতে পড়িয়া থামা যায় না। একটা অবলম্বন ধরিয়া থাকিলে স্রোতে টানিয়া উন্নতির দিকে লইয়া যায়। আমাদের দেখা উচিত প্রতিদিন অগ্রসর বা

পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছি। সকলেই বুঝিতে পারেন প্রতিদিন আমাদের পরিবর্ত্তন হইতেছে, প্রতিদিন উপাসনা একরূপ হয় না। ভিতরে ভিতরে পরিবর্ত্তন ইহার কারণ। তাপমান যন্ত্র যেমন উষ্ণতার, উপাসনা সেইরূপ উন্নতির পরিমাপক। জীবন ধর্ম্মে যত গরম, উপাসনা তত উৎকৃষ্ট, জীবন যে পরিমাণে অবিশ্বাসী ও শুষ্ক, উপাসনাও সেইরূপ নীরস। পাপ করিবার আগে যেরূপ উপাসনা, পরে সেরূপ হয় না।

প্র। 'পল! ভীত হইও না, আমি তোমার সঙ্গে আছি' ব্রাহ্ম এরূপ অভয় লাভ করেন কি না?

উ। ব্রাহ্ম কেবল অভয় প্রাপ্ত হন এরূপ নহে কিন্তু ঈশ্বরে আনন্দিত হন। ব্রাহ্ম আপনার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আহ্লাদে আটখান যে, ঈশ্বর আমার প্রতি এত দয়া কেন করিলেন, এত লোকে থাকিতে আমাদ্বারা এ কাজ কেন করাইলেন?

প্র। ব্রাহ্মসমাজে অনেক সময় আনন্দ উৎসব দেখা যায়, তথাপি ব্রাহ্মদের হাহাকার কেন যায় না?

উ। যিনি বা বলুন এখনও ব্রাহ্মসমাজে স্থায়ী পবিত্র আনন্দ নাই। এক প্রকার প্রেম পাই, আনন্দ অনুভব করি; কিন্তু তাহা অস্থায়ী। যে অবস্থায় হাসিলে ঈশ্বরের নিকট যাইতে পারি এবং তাঁহা হইতে দূরে গেলেই কাঁদি, ব্রাহ্মদিগের সে অবস্থা না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না। বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভক্তি ও আনন্দের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু পবিত্রতাবিহীন হইয়া তাহার দশা কি শোচনীয়! উপাসনার সুখ পাইয়া অমনি যদি সকল পাপ ছাড়িয়া দি, সকল নর নারীকে পবিত্র ভাবে

হৃদয়ের মধ্যে লইয়া জীবনকে পবিত্র কার্য্যে নিয়োগ করি তাহা হইলে ঠিক হয়। আমরা উপাসনার গুণে সুখ পাই, কিন্তু নিজের অপবিত্রতার দোষে সব নষ্ট করিয়া ফেলি। এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোণা পড়িয়া সকলি নষ্ট করিয়া দেয়।

ধর্ম্মবন্ধুদিগের পরস্পর সম্বন্ধ।

প্র। ভ্রাতা ভগিনীকে অবিশ্বাস করিও না, এ কথার ভাব কি?

উ। বিশ্বাস অর্থ যেমন বস্তুটী তাহা ঠিক্ জানা। অবিশ্বাস অর্থ কোন ভ্রাতার চরিত্র না জানিয়া তাহাকে মন্দ ভাবা। এরূপ অবিশ্বাস সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য।

প্র। একজন একবার মিথ্যা কথা কহিলে তাহাকে মন্দ লোক বলা যায় কি না?

উ। একজন একবার একটী মিথ্যা কথা কহিলে সে চোর, মাতাল, নাস্তিক, একেবারে মন্দ লোক তাহা বলা অন্যায়।

প্র। সে লোক মিথ্যাবাদী কি না?

উ। একবার একটী মিথ্যা কহিল বলিয়া সে যে দ্বিতীয় বার এবং চিরকালই মিথ্যা বলিবে—কখনই সত্য বলিবে না, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং সে ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী সিদ্ধান্ত করা যায় না।

প্র। যে অবস্থায় একবার সে মিথ্যা বলিয়াছে, সেরূপ অবস্থায় আবার বলিতে পারে কি না?

উ। তাহারও নিশ্চয় নাই, তবে সম্ভাবনা বা অনুমান মাত্র করা যায়। কাহার একবার কি দুইবার কোন দোষ করিতে

দেখিয়া চিরকালের জন্য তাহাকে মন্দ লোক বলিয়া অবিশ্বাস করা যায় না।

প্র। একবার কাহার একটী সদ্‌গুণ দেখিয়া তাহাকে সাধু বলা যায় কি না?

উ। একটী দোষ দেখিয়া কাহাকে চিরকাল দোষী মনে করা যেমন, একটী সদ্‌গুণ দেখিয়া সাধু ভাবাও সেইরূপ। উভয় স্থলেই মিথ্যা বিশ্বাস হইল এবং তাহা অসত্য ও অন্যায়। স্থূল কথা এই কাহার প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্পূর্ণ জীবন ধরিয়া ঠিক্ করা যায় না।

প্র। অনুমান, সন্দেহ ও বিশ্বাসে প্রভেদ কি?

উ। অনুমান—কেবল সম্ভাবনা মনে করা; তাহা হইতে পারে, না হইতেও পারে। সন্দেহ—একজন কোন দোষে দোষী বলিয়া প্রায় ঠিক্ করা। বিশ্বাস—নিশ্চয় দোষ বলিয়া সংস্কার হওয়া, তাহা শীঘ্র টলিবার নয়। কাহাকে একবার কোন কুকাজ করিতে দেখিয়া সে আবার করিতে পারে অনুমান করিতে পারি। যদি তাহার দোষ করিবার বিশেষ প্রমাণ পাই, সন্দেহ জন্মিতে পারে। যদি প্রমাণ অকাট্য হয়, তবে সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়। কাহার দোষ স্থির করিতে হইলে এইরূপ সোপান পরম্পরা ধরিয়া আমরা যেন বিচার করি এবং যাহা সত্য তাহাই যেন মনে স্থান দি।

প্র। "Judge not that ye be not judged" তোমরা বিচারিত হইবে না এমন ভাবে বিচার করিও না, ইহার অর্থ কি?

উ। না জানিয়া শুনিয়া কাহার প্রতি অন্যায় বিচার

করিও না। তাহা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। তুমি অন্যায় বিচার করিলে তোমার বিচারকর্ত্তা আছেন এইটী মনে রাখিও।

প্র। বিচারকর্ত্তা যেরূপে মোকদ্দমার বিচার করেন, আমরা সেরূপে পরস্পরের দোষ গুণ বিচার করিতে পারি কি না?

উ। বিচারকর্ত্তার সহিত বিচারিত ব্যক্তির বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তিনি সাক্ষী লইয়া অবস্থা বিবেচনা করিয়া আপনার বুদ্ধিতে যাহা সিদ্ধান্ত হইল তাহাই বলিয়া দিলেন; দোষীকে নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষীকে দোষী করিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু পরস্পরের চরিত্র বিচারে আমরা যদি কোন মিথ্যা সিদ্ধান্ত করি, তাহাতে আমাদের জীবনে মহৎ অপকার হয়।

প্র। লোকের চরিত্র ভাল কি মন্দ যদি নাই জানি, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?

উ। যাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের বিষয় না জানিলে হানি নাই। কিন্তু সর্ব্বদা যাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইতেছে, তাঁহাদের গুণাগুণ না জানিলে অনেক ক্ষতি হয়। যে মন্দ লোক তাহাকে যদি ভাল মানুষ ভাবিয়া বিশ্বাস করিয়া চলি, অনেক সময় সর্ব্বনাশ হয় এবং ভাল লোককে মন্দ বলিয়া ভাবিলে তাঁহা হইতে কোন সাহায্য লাভ করিতে পারি না।

প্র। পরস্পরের নিকট আমরা কিরূপ সাহায্য লাভ করিতে পারি?

উ। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন, তখন ইহাতে অবশ্যই তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য আছে যে আমরা পর-

স্পরের দ্বারা উপকৃত হইব। আমার নিজের যাহা আছে তাহাতে আমার সম্পূর্ণ উন্নতি হয় না। বোধকর আমাদিগের অন্নের প্রয়োজন, আর কাহার কাছে হাঁড়ী, কাহার কাছে কাঠ, কাহার কাছে চাউল রহিয়াছে। এখন সকলের সকল সংস্থান একত্র না করিলে অন্নাভাবে সকলকেই কষ্ট পাইতে হয়। ধৰ্ম্মরাজ্যে পরস্পরে পরস্পরের গুণগ্রহণ করিলে সকলেরই পরিত্রাণের সম্বল হয় না, করিলে প্রত্যেকে কেবল আপনার বলে কিছুই করিতে পারেন না।

প্র। আমরা পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি না কেন?

উ। আমরা আপনার দোষে কষ্ট পাই। বোধ কর এক ব্যক্তির অন্নের প্রয়োজন এবং তাঁহার বাটীর এক ঘরে হাঁড়ি, এক ঘরে চাউল, এক ঘরে কাঠ সকলই রহিয়াছে, কিন্তু সে প্রত্যেক ঘরের দরজায় কুলুপ আঁটিয়া কোথায় কাঠ, কোথায় হাঁড়ি, কোথায় চাউল বলিয়া হাহাকার করিতেছে। এরূপ ব্যক্তির হাহাকার কখনই ঘুচে না। আমাদের দশাও সেইরূপ। ঈশ্বর তাঁহার বৃহৎ গৃহে আমাদের ভাই ভগ্নীগণের মধ্যে কাহাকে দয়ার, কাহাকে জ্ঞানের, কাহাকে পবিত্রতার, কাহাকে স্বর্গীয় উৎসাহের ভাণ্ডার করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা অবিশ্বাস রূপ কুলুপ প্রত্যেক ভাণ্ডারের দরজায় আঁটিয়া দিয়া কোথায় পরিত্রাণ, কোথায় পরিত্রাণ? বলিয়া হাহাকার করিতেছি। বিশ্বাসের সহিত যদি আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারি, তাহা হইলে আশাতীত সাহায্য পাই এবং আমাদের মহৎ অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

প্র। যে ভ্রাতা বা ভগিনী আমাদিগের যে প্রকার শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁহার প্রতি ঠিক্ সেইরূপ শ্রদ্ধা কি প্রকারে প্রদর্শন করা যায়?

উ। আমরা আপনারা বুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া কাহার প্রতি উপযুক্তরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি না। ইহার একটী গূঢ় সঙ্কেত আছে। আমরা একদিকে যেমন ঈশ্বরের সহিত, অন্যদিকে তাঁহার পরিবারের অর্থাৎ মনুষ্যমণ্ডলীর সহিত সংযুক্ত। আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে যে পরিমাণে ঈশ্বরে শ্রদ্ধা হইবে, তাহা ঠিক্ সেই পরিমাণে প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির উপরে পড়িবে। ঈশ্বরকে আমরা শ্রদ্ধা করি কেন? তিনি পূর্ণসত্য, পূর্ণপ্রেম ও পূর্ণপবিত্রতা, স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধা টানিয়া লন। আমরা যদি প্রকৃত অবস্থায় থাকি, তাঁহার সত্য, প্রেম, পবিত্রতা যে মনুষ্যে যে পরিমাণে আছে, তিনি স্বভাবতঃ সেই পরিমাণে আমাদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লন। একটী সুন্দর গোলাপ ফুল দেখিলে আমরা যুক্তি করিয়া তাহাকে ভালবাসি না, কিন্তু তাহার মোহিনী শক্তি আমাদিগের দৃষ্টিকে বিমোহিত করে। ঈশ্বরের সাধুতা অল্প বা অধিক পরিমাণে সকল সন্তানে আছে। স্বর্গরাজ্যের পরিবারের মধ্যে এমনি গূঢ় যোগ যে সেই পূর্ণ পবিত্রতার প্রতি সমুদয় শ্রদ্ধা ঢালিয়া দিলে, তাহা আপনা আপনি প্রত্যেক শ্রদ্ধেয় বস্তুতে যথা পরিমাণে গিয়া পড়ে। একটী জমী যদি উচু নীচু থাকে, তাহার উপরে জল ঢালিয়া দিলে জলের উপরিভাগ দেখ ঠিক্ সমান, কিন্তু নীচে যেখানে ভূমির যত গভীরতা, সেখানে ঠিক্ তত পরিমাণে জল গিয়া পড়িবে। আমরা বিকৃত

মনে লোককে শ্রদ্ধা করিতে যাই, তাই সাময়িক উত্তেজনায় কাহাকেও স্বর্গে তুলি, কাহাকেও নরকে ডুবাই। একবার যাহাকে মস্তকে রাখি, আবার তাহাকেই পদদ্বারা দলন করি। প্রকৃত শ্রদ্ধার এরূপ রীতি নহে।

প্র। প্রকৃতিস্থ থাকিয়া লোককে যথার্থ শ্রদ্ধা কিরূপে করা যায়?

উ। উপাসনার সময় হৃদয়ের সমুদায় শ্রদ্ধা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিতে শিক্ষা করা—প্রকৃত পবিত্রতার নিকটে সমুদয় শ্রদ্ধাকে বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। ইহার সাধন হইলে হৃদয় প্রকৃতিস্থ হইবে। লোককে শ্রদ্ধা করিবার সময় তাহাতে যেরূপ ঈশ্বরের ভাব, তৎপ্রতি সেইরূপ নিঃস্বার্থ প্রীতি যাইবে এবং তাহাতে যে টুকু পশু ভাব, তৎপ্রতি ঘৃণা হইবে। বস্তুতঃ মানুষের দুই দিক দেখিতে হইবে, এক তিনি এতদূর সংসারাসক্ত হইতে পারেন, আবার এতদূর ঈশ্বরভক্ত। এই দুই ভাব দেখিয়া হৃদয় স্বভাবতঃ যে শ্রদ্ধা দান করে, তাহাই প্রকৃত।

প্র। মত বিষয়ে পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করা যায় কি না?

উ। যদি না যায়, তবে ব্রাহ্ম সমাজ চূর্ণ হইয়া যাইবে। এখন আমাদের মধ্যে এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন? এক দল বলেন অমুক লোক মহাপুরুষ, ঈশ্বরের বিশেষ করুণা মানেন না, তবে তিনি নাস্তিক পাষণ্ড। অন্যদল বলেন অমুক ব্রাহ্ম খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন করে, তবে সে ভণ্ড, কপট, দুশ্চরিত্র, শ্রদ্ধা করা যায় এমত কোন গুণ তাহাতে থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিলে এরূপ

উদারতা কখনই হয় না। আমরা উদার ভাবে প্রত্যেক ভ্রাতার গুণ গ্রহণ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধা করিতে পারি।

প্র। মতভেদ সত্ত্বে কিরূপে সদ্ভাব রক্ষা করা যায়?

উ। যে যে কার্য্য স্মরণ করিলে যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার অন্যথা হয় না। অগ্নিতে হাত দিলেই পুড়িবে। মতভেদ যখন আছে, বিবাদের কারণও আছে। যতবার সে ভাব দেখিব, ততবার বিবাদ হইবেই হইবে। তবে কি মতভেদ সত্ত্বে মিলনের উপায় নাই? মতভেদের প্রতি দৃষ্টি থাকিলে সদ্ভাব রক্ষা অসম্ভব। মতভেদ সত্ত্বে মতভেদের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া মিলন করিতে হইবে। চক্ষু যাহা দেখে, হৃদয় তাহার অনুগত। চক্ষু যদি বিরূপ দেখে বিবাদ হইবে, চক্ষু যদি বলে বিরোধসত্ত্বে ঐক্যস্থল এখানে অনেক আছে, হৃদয় তাহা অবলম্বন করে। ঐক্যের ভূমি কি? আমরা সকলেই ব্রাহ্ম, এক পথের পথিক, এক পিতার সন্তান; ভিন্নতার মধ্যে ঐক্য যত দেখিব, হৃদয় তত ভিন্নতা ভুলিয়া ঐক্যভাব ধারণ করিবে।

প্র। মতভেদ জন্য ব্রাহ্মদিগের অমিলন অধর্ম্ম কি না?

উ। মতভেদ জন্য হৃদয়ের বিভিন্নতা কেবল অধর্ম্ম নয়, অব্রাহ্ম ভাব। যে পরিমাণে মতভেদ সত্ত্বে পরস্পরকে প্রেম করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন সকল জগৎকে এক করিবে, তখন সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতেই হইবে। অন্যান্য ধর্ম্মের এ প্রকার আবশ্যকতা নাই। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এখন দেখা যায় তাঁহারা মতের মিলে হৃদয়ের মিলন করিয়া থাকেন, এইজন্য একটু মতভেদ বায়ু

বহিতে না বহিতে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হন। আমাদের পরস্পরের মত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইবে না, অথচ পরস্পরে প্রীতির সহিত মিলিত হইতে পারি এইটী প্রথম বিশ্বাস চাই। যাঁহাদের সঙ্গে মতভেদ হইবে প্রেমাহ্বানে তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বা তাঁহাদিগের কাছে গিয়া বলিব 'এবিষয়ে মিলিলাম, এবিষয়ে মিলিলাম না; কিন্তু তা বলিয়া কেহ ভ্রাতৃভাবের অন্যথা করিতে পারিবেন না।' ঈশ্বর তাঁহার প্রেমদ্বারা পাষণ্ডদিগকে দলন করেন, আমরা তাঁহার অনুরূপ প্রেম প্রকাশ করিতে পারিলে উদ্ধত ভ্রাতাদিগকেও পরাস্ত ও বশীভূত করিতে পারি।

প্র। কোন লোকের প্রতি কোন দোষের সন্দেহ হইলে তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করা উচিত কি না?

উ। সে লোকের সরলতার প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ভাল, নতুবা বিপরীত ফল ফলিতে পারে।

প্র। বন্ধুর দোষগুণ সম্বন্ধে কতদূর জানা উচিত?

উ। আপনার ও বন্ধুর মঙ্গলের জন্য যত দূর জানা আবশ্যক।

প্র। পরস্পরের দোষগুণ জানিবার সম্বন্ধে কি কি সাধন আবশ্যক?

উ। ১—অন্যের গুণ জানিলে গ্রহণ ও তৎ প্রতি শ্রদ্ধা।

২—অন্যের দোষ জানিলে ক্ষমা ও প্রীতির সহিত তাহার সংশোধন চেষ্টা।

৩—আপনার দোষ শুনিতে ও বুঝিতে প্রস্তুত হওয়া।

৪—অন্যের দোষ গুণ ঠিক্ বুঝিবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা উদ্দীপন এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা।

প্র। প্রেমরাজ্য স্বর্গরাজ্য আত্মাতে আনিতে হইলে কি কি উপায় গ্রহণ করিতে হইবে ?

উ। স্বর্গরাজ্যে থাকিবার যে অবস্থা বিশ্বাস পটে মুদ্রিত আছে, তাহা যাহাতে বাস্তবিক ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়, এরূপ সাধন করিতে হইবে। এ পৃথিবীকে যতক্ষণ দেখি, শরীরে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ স্বর্গরাজ্য হইতে দূরে থাকি। যে অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগের পরম লোক, পরম আনন্দ সেই স্বর্গের অবস্থা। পরলোকে আমরা সেই অবস্থায় থাকিব। ইহলোকে যে পরিমাণে ব্রহ্মকে বাসস্থান করিতে পারি, সেই পরিমাণে স্বর্গলোকের নিবাসী হই। আত্মা ঈশ্বরের প্রেমভাব যত ধারণ করিতে পারে, তত প্রেম রাজ্য বুঝিতে পারে। সর্ব্বদা ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা, নিদিধ্যাসন করিয়া এই পৃথিবীতে থাকিয়া আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিব, অনন্তকাল সেই রাজ্যে বাস করিব।

সম্পূর্ণ।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তক।

নারী-শিক্ষা ১ম ভাগ (৪র্থ সংস্করণ)

ঐ ২য় ভাগ (২য় সংস্করণ) ৵

ধর্ম্মসাধন ১ম ভাগ ।৹

ঐ ২য় ভাগ ।৵

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ৴১

বনবাসিনী ৴১০

Theistic Compilations. (Selections from Psalms of David) ।৹

Do No. 2 (Christ's Sermon in the Mount) ৴০

কারা কুসুমিকা ।৶০

বেদিয়া বালিকা ৶০

কুসুমবালা (পদ্য) ॥০

বামারচনাবলী ॥০

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব ৴১০

বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের গৃহধর্ম্ম ৴৬

চিত্তবিনোদিনী ।০

বামাবোধিনী ১২৯৬ সালের বাঁধা ২।০

ঐ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের প্রত্যেক (খণ্ড) ২।০

ঐ ১২৭৪ হইতে ১২৮৫ পর্য্যন্ত ২৪

*** অধিক মূল্যের পুস্তক লইলে কমিশন দেওয়া যাইবে।

কলিকাতা,
৯ নং আণ্টনি বাগান লেন
১২৯৭। ৭ই মাঘ।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ।
সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ।

BL 1235 Dharmma sādhana
.D53
1885
v.2

